বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

ভিন গ্রহের দানব

রকিব হাসান

উৎসর্গ

আমার ভক্ত
তিন গোয়েন্দার
প্রিয় পাঠকদের

এক

আমার নাম জুলিয়া। এটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম বলা যাবে না। আমি কোন শহরে থাকি, আমাদের স্কুলের নাম, বন্ধুদের নাম, কিছুই বলা যাবে না। ইয়ার্করা জানলে এ-সব সূত্র ধরে খুঁজে বের করে ফেলবে আমাকে। ভয়ানক অবস্থা করে ছাড়বে। হয় গোলাম বানাবে, নয়তো কণ্ট্রোলার, যা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

ধূসর একটা ইয়ার্ক পোকা আমার কান দিয়ে ঢুকে আমার মগজ গ্রাস করে আমার দেহের মালিক হয়ে বসবে। নিজের ইচ্ছেমত আমার দেহটাকে চালাবে। কর্তৃত্ব করবে। আমি আর স্বাভাবিক মানুষ থাকব না তখন। পোকাটার ইচ্ছের গোলাম হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, আত্মহত্যা করে যে যন্ত্রণা জুড়াব, তা-ও পারব না, মরতে দেবে না আমাকে পোকাটা। অবস্থাটা কি ভয়ানক, কল্পনা করতে পারো?

মানুষদের মধ্যে ইয়ার্কদের পৃথিবীতে আসার খবর জানে শুধু মানুষ-কণ্ট্রোলাররা, আর আমরা পাঁচ বন্ধু : ড্যানিয়েল, হ্যাপি, ডিউক, ক্রিস্টোফার ও আমি। আমরাও পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ নই আর এখন, কারণ স্বাভাবিক মানুষরা মরফিং জানে না, হাতি কিংবা *বোল্ড* ঈগলে রূপান্তরিত হয় না। সারাক্ষণ ইয়ার্ক নামের এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করে কাটায় না।

যাক সে কথা। আসল কথায় আসি। যেদিনকার কথা বলছি সেদিন, রোদটা বেশ উজ্জ্বল। আমাদের নিচের মাটিকে গরম করে রেখেছে। অদৃশ্য বুদবুদ হয়ে গরম বাতাস উঠছে, যাকে বলে থার্মাল। এই থার্মাল আমাদের ডানার নিচে ঠেলা দিয়ে আমাদের ওপরে উঠতে সাহায্য করছে, চক্রাকারে

Banglapdf.net Exclusive!

পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমেই ওপরে উঠছি আমরা, যেন মহাশূন্য ছুঁতে চলেছি।

ওই শীতল মহাশূন্যের কোনখানে, আমরা জানি, কক্ষপথের ভিতরে রয়েছে একটা ইয়ার্ক মাদার শিপ। এখন হয়তো ঠিক আমাদের মাথার ওপরেই কোথাও।

ইয়ার্করা পরজীবী। ওরা এক ধরনের বড় বড় পোকা, দেখতে অনেকটা খোসা ছাড়ানো শামুকের মত, নিজেদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘন তরল পদার্থ ভর্তি ডোবায় বাস করে, ওই ডোবাকে ওরা বলে ইয়ার্ক পুল। অন্যের দেহ দখল করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে পোকাগুলোর। সৌরমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহের বহু প্রজাতির প্রাণীর দেহ দখল করেছে ওরা, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টোটেম, হোর্ক-বাজির, ইত্যাদি। এখন ওরা পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে, মানুষের দেহ দখল করার জন্য।

কে ঠেকাবে ওদের? কে পারে? পারে একমাত্র অ্যাণ্ডালাইটরা। কিন্তু ওরা বাস করে পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহে। ওখান থেকে পৃথিবীতে আসতে কতদিন লাগবে ওদের, তার কোন ঠিক নেই। ততদিনে পুরো পৃথিবীটাও যদি দখল করে ফেলে ইয়ার্করা, অবাক হওয়ার কিছু নেই।

BANGLAPDF.NET

পাখি হয়ে উড়ছি আমরা। উড়তে উড়তে আমার বন্ধুদের দিকে তাকালাম। কেউ রয়েছে আমার সামান্য নিচে, কেউ রয়েছে অনেক ওপরে। আমাদের বাকি সবার তুলনায় বেশি ডানা ঝাপটাচ্ছে ড্যানিয়েল। *ফ্যালকন*-এ রূপান্তরিত হয়েছে ও, বাজপাখির একটা প্রজাতি। হক আর *ঈগলের* মত ডানা স্থির রেখে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না এরা।

আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ওড়ায় দক্ষ ক্রিস্টোফার। এর কারণ লাল-লেজ বাজপাখিরা এমনিতেই ভাল উড়তে পারে, তার ওপর আমাদের তুলনায় ওড়ার প্র্যাকটিস বেশি করেছে ও।

অনেক বেশি প্র্যাকটিস।

'ক্রিস, তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যিই দারুণ মজা,' আমি বললাম।

'ডাইভ দেবে? আরও মজা,' ও বলল।

ডাইভ দিতে চাই কি না, নিজেই জানি না, ওকে কি জবাব দেব? তা ছাড়া কোন ঝুঁকিকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতেও মন চায় না আমার। সুতরাং জবাব দিলাম, 'দেব।'

'আমি যা করি, তুমিও করো।'

Banglapdf.net Exclusive!

ডানা গুটিয়ে নিয়ে বুলেটের গতিতে মাটির দিকে ধেয়ে চলল ক্রিস্টোফার।

আমিও আমার ডানা গুটিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম।

মাটি যেন ছুটে আসছে আমার দিকে।

পড়ছি আমি! পড়ছি। কোন কিছুই আমার মাটিতে পড়া ঠেকাতে পারবে না।

দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি যেন।

ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে পড়ছি আমরা। একটা দ্রুতগতি মোটর গাড়ির মত। বুঝে দেখো, ষাট মাইল গতিবেগে মাটিতে পড়তে যাচ্ছি।

ব্যাপারটা ভয়ের, সন্দেহ নেই, একইসঙ্গে মজাও পাচ্ছি।

এর কাছে সার্ফিঙের আনন্দ কিছুই না। স্কেটবোর্ডিং, স্নোবোর্ডিং, কোনটাই কিছু না। আকাশের মাইলখানেক ওপরে থার্মালে ভর দিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ানো, তারপর আচমকা ষাট মাইল গতিতে মাটি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেয়া, কল্পনা করতে পারো।

সাঁ সাঁ করে বাতাস কাটছে, ছুটন্ত গাড়ির জানালা খুলে দিলে যেমন হয়। মনে হচ্ছে হারিক্যান-ঝড়ের মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা। ডানার সামনের প্রান্ত থরথর করে কাঁপছে। টের পাচ্ছি, সারাক্ষণ আমার লেজটা কাজ করে চলেছে, লেজের পালকগুলো এদিক-ওদিক কাত হয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে, তীরের মত সোজা ছুটতে সাহায্য করছে আমার দেহটাকে। যে কোন একটা পালকের একটুখানি ভুল নড়াচড়াই জীবন শেষ করে দিতে পারে আমার। এই গতিবেগে হঠাৎ যদি মোচড় খায় কোনও একটা ডানা, ভেঙে যায়, মৃত্যুপরোয়ানা ঘোষিত হয়ে যাবে আমার।

'ক্রিস! একটা কথা বুঝে গেছি।'

'কি?'

'হাতি হওয়া আর পাখি হওয়া এক জিনিস নয়। কোন সমস্যা হলে হাতি থেকে স্রেফ মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারব। কিন্তু উড়ন্ত পাখি থেকে রূপান্তরিত হতে গেলে...এখন যেখানে রয়েছি...' বাক্যটা শেষ করলাম না। কি ঘটবে কল্পনায় দেখতে পেলাম। ভারি পাথরের মত নিচের শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়বে আমার মানবদেহ। আর তারপর কি ঘটবে...নাহ্, আর ভাবতে চাইলাম না।

Banglapdf.net Exclusive!

'তোমার ঈগল দেহটাকে তার নিজের মত করে উড়তে দাও,' ক্রিস্টোফার বলল। 'তোমার মানব-মনকে সরিয়ে এনে ঈগলের মগজটার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। ওটা জানে, কি করতে হবে।'

'তারপরেও নিশ্চিন্ত হতে পারব না,' অস্বস্তিভরে বললাম। অদ্ভুত ব্যাপার, এই রূপান্তরিত হওয়াটা। জন্তুর মগজটার পাশাপাশি মানব-মনটাও রয়ে যায়। প্রাধান্য খাটিয়ে ওই মগজটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তুমি। তবে সব সময় নয়। কিছু কিছু সময় ওটাকে কাজ করতে দিতে হবে, ওটার ওপর দেহের সমস্ত ভার ছেড়ে দিতে হবে, তোমার নিজের স্বার্থেই।

সরিয়ে নিলাম মানুষের মনটা। সঙ্গে সঙ্গে দেহের কাঁপুনি কমে গেল। অনেকটা সুস্থিত হয়ে গেল শরীর। দেহের দখল নিয়েছে এখন ঈগলের মগজটা। ক্রিস্টোফারের কথাই ঠিক : কিভাবে উড়তে হয় ঈগলটা জানে।

তারপর, আমাকে অবাক করে দিয়ে, সাঁ করে কি যেন চলে গেল আমাদের পাশ কেটে। আমার কিংবা ক্রিস্টোফারের চেয়ে দ্রুতগতিতে। ড্যানিয়েল। ওর প্যারিগ্রিন ফ্যালকনের ছোট ডানায় ভর করে থার্মালে ভেসে থাকা কঠিন হচ্ছে। কিন্তু সেই একই ডানা ডাইভিঙের সময় বিস্ময়কর রকম সহায়তা করছে। ওর গতির তুলনায় আমার আর ক্রিস্টোফারের গতিকে রীতিমত স্থির হয়ে থাকার মতই মনে হলো।

বাজপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল ড্যানিয়েল।

হাসতাম, যদি মানুষের মত মুখ থাকত। ড্যানিয়েলও আমার মত। উত্তেজনা আর অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে, খানিকটা পাগলাটে। ভাই-বোন বলেই হয়তো আমাদের দুজনের স্বভাব এক রকম।

খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবও আছে আমাদের দুজনের, আমার মনে হয়। ও আমার চেয়ে দ্রুতগতিতে ঝাঁপ দেবে, এটাও মেনে নিতে পারলাম না। আমার অনেক বেশি উঁচুতে উঠে বাতাসে ডানা মেলে ভেসে থাকার ব্যাপারটা যেমন ও মেনে নিতে পারে না। আমাদের এ ধরনের আচরণের কথা শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে, তাই না?

যিইংংংংংংংংংং!

আমার মাথার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল কি যেন।

'শুনলে?' টোবিয়াস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, শুনলাম,' আমি বললাম। 'কি ওটা?'

 Banglapdf.net Exclusive!

'জানি না।'

মুহূর্তে ডাইভ থামিয়ে ডানা দুটো মেলে ছড়িয়ে দিলাম। বাতাসের বাধায় প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল। প্যারাশুট খুলে যাওয়ার মত।

আমি সবার আগে রয়েছি, তাই সবাই অনুসরণ করল আমাকে। এখনও আমরা কয়েক হাজার ফুট ওপরে রয়েছি। তবে আগের চেয়ে অনেকটাই মাটির কাছাকাছি রয়েছি এখন।

যিইংংংংংংংংংং!

আমার লেজের পালকের ভিতর দিয়ে কি যেন বেরিয়ে গেল।

'আরে, গুলি করছে আমাদেরকে!' বুঝে ফেলে বললাম।

'আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি,' ক্যাসি বলল। ও আর ডিউকও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুজনে একই প্রজাতির পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে, *অসপ্রি*। এরাও বাজপাখিরই বংশধর, মাছখেকো, অনেক বড়। দুজনকে আলাদা করে চেনা কঠিন। থট-স্পিকের মাধ্যমে দুজনের কে কথা বলছে, সেটাও বোঝা যায় না। 'দুজন লোক, ওই যে ওই বনটাতে। ওদের হাতে রাইফেল।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না!' প্রচণ্ড রাগ লাগছে আমার। 'আমি এখন বিপন্ন প্রজাতির পাখি। বোল্ড ঈগল! ওই লোকগুলোর ব্যাপারটা কি?'

'আবার গুলি করতে তৈরি হচ্ছে,' ডিউক বলল। 'নিশানা করছে।'

'নলের মাথায় ঝিলিক দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডানে বাউলি কাটবে!' আমি বললাম।

নলের মাথায় আলো ঝিলিক দিলে কি হয়, একটা সাধারণ ঈগল কিংবা হক, কিংবা ফ্যালকনের বোঝার কথা নয়। কিন্তু আমরা শুধু শিকারি পাখি নই। আমাদের মাথায় মানুষের বুদ্ধিও রয়েছে। শিকারি পাখির ক্ষিপ্রতা আর মানুষের বুদ্ধি একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠব।

'ওই যে! গুলি করছে!' চেঁচিয়ে উঠল ড্যানিয়েল।

স্যাঁৎ করে ডানে বাউলি কাটলাম। কোন ক্ষতি না করে আমার পাশ কাটাল বুলেট।

Banglapdf.net Exclusive!

'বুঝলে, ওই লোকগুলোকে আমার একটুও ভাল মনে হচ্ছে না,' টোবিয়াস বলল।

যারা পাখি দেখলে গুলি করে তাদেরকে বিশেষ অপছন্দের কারণ রয়েছে ওর।

'আমারও লাগছে না,' আমি বললাম। 'শোনো, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

কি করতে চাই, বুঝিয়ে বললাম। সবাই একমত হলো আমার কথায়। সোজা ওপর দিকে উঠে বন্দুকবাজদের আওতার বাইরে চলে এলাম। অনেক ওপর থেকে খাড়া ডাইভ দিলাম নিচের দিকে। নিচে, নিচে, দ্রুত, আরও দ্রুত নেমে চললাম বনের দিকে।

ওপর থেকে ডাইভ দেয়ার সময় তখন কাজটা করেছিলাম ভয়ের। এখন যেটা করছি, সেটা রীতিমত আতঙ্কের। তখনকার চেয়ে আরও অনেক বেশি নিচে নেমে যাচ্ছি, সোজা গাছপালার দিকে। আমার ঈগলের চোখ দিয়ে গাছের বাকলগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। ঠিক যেন আমাদের সামনে রয়েছে ওগুলো।

আশা করলাম, ঈগলের মগজটা জানে, ঠিক কখন থামতে হবে। ষাট মাইল গতিতে ওই গাছের ডালে বাড়ি খেলে সোজা কবরে চলে যেতে হবে।

কিন্তু সঠিক সময়ে, ট্রেনিং পাওয়া ফাইটার জেটের ঝাঁকের মত, ডানা মেলে গাছপালার ফাঁকে ঢুকে পড়লাম আমরা।

অবিশাস্য!

'ইয়া-হু!' চেঁচিয়ে উঠল ডিউক। 'মজা করলাম না পাগলামি করলাম কে জানে!'

মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। ডাইভ দেয়ার সময়কার গতি এখনও পুরোপুরি কমাইনি, তাই গাছপালার ভিতর দিয়ে যখন উড়ে চললাম, এতই জোরে, গাছের মাথাগুলোকে দেখাল বাদামী ঝিলিমিলির মত।

সারাক্ষণ আদেশ দিয়ে চলেছে ঈগল-মগজটা :

সামনে গাছ! বায়ে ঘোরো।

সামনে গাছ! ডানে সরো!

Banglapdf.net Exclusive!

গাছ! গাছ! প্রতিটি পালক আলাদা আলাদাভাবে যার যার কাজ করে যাচ্ছে। ডানার শক্তিশালী পেশি নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে ওগুলোকে।

'*গাছ! গাছ! গাআআআআআআছ!*' চিৎকার করে উঠলাম অবচেতনভাবেই, অর্ধেকটা আতঙ্কে, আর অর্ধেকটা নিয়ন্ত্রণহীন রোমাঞ্চকর উত্তেজনায়।

বার বার গাছের পাশ কাটিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছি। *সাঁই! সাঁই!*

হঠাৎ, ওদেরকে দেখতে পেলাম, ঠিক সামনে একটা খোলা জায়গায়। আঠারো-উনিশ বছরের দুটো শয়তান ছেলে একটা পিকআপ ট্রাকের পিছনে বসে রয়েছে। একজনের মাথায় লম্বা চুল পনিটেইল করা, অর্থাৎ, পিছনে টেনে ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা। আরেকজনের মাথায় একটা বেইসবল ক্যাপ। একশো গজ দূরে রয়েছে ওরা, দূরত্বটা কম নয়, একটা ফুটবল মাঠের অন্য প্রান্তে বসে থাকার সমান, কিন্তু ঈগলের অস্বাভাবিক শক্তিশালী দৃষ্টি দিয়ে ওদের চোখের পাপড়িগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

পনিটেইলওয়ালা ছেলেটার হাতে রাইফেল। অন্যটা বিয়ার খাচ্ছে। এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের খুঁজছে ওদের চোখ।

কি দেখছ, হাঁদার বাদশারা? ওদের দিকে ছুটতে ছুটতে ভাবলাম। ওখানে আমরা নেই। আমরা এখন এখানে...

BANGLAPDF.NET

দুই

আমরা যখন আঘাত হানলাম, অবাক হওয়ার সময়ও পেল না ওরা।

আমি বোল্ড ঈগল, পাঁচজনের মধ্যে আকারে বড়। বেশি ভার বহন করতে সক্ষম।

সামনে বাড়িয়ে দিয়েছি আমার ধারাল নখরগুলো।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ক্রিস্টোফার। শিকারের সময় বাজপাখি এমন ডাক ছাড়ে।

আমার নখগুলো রাইফেলের নলটা স্পর্শ করল, চেপে বসল নলের গায়ে।

ঘোড়ার-লেজ-চুলওয়ালা ছেলেটার মাথায় আঘাত হানল ক্রিস্টোফারের নখ। অবাক বিস্ময়ে, ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। ঢিল হয়ে গেল রাইফেলধরা হাতের মুঠি।

'আরে, আরে!' চিৎকার করল দ্বিতীয় ছেলেটা।

হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা সরিয়ে আনলাম ঘোড়ার-লেজের হাত থেকে।

আমি যত বড় পাখিই হই, রাইফেলের ওজন আমার জন্য অনেক। সেটা নিয়ে ওপরে উঠতে বেশ কসরত করতে হলো।

'ওই পাখিটা তোমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছে, চেস্টার! আরে আরে, এই পাখিটা দেখি আমার বিয়ার কেড়ে নিচ্ছে!'

ডিউকের দিকে তাকালাম। নখে চেপে ধরেছে বিয়ারের ক্যানটা, চাপ দিয়ে দুমড়ে ফেলেছে।

Banglapdf.net Exclusive!

'এত অল্প বয়েসে মদ খাওয়া উচিত নয় ওদের,' ডিউকের কথায় কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গি।

নিচ থেকে শোনা গেল ঘোড়ার-লেজের কথা, 'এটা কি করল! কে কবে শুনেছে পাখিতে রাইফেল কেড়ে নেয়!'

মৃদু বাতাসের স্পর্শ পেলাম ডানায়। আর তাতে ভর করেই ওপরে উঠে যেতে পারলাম, গাছপালার মাথার ওপর। তবে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। আমার ডানা দুটো বার বার ঝাপটা মেরে চলেছে বনের ওপরের স্থির, মৃত বাতাসে, খুব বেশি উঁচুতে উঠতে পারছে না। রাইফেলের বিপুল বোঝা নিয়ে জোরে জোরে ডানা ঝাপটে সৈকতের দিকে চললাম, পানির কিনারের নিচু টিলা ডিঙিয়ে।

মহাকাঙ্খিত থার্মাল পেয়ে গেলাম অন্য পাশে আসতেই। টান দিয়ে আমাকে ওপরে তুলে নিল বাতাস, পানির ওপরে নিয়ে এল। শিথিল করে দিলাম শরীর, উষ্ণ বাতাসের গায়ে ছেড়ে দিলাম নিজেকে।

কিনার থেকে মাইলখানে দূরে এসে সাগরের পানিতে ছেড়ে দিলাম রাইফেলটা। বোল্ড ঈগল দেখলেও গুলি করে যে আহাম্মক, তার হাতে রাইফেল না থাকাই ভাল। ক্রিস্টোফার ওর নখের বিয়ারের টিনটা নিখুঁত লক্ষ্যে ফেলে দিল পানিতে ভাসমান একটা আবর্জনা ফেলার পিপায়। আজেবাজে জিনিস ফেলে সাগরের পানি যাতে নোংরা না করে তার জন্য একটু পর পরই ভাসিয়ে রাখা হয়েছে ট্র্যাশ ব্যারেলগুলো। যাই হোক, মানুষ থাকাকালে বেইসবল টিমে খেলতে গিয়ে যদি এত নিখুঁতভাবে রিঙের ভিতরে বল ফেলতে পারত ক্রিস্টোফার, নিজেকে ধন্য মনে করত।

'দুই ঘণ্টা কিন্তু হয়ে গেছে প্রায়,' তীরের দিকে অলস ভঙ্গিতে ফিরে যাবার সময় সাবধান করল হ্যাপি।

সময়-সীমা দুই ঘণ্টা। কোন প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে দুই ঘণ্টার বেশি যদি থাকো তুমি, আটকা পড়বে ওটার দেহে।

চিরকালের জন্য।

সৈকতের কাছেই একটা পুরানো, জীর্ণ, গির্জা আছে, কেউ আর ব্যবহার করে না এখন ওটা। বেল টাওয়ারও আছে, তবে ঘণ্টাটা নেই। ওখানে উড়ে এলাম আমরা। এখান থেকেই শুরু করেছিলাম। আমাদের কাপড় আর জুতো স্তূপ করা রয়েছে এক জায়গায়।

Banglapdf.net Exclusive!

পাঁচজনের চার জোড়া জুতো।

হ্যাপি, অসপ্রি-দেহে থেকেই ঘাড় লম্বা করে নিচে তাকিয়ে দেখল মেঝেতে পড়ে রয়েছে ওর ঘড়িটা। 'গুড। এক ঘণ্টা একত্রিশ মিনিট। রূপান্তরিত হয়ে এত সময় পারতপক্ষে আর কাটাব না।'

মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করলাম।

মরফিং করতে, অর্থাৎ রূপান্তরিত হতে গেলে মনোযোগ দিতে হয়। মানুষ থেকে জন্তুতে রূপান্তরিত হওয়াটা তুলনামূলকভাবে কঠিন। গভীর মনোযোগে জন্তুর ছবিটা কল্পনা করতে হয়। তবে জন্তু থেকে মানুষে রূপান্তরিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

নিজের মানবদেহটা কল্পনা করলাম। নিজের মনে আমার নিজের অবয়বটা ফুটিয়ে তুললাম—লম্বা, হালকাপাতলা শরীর, কাঁধছোঁয়া সোনালি চুল। চুলের প্রতি বেশি মনোযোগ দিলাম। কারণ, এবারের চুলের ছাঁট আমার পছন্দ হয়নি। বেশি ছোট করে দিয়েছে। নিচের দিকটা বিশ্রী করে ছেঁটেছে। তাই আগেরবারের সুন্দর চুল কল্পনা করলাম। তবে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, রূপান্তরিত হয়ে ওরকম কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তা-ও কল্পনা করলাম, যদি কোনভাবে ওগুলো ফিরে আসে।

দ্রুত পরিবর্তন শুরু হলো। আমার সারা দেহ আচ্ছাদিত করে রাখা পালকগুলো যেন গলে যেতে শুরু করল, যেন মোমের তৈরি। কিছু কিছু জায়গায় চামড়া দেখা দিতে শুরু করল, তাতে সুন্দর পালকের ছাপ।

আমার হলুদ ঠোঁট ভিতরে ঢুকে গিয়ে মানুষের সাদা দাঁত তৈরি হতে লাগল। এই অবস্থাটায় এসে খুব মৃদু চুলকাতে লাগল শরীর। কয়েকবার দাঁতে দাঁত ঘষলাম।

দাঁতের ওপর ঠোঁট তৈরি হতে শুরু করল। হালকা সোনালি চোখের রং বদলে আমার আসল নীল চোখে ফেরত এল। পা দুটো লম্বা হচ্ছে, তিন ইঞ্চি থেকে স্বাভাবিক আকারে।

ড্যানিয়েলের দিকে তাকালাম। একইভাবে পরিবর্তন ঘটছে তারও। একটা কথা বলে রাখি—কাউকে রূপান্তরিত হতে দেখার দৃশ্যটা মোটেও সুখকর নয়। বরং ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠার মত চেঁচানো শুরু করবে আগে যদি কখনও এই ব্যাপারটা ঘটতে না দেখে থাকে।

হ্যাপি যখন মরফিং করে, তার মধ্যে একটা শৈল্পিক ব্যাপার থাকে। যেমন, ধরো, ঘোড়া থেকে মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে ও, ওর এই রূপান্তরিত

 Banglapdf.net Exclusive!

হওয়ার দৃশ্য দেখলে গায়ে কাঁটা দেবে না তোমার—খুব দ্রুত সেরে ফেলে কাজটা, ওস্তাদ হয়ে গেছে। আসলে এ কাজে ওর মেধা আছে, স্বীকার করতে হবে। আর আমরা বাকি সবাই কাজটা করতে পারি, তবে নানারকম জটিলতার মধ্য দিয়ে।

এ সময় হঠাৎ চোখ পড়ল ডিউকের ওপর। ওর রোমশ ছেলেদের পা বেরিয়ে এসেছে পাখির শরীরের মধ্য থেকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এহ্, জঘন্য!'

পাখির ঠোঁট অদৃশ্য হয়ে মানুষের মুখ বেরিয়ে আসছে ওর। আমার কথার জবাব দিতে চাইল, কিন্তু মিশ্র মুখ দিয়ে বিকৃত হয়ে বেরোল কথাগুলো, কিছুই বোঝা গেল না। বোধহয় বলতে চাইল, 'তোমাকেও কি আর ভাল দেখাচ্ছে নাকি?' হয়তো ঠিকই বলেছে ও। ভাগ্যিস, আয়না নেই সামনে।

আমার জিভটা ভারি হয়ে আছে। আমার দৃষ্টিশক্তিও মলিন হতে হতে একেবারেই কমে গেল। উধাও হয়ে গেল ঈগলের মন, শুধু আমার মানুষের মনটাই এখন রয়ে গেছে মাথার ভিতর। ডানা দুটো হয়ে গেল বাহু। নখ হয়ে গেল আঙুল। খসখসে আঁশওয়ালা ঈগলের পা মানুষের পায়ে রূপ নিল। আঁশগুলো রয়ে গেল অনেকটা সময় ধরে।

'বাহ্, মুরগির পায়ের মত লাগছে,' ডিউক বলল। 'ভেজে খেলে বেশ মচমচে লাগবে, তাই না?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'এ কথা তোমার মুখে মানায় না, ডিউক।' ওর পায়ের নিচেটা আঙুল তুলে দেখালাম। ওর মানুষের পায়ের পাতা এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি, অসপ্রির নখ লেগে রয়েছে।

আমার মানুষের চামড়া ফিরে আসতে শুরু করতেই মরফিঙের পোশাকটাও দেখা দিল। প্র্যাকটিস করে করে কাপড়সহ মরফিং শিখে গেছি আমরা। স্কিনটাইট পোশাক পরে রূপান্তরিত হই। নরম কাপড়ে তৈরি জগিং-এর পোশাক। তাতে আর কিছু না হোক, রূপান্তরিত হয়ে আবার মানুষ রূপে ফিরে আসার সময় পরস্পরের সামনে বিব্রত হতে হয় না। শক্ত কাপড়ে তৈরি কিংবা ঢোলা কিছু পরে মরফিং করলে ফিরে আসার সময় সেগুলো আর গায়ে থাকে না, একেবারে দিগম্বর হয়ে যায় শরীর। পায়ে জুতো থাকলে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়।

Banglapdf.net Exclusive!

বন্ধুদের দিকে তাকালাম। সবাই মোটামুটি স্বাভাবিক এখন। একটু আগে যে পাখি ছিল, তার খুব সামান্য চিহ্নই আছে এখনও শরীরে।

ড্যানিয়েলের দেহটা বেশ বড়সড়, দেখেই বোঝা যায় শরীরে শক্তি আছে বেশ, বাদামী চুল, রাশভারী চেহারা, কালো চোখ—যা এখন উত্তেজনায় চকচক করছে। রূপান্তরিত হওয়ার পর আচার-আচরণও কেমন পাল্টে যায় সবারই; এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ মানুষের মনের সঙ্গে প্রাণীটার মগজও মিশে যায়। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলা যায় প্রাণীটার মগজে মানুষের মনটা ঢুকে যায়। যে মনটা সামনে থাকে, সেটাই প্রাধান্য পায়। একবার টিকটিকি হয়েছিল ড্যানিয়েল, সবুজ টিকটিকি, তখন কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দৌড়ে গিয়ে একটা জ্যান্ত মাকড়সা খেয়ে ফেলেছিল। ব্যাপারটা ভাল লাগেনি ওর। তবে বাজপাখি হয়ে নিশ্চয় খারাপ লাগছে না ওর, কারণ বিড়বিড় করে বলেই চলেছে, পাখি হয়ে কি মজাটাই না পেয়েছে সে।

'প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী মনে হচ্ছিল নিজেকে!' বলল ও। 'এখন মানুষের দেহে ফিরে এসে মনে হচ্ছে আবার যেন জেলখানায় বন্দি হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে, আঠা দিয়ে শরীরটাকে মাটির সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে।'

'অন্ধ হয়ে গেছি মনে হচ্ছে এখন,' একমত হলো হ্যাপি। 'মানুষের চোখের ক্ষমতা বড়ই কম, দূরের জিনিস এত আবছা।'

হেসে ডানা দুটো দুই পাশে ছড়িয়ে দিল ও। আগেই বলেছি, অদ্ভুত ক্ষমতা ওর। সারা দেহটা মানুষে পরিবর্তিত করেছে, কিন্তু ডানা দুটো রেখে দিয়েছে এখনও। ওকে এখন পরীর মত দেখাচ্ছে। দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বড় হয়েছে ডানাগুলো, অসপ্রির ডানার মতই দেখতে, তবে পাঁচ ফুট লম্বা।

'ওই ডানা দিয়ে উড়তে পারবে?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল। হ্যাপির কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ও।

হেসে উঠল হ্যাপি। 'না, ড্যানি। আশি পাউণ্ড ওজনের দেহকে ওড়ানোর সাধ্য নেই এই ডানার, এত ভার বহন করার মত ক্ষমতাশালী করে তৈরি করা হয়নি।'

দেখতে দেখতে ডানা দুটোকে মানুষের হাতে রূপান্তরিত করে ফেলল ও, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। খিলখিল করে হাসল।

Banglapdf.net Exclusive!

মাথা ঝাঁকাল ডিউক। 'দারুণ। মরফিঙের সময় আমাদের দেখলে মনে হবে কোনও পাগল বিজ্ঞানীর জিনেটিক পরীক্ষার বিকৃত ফসল।'

দীর্ঘদিনের বন্ধু আমরা। কিন্তু আমাদের দুজনকে দেখে মনেই হবে না আমাদের মতের মিল হতে পারে। বড়ই খাপছাড়া স্বভাবের মেয়ে হ্যাপি, নিজের ব্যাপারে সামান্যতম মনোযোগ নেই। কাপড় কিংবা ফ্যাশন নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। যদি কেউ বাধা না দেয়, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কোন বিয়ের অনুষ্ঠানেও পুরানো ওভারকোট পরেই চলে যাবে ও।

একটা খামারে বাস করে ওরা। হ্যাপির বাবা-মা আর ও নিজে, তিনজনেই জন্তু-জানোয়ারের পাগল। ওর বাবা খামারটাকে ওয়াইল্ডলাইফ রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক হিসেবে ব্যবহার করেন, যেটা আসলে একটা পশু হাসপাতাল, জখমী জানোয়ারদের এনে চিকিৎসা করা হয়। সব সময় জায়গাটা জন্তু-জানোয়ারে ভরা থাকে, তার মধ্যে পাখি, স্কাংক, অপোসাম, আর কয়োটির মত প্রাণীও আছে।

BANGLAPDF.NET

হ্যাপির মা-ও পশু ডাক্তার। *দা গার্ডেন* নামে একটা এমিউজমেন্ট পার্কে চাকরি করেন, যেখানে একটা মস্ত চিড়িয়াখানাও আছে। মা-বাবার রক্তে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভালবাসা, আর সেখান থেকেই বোধহয় জিনিসটা পেয়েছে হ্যাপি—জন্তু-জানোয়ারকে বুঝতে পারা। আর পারে বলেই মরফিংটাও আমাদের সবার চেয়ে অনেক ভাল পারে, আমরা যখন ভয়ঙ্কর চেহারার আধামানুষ, আধাজন্তু হয়ে থাকি, ও তখন পূর্ণ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আর আমার কথা যদি ধরো, সত্যি বলতে কি, আমি কোন *মিস ফ্যাশন* নই, তবে ভাল, সুন্দর কাপড় খুব পছন্দ আমার। ওসব কাপড় পরলে, আমার ধারণা, লোকে আমার দিকে দ্বিতীয়বার অন্তত ফিরে তাকায়। আর তাতেই যে আমি খুব সুন্দরী হয়ে গেলাম, আমি তা ভাবি না। মানুষের চেহারাটা আসল জিনিস নয়। আসল হলো, মাথার ভিতর কি আছে সেটা, ঘিলু না থাকলে সৌন্দর্যের কোনও দাম নেই, আর তাই বুদ্ধি শান দিতেই আমি বেশি মনোযোগী।

এখানেও আমার সঙ্গে হ্যাপির পার্থক্য আছে। ও বলে, 'উদারতা একটা বিরাট জিনিস।' আমরা ওর নাম দিয়েছি *পিসমেকার*। দলের মধ্যে যদি

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যেটার জন্য সাধারণত আমি আর ডিউকই দায়ী, হ্যাপিই আমাদের শান্ত করে।

'আমার আসল দেহে ফিরে গেলেই আমি বেশি খুশি হই,' ডিউক বলল। 'উড়ার ব্যাপারটা মজারই, তবে বেশি স্পষ্ট দেখাটা আমার ভাল লাগেনি।'

'কেন?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

'কেন আবার, সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না? মল কিংবা অন্যখানে দেখো না, দূর থেকে মেয়েদের কি সুন্দর মনে হয়, কিন্তু কাছে থেকে সেই সুন্দরীকেই আর তেমন ভাল লাগে না? এ রকম কেন হয়? কাছে থেকে ভাল করে দেখার জন্য...'

'মেয়েদের সম্পর্কে ভদ্রভাবে কথা বলো,' বাধা দিলাম।

'আমাকে নারীবিদ্বেষী ভাবার কোনও কারণ নেই,' প্রতিবাদ করল ডিউক। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, মেয়েদের কথা বলব না, আমার নিজের কথাই ধরো। কাছে থেকে ভাল করে দেখতে গেলে আমি যতটা লম্বা তারচেয়ে বেশি লম্বা দেখা যায়।'

খাটো হওয়া নিয়ে কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগে ডিউক। অথচ ওর লম্বা বাদামী চুল আর গায়ের শ্যামলা রংটা অনেক মেয়েই পছন্দ করে, তা ছাড়া আকর্ষণ আছে ওর চেহারায়। তবে উচ্চতা কম হওয়ার কারণে মনের কষ্টে ভোগে ও।

'তোমার সমস্যাটা দেখা নিয়ে নয়,' আমি বললাম। 'সমস্যাটা হলো ভাল শোনা নিয়ে। তোমাকে দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট লাগে। তারপর যেই মুখ খোলো...'

হাসি দিয়ে আমার কথাটা বন্ধ করে দিল ডিউক। ও সত্যিই খুব স্মার্ট, আর ভালও, ওর বাইরের কট্‌কট্যানি স্বভাবের ভিতরে সুন্দর একটা মন আছে। আসলে, এ সব করার কারণ, আমি বুঝি, মানুষকে খেপাতে ভাল লাগে ওর।

ডিউক আর ড্যানিয়েল দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যদিও স্বভাবের অনেক অমিল। ড্যানিয়েল রাশভারী, চিন্তাশীল, সব সময় সঠিক কাজটা করার চেষ্টা করে; অন্যদিকে ডিউক রুক্ষ, বদমেজাজী, আর মরফিঙের ব্যাপারে তার ভীষণ অনীহা। ও এখনও মনে করে, ইয়ার্কদের বিরুদ্ধে আমাদের

 Banglapdf.net Exclusive!

লড়াই করা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সমস্যাটা হলো, ও যা ভাবে, অনেক সময় তা বলে না, বলে উল্টোটা; আর তাই বোঝা কঠিন ও আসলে কোনটা চায়।

'চলো, যাই,' ড্যানিয়েল বলল। 'আমার হোমওঅর্ক বাকি আছে।'

'আমারও,' আমি বললাম। 'আজ বিকেলে আমার শরীর চর্চার ক্লাসও আছে। আর ক্লাসটা করার জন্য মোটেও তৈরি হইনি।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল হ্যাপি। 'ধূর! মানুষে রূপান্তরিত হওয়ামাত্র বিরক্তিকর কাজ আর হোমওঅর্কগুলো এমনভাবে চেপে ধরে না...'

হঠাৎ জিভ কামড়ে ধরে থেমে গেল ও। অনুতপ্ত দৃষ্টিতে ক্রিস্টোফারের দিকে তাকাল। এখনও বাজপাখি হয়ে আছে ক্রিস্টোফার। এক সময় যার এলোমেলো সোনালি চুলের বোঝা ছিল মাথায়, চোখ দুটোতে ছিল বিষণ্নতা মাখানো সৌন্দর্য, সে এখন শুধুই একটা পাখি।

বাজপাখির দেহে আটকা পড়েছে ও। ভয়ঙ্কর সেই নারকীয় দুঃস্বপ্নে ভরা ইয়ার্ক পুলের গুহায় ঢুকে আটকা পড়েছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে মানুষের দেহে ফিরে আসতে পারেনি।

আমরা বাকি সবাই পেরেছিলাম। আর তাই আমরা এখনও মানুষই আছি, কিন্তু ক্রিস্টোফার বাজপাখিই রয়ে গেছে।

সারা জীবনই বাজপাখি থেকে যাবে ও। এ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই।

BANGLAPDF.NET

তিন

একসঙ্গে বেশ কিছুটা পথ বাড়ির দিকে হেঁটে এগোলাম আমরা। খুব ক্লান্তি লাগছে। ওড়াটা বেশ পরিশ্রমের কাজ। তা ছাড়া মরফিং অনেকখানিই ক্লান্ত করে তোলে শরীর।

মাথার ওপর উড়ছে ক্রিস্টোফার। আমাদের সব আলোচনায় অংশ নিতে পারছে না। ওর পক্ষে সেটা সম্ভবও না। ও যখন থট-স্পিকের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্যে কথা ছুঁড়ে দেয়, কেবল তখনই আমরা সেটা শুনতে পাই। আমরা যখন মানুষের মত কথাবার্তা বলি, খুব কাছে না থাকলে ও সেটা শোনে না। আর খুব কাছাকাছি থাকতে হলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলতে হবে, সেটা প্রায় অসম্ভব, কারণ হাঁটার গতি খুবই কম, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উড়ে চলতে পারে না দ্রুতগতির একটা বাজপাখি।

'এই মরফিং জিনিসটা খুবই মজার খেলা হতো, যদি ইয়ার্কদের সঙ্গে লাগতে না হতো,' ডিউক বলল। 'এই ক্ষমতা ব্যবহার করে অনেক কিছু করতে পারতাম আমরা।'

'কি করতে? রহস্য আর অপরাধের কিনারা?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

অনুকম্পা আর কৌতুক ভরা অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ডিউক। 'অপরাধের কিনারা? নিজেকে কি ভাবো, স্পাইডারম্যান? আমি শো বিজনেসের কথা বলছি। সিনেমা। টিভি শো। দীর্ঘ একেকটা অনুষ্ঠান আমি একাই মাতিয়ে রাখতে পারতাম, এই যেমন ধরো, *স্টুপিড পেট ট্রিকস শো*টা...'

Banglapdf.net Exclusive!

'তা ঠিক,' বলে বাঁকা চোখে তাকালাম ডিউকের দিকে। '*স্টুপিড* হওয়ার জন্য আবার মর্ফিঙের প্রয়োজন আছে নাকি? *বোকার* পার্টটা তো তুমি বাস্তবেই অভিনয় করে যাচ্ছ।'

'হরর ছবিতে ফাটিয়ে ফেলতে পারতাম আমরা,' আমার দিকে ডিউককে চোখ গরম করে তাকাতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল হ্যাপি।

'স্টান্টম্যান হিসেবে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পারতাম,' ড্যানিয়েল বলল। 'সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটার ওপর থেকে ঝাঁপ দিতাম, মাঝপথে পাখি হয়ে উড়ে যেতাম। একেবারে বাস্তব দৃশ্য। দর্শক ঠকানোর কোন প্রয়োজনই পড়ত না।'

'তাহলেই বোঝো, কেন খেপব না ইয়ার্কদের ওপর,' ডিউক বলল। 'ওরা আমার শো-বিজ ক্যারিয়ারে বাগড়া দিচ্ছে। খুব সহজেই কোটিপতি হয়ে যেতে পারতাম আমি। হলিউডের সবচেয়ে বড় স্টান্টম্যান, সবচেয়ে বড় অ্যানিম্যল মডেল হতে পারতাম। দামি তারকা হয়ে যেতাম।'

'তা যেতে,' ডিউকের দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যাপি। 'অনেক মহিলাই পোষা জানোয়ার পছন্দ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন ওদের সামনে আবার মানুষে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করতে, তোমার দানবীয় রূপ দেখে ওইসব মহিলারা কি কাণ্ডটা বাধাত, সেটা কল্পনা করো।'

কন্স্ট্রাকশন সাইটের পাশের রাস্তাটা দিয়ে চলেছি আমরা। মস্ত জায়গাটাতে রয়েছে অর্ধসমাপ্ত বিল্ডিং, বাড়ি বানানোর নানারকম মরচে পড়া যন্ত্রপাতি, ক্রেন, ইত্যাদি। একটা শপিং সেন্টার বানানো হচ্ছিল এখানে, তারপর কেন যে সব বাদছাদ দিয়ে ছেড়েছুঁড়ে চলে গেছে মালিক, কেউ জানে না।

কন্স্ট্রাকশন সাইটের ভিতর দিয়ে শর্টকাটে গেলাম না আমরা, আগের মত। কারণ এখানেই অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্সের ক্ষতিগ্রস্ত ফাইটারটাকে ল্যাণ্ড করতে দেখেছি। এখানেই প্রিন্স আমাদেরকে ইয়ার্কদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান করেছে, আমাদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে।

আর এখানেই ইয়ার্ক কমাণ্ডার ভিজার থ্রিকে অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্সকে খুন করতে দেখেছি আমরা। ভিজার থ্রি-ই একমাত্র ইয়ার্ক, আমাদের মত যার রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ভিজার থ্রি একজন অ্যাণ্ডালাইট কন্ট্রোলার, তারমানে, অ্যাণ্ডালাইটের দেহ দখল করেছে। যেমন, একজন মানব-কন্ট্রোলার হলো মানুষের দেহ দখলকারী ইয়ার্ক। তেমনি টোটেম-

কণ্ট্রোলার হলো টোটেমের দেহওয়ালা ইয়ার্ক। কি বললাম নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

ভিজার থ্রি একমাত্র ইয়ার্ক, যে একটা অ্যাণ্ডালাইট বাহন পেয়েছে, আর তাই রূপান্তরিত হতে পারে।

সেরাতে কন্সট্রাকশন সাইটে, সুদূর গ্রহের এক ভয়ানক দানব-প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রিন্সকে তুলে মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিল ও, আর তারপর...

কি করেছিল? সেটা মনেও করতে চাই না আমি...ড্যানিয়েলকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো।

জায়গাটার পাশ কাটানোর সময় সবাই চুপ হয়ে গেলাম আমরা। হঠাৎ লক্ষ করলাম, হ্যাপি হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ফিরে এসে দাঁড়ালাম ওর পাশে। দেখি, ও কাঁদছে।

'কি হয়েছে তোমার?' কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল ও। 'না, কিছু না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো অনেক শান্তির। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, মানুষের মত আবেগ নেই। দুঃস্বপ্নের মত স্মৃতিগুলো তাড়িয়ে বেড়ায় না। বললাম, 'গতরাতে ইয়ার্ক পুল নিয়ে একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, ওখানে ফিরে গেছি। মস্ত গুহাটার ভিতর। অসহায় মানুষের চিৎকার, কান্না শুনেছি, বার বার ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছিল।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যাপি। 'তবে কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর লাগে যখন ওদের কান দিয়ে ইয়ার্কগুলো মাথায় ঢোকার পর ওরা চুপ হয়ে যায়, যখন কণ্ট্রোলার হয়ে যায়, আবার ওদের গোলামে পরিণত হয়, নিজের ক্ষমতা বলতে আর কিছুই থাকে না।'

'রোজারের মত।'

দুজনেই ফিরে তাকালাম। কথাটা বলেছে ড্যানিয়েল। সে আর ডিউক আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফিরে এসেছে।

ড্যানিয়েলের ভাই রোজার। মানব-কণ্ট্রোলার। একটা ইয়ার্ক পোকা ওর মাথায় ঢুকে বসে আছে। ইয়ার্ক পুলটা খুঁজে বের করে রোজারকে উদ্ধার

Banglapdf.net Exclusive!

করে আনতে গিয়েছিলাম আমরা। পারিনি। শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম।

ড্যানিয়েলের কোমর জড়িয়ে ধরল হ্যাপি। বলল, 'কোনও একদিন রোজারকে মুক্ত করবই আমরা।'

হ্যাপির মাথায় আলতো চাপড় দিল ড্যানিয়েল। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, হ্যাপি ওকে ওভাবে ধরায় বোধহয় বিব্রত বোধ করছে। হ্যাপি কিছু মনে করল না। এ বয়েসেই ও বোধহয় ছেলেদের অনুভূতিগুলো বুঝে গেছে।

কন্সট্রাকশন সাইট ছাড়িয়ে ওপাশে তাকালাম। ডানা ঝাপটে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখলাম ক্রিস্টোফারকে। কোথায় বসল ও, দেখতে পেলাম না, কারণ, রাস্তা থেকে নিচের মাটি চোখে পড়ে না, সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসমাপ্ত বাড়িঘরগুলো, আর বড় বড় যন্ত্রপাতি তো রয়েছেই। তবে আমি জানি, কোথায় নেমেছে ও—সেই জায়গাটাতে, যেখানে মারা গেছে অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্স। যেটুকু সময়—সেটা খুব সামান্যই—আমাদের সঙ্গে ছিল প্রিন্স, তার মধ্যেই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল ক্রিস্টোফারের, একটা বিশেষ বন্ধনই বলা যেতে পারে।

আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

'শয়তানগুলোকে আবার খুঁজে বের করা দরকার,' রেগে উঠে বললাম। অসমাপ্ত বাড়িঘরের গোলক ধাঁধায় বসে প্রিন্সের জন্য ক্রিস্টোফারের বিলাপ করার দৃশ্যটা কল্পনা করতে ভাল লাগল না।

'কোন শয়তান?' সতর্ক হয়ে গেল ডিউক।

'আমি তো ফার্সি বলিনি, ইংরেজিই বলেছি, ডিউক,' রুক্ষস্বরে বললাম। 'কাদের শয়তান বলছি, বুঝতে পারছ না? ইয়ার্কদের।'

'তাই বলো?' ডিউক বলল। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে একবার লাগতে গিয়েছিলাম আমরা, ভুলে গেছ? ইয়ার্ক পুলে ঢুকে পাছায় লাথি খেয়ে ফিরে এসেছি। ওই লড়াইয়ে ইয়ার্করা পেয়েছে দশ পয়েন্ট, আর মানুষরা শূন্য।'

'তারমানে আমাদের হাল ছেড়ে দিতে বলছ?'

'একটা খেলায় হেরেছি,' আমার পক্ষ নিল ড্যানিয়েল। 'মাত্র একটা খেলেই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোকে বাদ দিতে পারো না।'

'কি খেলা, আহা,' তিক্তকণ্ঠে বলল ডিউক।

Banglapdf.net Exclusive!

'জিততে পারিনি, তবে আমরা হারিওনি,' আমি বললাম। আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল সবাই, যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 'শোনো,' বললাম ওদের, 'রোজারকে আমরা উদ্ধার করে আনতে পারিনি, ইয়ার্কদের শয়তানি থামাতে পারিনি, এটা ঠিক। তবে ওদের ভয় পাওয়ার মত একটা কিছু অন্তত বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি।'

হ্যাঁ, তাই তো, আমাদের ভয়ে, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে ওরা। ভিজার থ্রি হয়তো রাতে ঘুমাতেও পারে না, পাঁচটা ছেলেমেয়েকে ওর এতই ভয়,' ব্যঙ্গ করে বলল ডিউক। 'আসলে ভিজার থ্রি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, পাত্তাই দেয় না আমাদের, হাতে পেলে কচকচিয়ে চিবিয়ে খাবে। প্রিন্সকে যে দৈত্যটায় খেয়েছিল, সেটার কথা ভুলে গেছ?'

'ভিজার জানে না আমরা কে,' আমি বললাম। 'ইয়ার্কদের ধারণা আমরা অ্যাণ্ডালাইট যোদ্ধা, কারণ আমরা মরফিং পারি, এটা জেনে গেছে। ইয়ার্ক পুলটা খুঁজে বের করেছি আমরা, করতে পেরেছি, এটাও ওদের মাথাব্যথার কারণ। কিছু টোটেম আর হোর্ক-বাজিরকে খতম করে দিয়ে এসেছি। তারমানে বেশ কয়েকটা ইয়ার্ক বাহন হারিয়েছে। এসব ঘটনা ওদেরকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ থাকার কোন কারণ নেই।' নি

মাথা ঝাঁকাল ড্যানিয়েল। 'জুলি ঠিকই বলেছে। তবে তারমানে এই নয় যে আমাদের আবার ওই ইয়ার্ক পুলে ঢোকার চেষ্টা করাটা ঠিক হবে। তা ছাড়া...দরজাটাও নেই আর আগের জায়গায়, উধাও হয়ে গেছে।'

সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে আমরা ওর দিকে তাকালাম।

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দরজাটা এখনও আছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম। এই এমনি, কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু নেই।'

আমাদের স্কুলের কেয়ার-টেকারের ঘরের একটা গোপন দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে গুহায় ঢুকে ইয়ার্ক পুলে নেমেছিলাম। ওরকম কয়েক ডজন দরজা আছে গুহায় ঢোকার। তবে আমরা শুধু ওই একটাই চিনি।

'তারমানে গুহায় ঢুকতে হলে আরেকটা দরজা খুঁজে বের করতে হবে এখন,' আমি বললাম। 'রোজারকে অনুসরণ করে যেতে পারি, আবার যখন ওখানে ওকে নিয়ে যাবে মাথায় বসা ইয়ার্কটা।' তিন দিন পর পর পুলে যেতে হয় ইয়ার্কদের। মাথা থেকে কান দিয়ে বেরিয়ে পুলে নামে ইয়ার্ক, ক্যানড্রোনা নামক রাসায়নিক পদার্থ থেকে পুষ্টি জোগাড়ের জন্য।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'নাহ্, রোজারকে বাদ দেয়া উচিত এবার,' রাজি হলো না ড্যানিয়েল। 'ইয়ার্করা যদি বুঝে যায়, ওর বেঁচে থাকা ওদের জন্য বিপজ্জনক, স্রেফ মেরে ফেলবে।'

বিরক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডিউক। 'এ কাজ কি তুমি করেই যাবে? আমাদের সহ আমাদের পরিচিত সবাইকে ঝুঁকিতে ফেলবে? কিসের জন্য?'

'স্বাধীনতার জন্য,' হ্যাপি বলল।

এ কথার কোন জবাব খুঁজে পেল না ডিউক।

'চ্যাপম্যান এখনও কন্ট্রোলার,' মনে করিয়ে দিল ড্যানিয়েল।

মিস্টার চ্যাপম্যান আমাদের অ্যাসিসট্যান্ট প্রিন্সিপাল। ইয়ার্কদের জন্য একজন মূল্যবান মানব-কন্ট্রোলার। *দা শেয়ারিং* নামে ইয়ার্কদের যে ক্লাবটা রয়েছে, সেটা চালানোর ভার তাঁর ওপর, অর্থাৎ তাঁর মগজে বসা ইয়ার্কটার ওপর। ইয়ার্কদের কথা যেসব ছেলেমেয়ে এখনও জানে না, ভজিয়েভাজিয়ে তাদের এনে কন্ট্রোলার বানানো হয় ক্লাবটাতে।

'যদি কোনভাবে চ্যাপম্যানের কাছাকাছি যেতে পারি আমরা...' বাক্যের শেষ অংশটুকু যেন বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে থেমে গেল ড্যানিয়েল। আমার দিকে তাকাল না ইচ্ছে করেই। কিন্তু আমি জানি, ও কি বলতে চেয়েছে। নিশ্চয় ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছে ও।

'মেলিসা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল ড্যানিয়েল। সাবধানে বলল, 'আমি শুধু সম্ভাবনার কথা জানালাম।'

মেলিসা চ্যাপম্যান, অ্যাসিট্যান্ট প্রিন্সিপাল চ্যাপম্যানের মেয়ে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিংবা বলা যায়, *অতীতের বন্ধু*। গত কয়েক মাস যাবৎ আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করছে ও। এমন ভান করে, যেন আমার সঙ্গে কোনদিনই তার খাতির ছিল না। আমাকে চেনেই না। একসাথে শরীর চর্চার ক্লাস করি আমরা। একসঙ্গেই ওখানে ঢুকেছিলাম দুজনে—একসঙ্গে ক্লাস করতে যেতাম।

'কোনও বন্ধুকে এভাবে ব্যবহার করতে ভাল লাগে না আমার,' ড্যানিয়েলের কথার জবাব দিলাম।

'বাহ্, হঠাৎ করেই অহঙ্কারী জুলিয়ার বোধোদয় ঘটেছে,' টিটকারি দিয়ে বলল ডিউক। 'পারলে সারাক্ষণই আমার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দাও, অথচ বলছ তুমি তোমার বন্ধুদের ব্যবহার করো না। কার মুখে কি শুনি।'

'ফেলি, ডিউক, অস্বীকার করব না। কিন্তু কে বলল তুমি আমার বন্ধু?'

'ভারি মজার কথা তো,' রসিকতার ভঙ্গিতেই বলল ডিউক। কিন্তু ওর চোখেমুখে আহত হওয়ার ছাপ দেখলাম।

'এমনি, দুষ্টুমি করছিলাম, ডিউক,' ওর চেহারা দেখে মায়া লাগল আমার। 'সত্যি, সিরিয়াসলি বলিনি। অবশ্যই তুমি আমার বন্ধু। তবে তুমি একজন...ওই যে, কি নাম রেখেছিলে...হ্যাঁ, মানবজন্তু। কিন্তু মেলিসা একটা নিরীহ মেয়ে, ইয়ার্কদের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।'

'ইস্, কোন কুক্ষণে যে নামটা রেখেছিলাম, এখন নিজেরই আফসোস হয়,' ডিউক বলল। 'মানবজন্তু! আর কখনও ওই নামে ডেকো না।'

'জুলি,' আমাদের তর্কাতর্কিতে বাধা দিল ড্যানিয়েল, 'মেলিসার বাবা একজন মেইন কন্ট্রোলার। তাই ও পছন্দ করুক আর না করুক, শেষ পর্যন্ত ইয়ার্কদের এড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

মুখের মধ্যে বিশ্রী স্বাদ টের পেলাম। ঠিকই বলেছে ড্যানিয়েল। চ্যাপম্যানের ওপরই নজর রাখতে হবে আমাদের। তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার জন্য মেলিসাকে আমাদের প্রয়োজন। পুরানো একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার।

মনটা খারাপই হয়ে গেল।

BanglaPDF.net

Banglapdf.net Exclusive!

চার

পরদিন স্কুল ছুটির পর আমি শরীর চর্চার ক্লাস করতে চললাম। শরীর চর্চা কেন্দ্রটা রয়েছে মলের ঠিক উল্টোদিকে, রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয়। বড় একটা ইনডোর পুল আছে ওখানে, তাই পুরো বিল্ডিংটাতেই ক্লোরিনের গন্ধ। শুধু ওয়েইট রুম বাদে, ওটা ঘামের গন্ধে ভরা।

আমার ক্লাস হয় ছোট একটা ঘরে, সেটার মেঝেতে নীল মাদুর পাতা। একটা *ব্যালান্স বিম* আছে আমাদের, একটা অমসৃণ *প্যারালেল বার* আছে, আর আছে *স্প্রিংবোর্ড* সহ একটা *ভল্টিং হর্স*।

ভল্টিং আর প্যারালেল বারে আমার কোন সমস্যা হয় না, তবে ব্যালান্স বিমে আমি একেবারেই আনাড়ি। সত্যি কথা বলতে কি, ওটাতে প্র্যাকটিস করতে আমার ভয় লাগে। এত বেশি মনোযোগ প্রয়োজন হয় ওটাতে।

তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও শরীর চর্চার ক্লাস নয় এগুলো। মানে, আমি বলতে চাইছি, অলিম্পিক গেমসে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছি না আমরা। এক সময় বিখ্যাত তারকা খেলোয়াড় শ্যানন মিলারের উত্তরসূরী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। তারপর বয়েস বেড়েছে, মগজটাও পরিপক্ক হতে শুরু করেছে, এখন আর অবাস্তব স্বপ্ন দেখি না। বয়েসের সঙ্গে আরেকটা জিনিস বেড়েছে, উচ্চতা, আমার যা বয়েস, সেই তুলনায় অনেকটাই বেশি। আমাকে দেখে এখন লোকে বলে, আরে, তুমি মডেল হতে পারবে; কিন্তু কেউই বলে না, তুমি জিমন্যাস্ট হতে পারবে।

শরীর চর্চার এই ক্লাসে যারা যারা আছি আমরা, হয় সবাই খুব লম্বা, নয়তো ওজনদার, একজনও জিমন্যাস্ট হওয়ার উপযুক্ত নই। এখানে ব্যায়াম করি আমরা শরীর ফিট রাখার জন্য, তাতে যে মজাও পাই না, তা নয়। আমার ধারণা, আমি অমার্জিত স্বভাবের। মা অবশ্য স্বীকার করে না সেটা, তবে আমি নিজে জানি, আমি কি।

Banglapdf.net Exclusive!

ব্যায়াম জিনিসটা কঠিন কাজ, তবে কিছু কিছু ব্যায়ামে মজাও আছে। যেমন, স্প্রিংবোর্ড। ওটাতে লাফ দিলেই স্প্রিঙের মত শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। শূন্য থেকে পড়লে আবার ছোঁড়ে। মজা, তবে পাখির মত ডানা মেলে ওড়ার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না।

আমি যখন লকার রুমে ঢুকলাম, দেখি, মেলিসা চ্যাপম্যান কাপড় বদলে ব্যা..মের কাপড় পরছে। আমাদের শরীর চর্চা ক্লাসে ও একটা ব্যতিক্রম। ওকে দেখতে সত্যিই জিমন্যাস্টের মত লাগে। হালকা-পাতলা শরীর, জিমন্যাস্টের ক্লাসে কিছু কিছু বোকা মেয়ে না খেয়ে থেকে ওজন কমিয়ে শরীর হালকা করার চেষ্টা করে, মেলিসা তাদের মত নয়। ও না খেয়ে থাকে না। কমও খায় না। স্বাভাবিক যা খাওয়ার তাই খায়। ফ্যাকাশে ধূসর চোখ, ফ্যাকাশে ধূসর চুল, ফ্যাকাশে ধূসর চামড়া ওর। কেমন যেন রূপকথার বইয়ের কল্পিত প্রাণী এলফদের মত লাগে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় নড়বড়ে, ভঙ্গুর, কিন্তু ভাল করে তাকালে ওর মধ্যে শক্তিমত্তার লক্ষণ বোঝা যায়।

উষ্ণ আন্তরিকতার হাসি হাসল না আমার দিকে তাকিয়ে মেলিসা, দেখা হলে ইদানীং এমন করেই হাসে ও। ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন কোন কিছু অন্যমনস্ক করে রাখে ওকে, কিংবা মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখে।

'হেই, মেলিসা,' আমি বললাম, 'চলছে কেমন?'

'ভাল। তোমার কি খবর?'

'আগের মতই, একই রকম,' অবশ্যই মিথ্যে কথা বললাম। এ ছাড়া আর কি-ই বা বলব? বলব, না, মেলিসা ভাল নেই, জন্তু-জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে শয়তান ভিনগ্রহবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে বেড়াচ্ছি? জানি, বলা যাবে না।

মেলিসাও আর কিছু বলল না। পরনের পোশাকটা টেনেটুনে ঠিক করে, হাত ঘুরিয়ে, শরীর মুচড়ে, আড়মোড়া ভাঙল। ব্যস, এই পর্যন্তই আমাদের কথাবার্তা হয় আজকাল। অথচ আগে দেখা হলে কথার ফুলঝুরি ছোটাতাম। অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা। ও ছিল আমার দ্বিতীয় বেস্ট ফ্রেণ্ড, হ্যাপির পরে।

আজ কথা শেষ করলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, 'মেলিসা...একটা কথা...আচ্ছা, আজ স্কুল ছুটির পর মলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? একজোড়া নতুন জুতো কিনব, তুমি সাথে থাকলে পছন্দ করে দিতে পারতে।'

Banglapdf.net Exclusive!

'ম-ম্মল?' তুতলে বলল মেলিসা। তারপর লাল হয়ে গেল গাল। 'শপিং করতে?'

'হ্যাঁ। হাঁটব, দোকানে দোকানে জিনিস দেখব, সুদর্শন ছেলেগুলোর পিছনে লাগব, পারফিউম কাউন্টারে অহঙ্কারী ন্যাকা মহিলাগুলোর কাণ্ড দেখব।'

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম, যেন খুব সাধারণ কথার কথা বলছি। আগের দিন হলে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু এখন মেলিসাকে কেমন ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছে।

কখন যে মেলিসা আর আমি এতটা দূরে সরে গেছি, ভাবতে অবাক লাগল।

'কিন্তু...আমার যে কাজ আছে,' মেলিসা বলল।

'ও। তাই। বুঝতে পেরেছি।'

কিন্তু কিছুই বুঝিনি। কিচ্ছু না। হাঁটতে শুরু করল ও। চলে যেতে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল : ওকে নয়, ওর বাবাকে আমাদের দরকার। কণ্ট্রোলারদের একজন লিডার। আমাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।

খপ করে মেলিসার হাত চেপে ধরলাম। 'মেলিসা, শোনো...ইদানীং আমাদের মধ্যে কোনও কারণে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, কেন, বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে মিস করি, মেলিসা।'

শ্রাগ করল মেলিসা। 'আমিও সেটা জানি। কোনও একদিন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, হয়তো।'

'কোনও একদিন নয়, মেলিসা। আমি এখনই সেটা ঠিক করে ফেলতে চাই। তোমার কি হয়েছে, বলো তো?'

'আমার কি হয়েছে?' আমার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মেলিসা। একটা মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড বিষণ্নতা যেন ছায়া ফেলল ওর চোখে, ঠোঁটের কোণ ঝুলে পড়ল। 'আমার কিছু হয়নি। আমাদের এখন যাওয়া উচিত, কোচ হ্যামারসন নইলে রেগে আগুন হয়ে যাবেন।'

আমার হাত থেকে হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিল ও।

তাকিয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখলাম। গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। কিছু একটা হয়েছে মেলিসার। এতদিন সেটা লক্ষ করিনি। ও আমার বন্ধু। অথচ ওর পরিবর্তনটা আমার চোখে পড়ল না। নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম, অন্য কিছু খেয়াল করার সুযোগই হয়নি।

BANGLAPDF.NET

আর এখন আমি উদ্বিগ্ন হবার ভান করছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের জন্যই ওর দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছি।

শরীর চর্চায় মন দিতে পারলাম না। আর তাই ব্যালান্স বিম থেকে পিছলে পড়ে গেলাম। হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

সবার আগে দৌড়ে এল মেলিসা। পুরো দশটা সেকেণ্ডের জন্য ও সেই পুরানো মেলিসা হয়ে গেল। কিন্তু আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম, আড়ষ্ট হয়ে গেল আবার, ফিরে গেল নিজের জায়গায়, নিজের জগতে।

আর ঠিক এই সময় প্রবল সন্দেহটা মাথা চাড়া দিল আমার মধ্যে।

অদ্ভুত আচরণ করছে মেলিসা। ভুলে গেলে চলবে না, ওর বাবা একজন কণ্ট্রোলার।

সে-ও কি ওদের একজন হয়ে গেছে? আমার পুরানো বন্ধু মেলিসা এখন একজন কণ্ট্রোলার?

BANGLAPDF.NET

ক্লাসের পর বাজার করতে গেলাম না। ইচ্ছে করল না। মেলিসার চোখ, আমার দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গি, আমার কেনাকাটা করার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দিল।

মলে যাওয়ার কথা আমার, ওখান থেকে আমার মাকে ফোন করার কথা যাতে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু ইচ্ছেটা মরে গেছে, মলের দিকে গেলামই না আর, সোজা বাড়ি রওনা হলাম। একা। আকাশে মেঘ জমে অন্ধকার হয়ে গেছে। বৃষ্টি হবে।

বোকামি করলাম। এ রকম অসতর্কতা ভয়ানক বিপদ ডেকে আনে মন জুড়ে রয়েছে হাজারটা ভাবনা, আর তাই অসাবধানটা হলাম। তা ছাড়া যতই অন্যমনস্ক হই না কেন, অন্তত কন্সট্রাকশন সাইট থেকে দূরে থাকা উচিত ছিল আমার।

ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ, আমার পিছনে ফুটপাতের কিনারে থামল। বেরিয়ে এল একটা ছেলে। দেখে মনে হলো হাই স্কুলে পড়ে, কলেজ-ছাত্রও হতে পারে। বিপজ্জনক মনে হলো ওকে।

সোজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে মলে চলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু প্রায়ই যা করা উচিত, সে-কাজটা করি না আমি। আর সেটা না করার জন্য পরে পস্তাই। এখনও সেই বোকামিটাই করলাম।

'হে, বেবি,' আমাকে ডাকল ও, 'আমার সঙ্গে গাড়িতে চড়বে?'

Banglapdf.net Exclusive!

মাথা নেড়ে শক্ত করে আমার ব্যাগটা চেপে ধরলাম। মনে মনে গাল দিলাম নিজেকে, এতটা অসাবধান হওয়ার জন্য।

'অকারণে জেদ কোরো না,' ছেলেটা বলল, 'গাড়িতে উঠলেই ভাল করবে।'

ওর ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ মনে হলো না মোটেও, বরং আদেশ। ভয় পেলাম।

ব্যাগটা ধরে রেখে ওর পাশ কাটালাম।

'আমাকে এড়াচ্ছ কেন?' হিসিয়ে উঠল ও।

আমাকে ধরার জন্য থাবা মারল। দ্রুত সরে গেলাম। জোরে হেঁটে চললাম। আমার পিছু নিল ও।

দৌড়ানো শুরু করলাম।

সে-ও দৌড় দিল।

'এই, এই, শোনো! শোনো বলছি!'

এভাবে একা বেরোনোর জন্য পস্তাচ্ছি এখন। তবে ভাগ্য ভাল আমার, আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত অসহায় নই আমি।

দৌড়াতে দৌড়াতে মনোনিবেশ করলাম। একটা প্রাণীর ছবি ফুটিয়ে তুললাম কল্পনায়।

তারপর, টের পেলাম, শুরু হয়েছে পরিবর্তন। আমার পাগুলো মোটা হতে আরম্ভ করেছে। হাত বড় হচ্ছে। দেহ বড় হচ্ছে। বড়। শক্ত। কানে হালকা সুড়সুড়ি লাগছে, অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ওগুলো, চামড়ার মস্ত হাতপাখার মত।

এতেই হয়ে যেত। কিন্তু ছেলেটা আমাকে রাগিয়ে দিয়েছে। রীতিমত খেপা হয়ে গেছি আমি। এত সহজে ওকে ছাড়তে ইচ্ছে করল না।

সামনে ঠেলে বেরোতে শুরু করল আমার নাকটা। তারপর মুখের দুই পাশ থেকে গজিয়ে উঠল বড় বড় দাঁত। দুটো বল্লমের মত।

যথেষ্ট হয়েছে মনে হলো আমার। মনোনিবেশ থামিয়ে দিলাম। মাঝপথে থেমে গেল আমার পরিবর্তন।

আচমকা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার গায়ে এসে ধাক্কা খেল ছেলেটা।

এখন যা দেখতে পাবে, আমি জানি, সেটা ওর পছন্দ হবে না। তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ী।

Banglapdf.net Exclusive!

পাঁচ

আমার গায়ের ওপর থেকে ওকে সরে যেতে বলতে চাইলাম। বলতে চাইলাম, 'এখনও কি আমার সঙ্গে এক গাড়িতে চড়তে চাও?'

কিন্তু মানুষের মুখ বদলে গেছে আমার, বিকৃত আওয়াজ বেরোল, যার কোন মানে নেই।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

আমাকে ও দেখছে একটা আধা-মানুষ আধা-হাতি রূপে, আফ্রিকান হাতিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছিলাম। শুঁড়ের তিন ভাগের এক ভাগ গজিয়েছে, আর কুলার মত কানের বেশির ভাগটা। পাগুলো গাছের গুঁড়ি। কুস্তিগিরের মত বাহু, ধূসর রঙের। দাঁত দুটো ফুটখানেক লম্বা। চুল আর চোখ স্বাভাবিক রয়েছে, আর তাতে চেহারাটা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ।

হঠাৎ করেই আমার প্রতি আগ্রহ হারাল ছেলেটা।

'ওরেবাবারে!' বলে এক চিৎকার দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই দিল দৌড়। মিনিটখানেকের জন্য যেন ভুলে গেল ওর একটা গাড়ি আছে। ওটার পাশ কাটানোর সময় খেয়াল হলো। খোলা জানালা দিয়ে ডাইভ দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলে গেল ও।

গতিসীমা লঙ্ঘন করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

আবার মনোনিবেশ করলাম আমি। এবার উল্টোটা। ফিরে আসতে লাগলাম মানব-শরীরে। ভাগ্যিস পরনে ব্যায়ামের পোশাক ছিল, গায়ে ঢিলা সোয়েটার। যার জন্য কাপড় খুলে পড়ল না। কিন্তু হঠাৎ করে হাতির পা হয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড চাপে জুতো জোড়া ফেড়ে গেছে।

Banglapdf.net Exclusive!

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় বাড়ি যাওয়াটা কষ্টকর হবে। নিজেকে গালমন্দ করতে করতে এগোলাম, কেন হাতি হওয়ার আগে জুতো খুলে নেয়ার কথা মনে পড়েনি।

ঠিক এই সময়, দ্বিতীয় আরেকটা গাড়ি এসে থামল রাস্তার ধারে। জানালার কাঁচ নামানো হলো।

'এই, জুলি,' মেলিসা ডাকল। 'বাড়ি যাবে?' খুব একটা আন্তরিক মনে হলো না ওকে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম।

মিস্টার চ্যাপম্যানকে বসে থাকতে দেখলাম ড্রাইভিং সিটে।

গায়ে কাঁটা দিল আমার। মেরুদণ্ডে বয়ে গেল ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত। এইমাত্র যা করলাম তা কি তাঁর চোখে পড়েছে? পড়ে থাকলে, আমি শেষ। আমার বন্ধুরাও শেষ।

'আমি...আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব,' কোনমতে বললাম। 'ব্যায়ামটাও হয়ে যাবে।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটবে কি?' চ্যাপম্যান বললেন, তাঁর অ্যাসিট্যান্ট-প্রিন্সিপালসুলভ হুকুমের সুরে। 'আরও বাড়বে। এসো, ওঠো।'

কি করব? এড়ানো যাবে না। জোর করে হাসলাম। বললাম, 'থ্যাংকস।'

সামনের সিটে বাবার পাশে বসেছে মেলিসা। আমি উঠলাম পিছনে। গায়ে যাতে কাঁপুনি শুরু না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখলাম। চ্যাপম্যানের মাথার পিছন দিকেও তাকাতে পারলাম না। কারণ আমি জানি ওই খুলিটার ভিতরে বসে রয়েছে একটা পাজি ইয়ার্ক। মগজের প্রতিটি স্নায়ুর মাথার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। মগজটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওটার ওপর কর্তৃত্ব করছে।

খুলির ভিতর কি জিনিস আছে কল্পনায় সেটা দেখতে পেলে সেই মাথাটার দিকে তাকানো কঠিন।

'ট্রাফিকের লাল লাইট জ্বলে ওঠায় থেমেছিলাম,' মেলিসা বলল। 'মনে হলো, একটা ছেলে তোমাকে বিরক্ত করছে। তারপর দৌড়ে পালাল। তোমার পিছনে লেগেছিল, তাই না?'

'উম্...না,' মিথ্যে কথা বললাম। 'রাস্তায় কি যেন ফেলে দিয়েছিল... হাত থেকে... বৃষ্টি আসায় দৌড় দিয়েছে।'

Banglapdf.net Exclusive!

নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল কথাগুলো। আমি একটা অতি আনাড়ি মিথ্যেবাদী।

রিয়ারভিউ মিররে দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে চ্যাপম্যানের চোখ। পুরানো স্বাভাবিক সেই অ্যাসিট্যান্ট প্রিন্সিপালের মতই লাগছে তাঁকে। কন্ট্রোলারদের নিয়ে এটাই সমস্যা। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এতই স্বাভাবিক মনে হয় ওদের।

'এমন করে দৌড়ে পালাল ছেলেটা যেন পাগলা কুকুরে তাড়া করেছিল,' চ্যাপম্যান বললেন।

'তাই নাকি?' চিঁ-চিঁ করে বললাম। 'কই, আমি তো কিছু দেখিনি। আসলে বৃষ্টি আসাতেই দৌড়াচ্ছিল। হয়েছে। বাঁয়ে মোড় নিন, সার।'

'তুমি কোথায় থাকো, আমি জানি,' চ্যাপম্যান বললেন।

মনে হলো, নিজের জিভটাকেই গিলে ফেলি। এটা কি হুমকি? তিনি কি সন্দেহ করেছেন? আমার দিকে কি অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন?

নাকি আমারই মানসিক বৈকল্য ঘটেছে?

আমাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন তিনি। ধড়াস ধড়াস করছে আমার বুকের ভিতর। কিন্তু স্বাভাবিক আচরণের চেষ্টা করলাম। 'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার চ্যাপম্যান, বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্য,' বলে মেলিসার দিকে তাকালাম। 'মেলিসা, আমি সত্যিই আবার আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক করে ফেলতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমিও চাই। নিশ্চয়ই চাই।'

গাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এসেছি। জ্যান্ত। তারমানে সবই আমার কল্পনা, হয়তো মেলিসা কন্ট্রোলার নয়।

ঠিক এ সময় মেলিসা বলে উঠল, 'এই, তোমার জুতোর কি হয়েছে?'

নিচের দিকে তাকালাম। আমার জুতো ছিঁড়ে ফালা ফালা। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তিনশো সাইজ বড় হয়ে গিয়েছিল পা।

'সেজন্যই তো বলেছিলাম,' যতটা সম্ভব কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম, 'দোকানে যাব, জুতো কিনতে।'

Banglapdf.net Exclusive!

অবাক মনে হলো মেলিসাকে। ওর বাবা এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, কি ভাবছেন, বোঝা গেল না।

নিজের বাড়িতে যখন ঢুকলাম, থরথর করে পাতার মত কাঁপছি। ছুটতে ছুটতে দোতলায় সোজা নিজের ঘরে উঠে এসে ছেঁড়া জুতোগুলোকে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। তারপর নেমে এসে দেখা করলাম মা'র সঙ্গে। রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে, হলুদ চামড়ায় মোড়ানো একগাদা মোটা বইয়ের স্তূপের আড়ালে অর্ধেকটা লুকানো। আমার মা আইনজীবী, অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে আসে, যাতে বেশি সময় বাড়ি থাকতে পারে, আমাকে আর আমার ছোট দুবোনকে বেশি সময় দিতে পারে। বাবার সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে। মাসে কয়েক দিন করে বাবার সঙ্গে দেখা হয় আমার, মা'র বোধহয় অপরাধবোধ হয় তখন আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না বলে।

'হাই, হানি,' মা বলল। তার *মায়েদের স্বাভাবিক সন্দিহান* দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। 'বাড়ি ফিরলে কিভাবে? হেঁটে আসনি নিশ্চয়, নাকি? তোমার তো আমাকে ফোন করার কথা ছিল।'

'মেলিসার বাবা নামিয়ে দিয়ে গেছেন,' বললাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সামনের খোলা বইটা বন্ধ করল মা। 'মাঝে মাঝে তোমাকে নিয়ে আমার এত দুশ্চিন্তা হয়।'

'জর্ডান আর সারা কোথায়?'

'সিনেমা দেখছে, ভয়ের ছবি। জানা কথা, আজ রাতে জর্ডান ঘুমাবে ঘরের আলো জ্বেলে, আর শেষ পর্যন্ত সারা এসে আমার ঘরে শোবে। আমি বুঝি না, এতই যদি ভয় পায়, ওসব দেখে কেন। তুমি কিন্তু এমন না।'

মনে মনে হাসলাম। বলতে ইচ্ছে করল, মা, ভয়ের ছবি দেখার কোন প্রয়োজন নেই আমার, আমি নিজেই একটা *ভীতি*। খানিক আগে রাস্তায় যে কাণ্ডটা করেছিলাম, আমার মুখ থেকে বেরোনো তিন ফুট লম্বা নাকটা দেখলে মা কি করে দেখার খুব কৌতূহল হলো।

বললাম, 'রাতে কি খাব?'

ভুরু কোঁচকাল মা। 'পিৎসা? চাইনিজ? যা ইচ্ছে খেতে পারো। ফোনে অর্ডার দাও না, দিয়ে যাক। আমি এখন রাঁধতে যেতে পারব না। এই কাজগুলো রাতের মধ্যেই শেষ করে সকালে কোর্টে যেতে হবে।'

Banglapdf.net Exclusive!

'মা,' প্রায় প্রতিদিনই যা বলি, তা-ই বললাম, 'পিৎসা খেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার যা রান্না, তাতে রেস্টুরেন্ট থেকে এনে খাওয়াই ভাল।'

রাগ করল না মা। হেসে বলল, 'নিয়ে আসতে বলো।'

ডিনারের পর ড্যানিয়েলকে ফোন করলাম।

'আসতে চাও?' ওকে বললাম। 'ওই নতুন সিডিটা হাতে পেয়েছি, এলে শুনতে পারবে।'

কোন সিডি নেই, অবশ্যই। সাবধান হওয়ার জন্য সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বললাম। ইদানীং এভাবেই কথা বলি আমরা। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলবে, ঠিক নেই। ওই যে বললাম, ড্যানিয়েলের ভাই রোজার, সে-ও কন্ট্রোলার। এক্সটেনশন লাইনে আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে। যাই হোক, ড্যানিয়েলের পর হ্যাপি আর ডিউককে ফোন করেও একই কথা বললাম।

ওরা এলে, ওদেরকে মেলিসার কথা জানালাম। তারপর জানালাম, রাস্তার ছেলেটার কথা। চ্যাপম্যান যে আমাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন, একথা আর বললাম না। কেন, কে জানে। তবে ডিউক যেভাবে বিস্ফোরিত হলো তাতে মনে মনে খুশিই হলাম সবকথা ওকে না বলায়।

'উফ, কি যন্ত্রণা!' ডিউক বলল। 'যদি ওই ছেলেটা কন্ট্রোলার হয়ে থাকে?'

'কন্ট্রোলার না কচু,' মুখ বাঁকালাম। 'ইয়ার্করা কোন দুঃখে ওরকম একটা অকর্মণ্য মানুষকে কন্ট্রোলার বানাতে যাবে? ওরা চায় ক্ষমতায় যারা বসে আছে তাদের।'

'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না,' ড্যানিয়েল বলল। 'আমার ভাই রোজার তো ক্ষমতাবান লোক নয়।'

'কিন্তু রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যারা যাচ্ছিল, তারা দেখে থাকতে পারে। কিংবা জানালা দিয়ে যারা রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল, তাদের কেউ,' ডিউক বলল। 'কিংবা এমনও তো হতে পারে আঙুল তুলে তোমাকে দেখিয়ে কাউকে বলেছে—ওই মেয়েটার মুখ থেকে হঠাৎ করে শুঁড় আর দাঁত গজিয়েছে?'

Banglapdf.net Exclusive!

'ও রকম গাঁজাখুরি গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না,' আমি বললাম।

'ওর বন্ধুরা হয়তো করবে না,' ডিউক বলল। 'কিন্তু কোন কণ্ট্রোলারের কানে গেলে বুঝে যাবে কি হয়েছে।'

হ্যাঁ। কণ্ট্রোলাররা বুঝবে। চ্যাপম্যানের মত কণ্ট্রোলার। এমনকি মেলিসাও বুঝবে, যদি সে-ও ওদের একজন হয়ে থাকে।

অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল যেন আমার পুরো জীবনটাই এখন শুধু মিথ্যেয় ভরা। মেলিসার সঙ্গে মিথ্যে বলা। নিজের মায়ের সঙ্গে মিথ্যে বলা। বন্ধুদের কাছেও সব সত্যি বলছি না, কথা লুকোচ্ছি।

'বেশ, স্বীকার করছি, ঝামেলা একটা বাধিয়েছি,' বিড়বিড় করলাম।

'তা তো বাধিয়েছই,' ডিউক বলল। 'ঝামেলাটা এত বেশি...'

'বাদ দাও না, ডিউক,' বাধা দিল ড্যানিয়েল। 'ভুল যা করার তো করেই ফেলেছে। মানুষ মাত্রই ভুল করে, সবাই আমরা ভুল করি।'

চোখ ঘোরাল ডিউক।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যাপি। 'হ্যাঁ, যা করার করে ফেলেছ। একটা বিশ্রী অবস্থায় ফেলে দিয়েছ নিজেকে। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল তোমার। যা-ই হোক, আমার আগামী দশটা টিফিন অ্যালাউন্স দিয়ে দিতে রাজি আছি ওই সময় ছেলেটার চেহারা কেমন হয়েছিল দেখার জন্য।'

'তবে আসল কথাটা হলো, মেলিসাকে ব্যবহার করে মিস্টার চ্যাপম্যানের কাছে ঘেঁষার মত এখনও কিছু করতে পারেনি জুলি,' ড্যানিয়েল বলল। 'পারবেও না, যদি মেলিসা নিজেই কণ্ট্রোলার হয়ে থাকে। আর যদি না-ও হয়, এ রকম শীতল আচরণ করতে থাকলেও জুলি ওকে দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।'

'অন্য পথ ধরতে হবে তাহলে আমাদের,' আমি বললাম। 'চ্যাপম্যানের অফিসটা চিনি আমরা। তাঁর বাড়ি চিনি। ছোটখাট কোনও জানোয়ার হয়ে ওসব জায়গার আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারি।'

'কি ধরনের ছোট জানোয়ার?' ডিউকের প্রশ্ন। 'ড্যানি যখন টিকটিকি হয়েছিল, আরেকটু হলেই জুতোর তলায় চাপা পড়ে পিষে যাচ্ছিল। লেজটা খুইয়েছিল। তা ছাড়া, অন্য আর কোন ছোট প্রাণী হবে? তেলাপোকা?'

BANGLAPDF.NET

কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল আমাদের। ছোট প্রাণী একমাত্র ড্যানিয়েলই হয়েছে, সবুজ গিরগিটি। সেকথা ভাবলে এখনও শিউরে ওঠে ও। তেলাপোকা নিশ্চয় তারচেয়ে খারাপ।

'তেলাপোকা হওয়ার সমস্যা হলো,' আমি বললাম, 'আমরা জানিই না, ওদের অনুভূতি কোন পর্যায়ের, এমন মানের কি না যা দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে। ওরা আমাদের মত কানে শোনে কি না তা-ও জানি না।'

হ্যাপির দিকে তাকালাম। আমাদের *প্রাণী বিশেষজ্ঞ* ও। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে।

হাত উঁচু করল হ্যাপি। 'আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? যেন আমি জানি তেলাপোকাদের অনুভূতি কতখানি, আর ওরা কানে শোনে কি না। আমাদের ক্লিনিকে জখমী তেলাপোকার যত্ন করা হয় না।'

কয়েকটা মিনিট গম্ভীর হয়ে বসে থেকে চুপচাপ কাটালাম আমরা। কিন্তু আলোচনাটা বাদ দিতে রাজি নই আমি। ইয়ার্কদেরকে আরেকটা প্রবল আঘাত হানার ইচ্ছেটা আমাকে খুঁচিয়ে চলেছে। তা ছাড়া চ্যাপম্যান আমাকে সন্দেহ করেছেন কি না, সেটা জানার জন্যও আমি মরিয়া।

ডেস্কের ওপর চোখ পড়ল। মনে পড়ল অঙ্কের হোমওঅর্ক বাকি রয়ে গেছে এখনও আমার। তাতে মেজাজটা গেল আরও খিঁচড়ে। তারপর বড় ফ্রেমে আটকানো ছবিগুলোর দিকে তাকালাম। ছয়টা ছবি আটকানোর জায়গা রয়েছে ওটাতে। একটা ছবিতে রয়েছি আমি, মা আর আমার বাবা। ছবিটা তোলা হয়েছে একবার নৌকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম আমরা, তখন। আরেকটা ছবিতে শুধু বাবার সঙ্গে আমি, বাবা যেখানে চাকরি করে সেখানে গিয়ে তুলেছিলাম; বাবা কাজ করে টিভিতে, আবহাওয়ার খবর পড়ে। মস্ত একটা ম্যাপে ঝড়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছবিটা তুলেছি আমরা। তৃতীয় ছবিটায় আমি আর হ্যাপি, পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চেপে রয়েছি। হ্যাপিকে দেখে মনে হচ্ছে, জিনের ওপরই যেন জন্ম হয়েছে ওর, আর ওর পাশে আমাকে একটা হাঁদার মত দেখাচ্ছে।

তবে ছয়টার মধ্যে যে ছবিটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সেটা দুই বছর আগের তোলা, মেলিসার সঙ্গে; ছবিটাতে রয়েছি মেলিসা এবং আমি।

Banglapdf.net Exclusive!

উঠে এলাম ফ্রেমটার কাছে। হাতে নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'কি?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল। 'কি দেখছ?'

'আমি আর মেলিসা,' জবাব দিলাম। 'ওর জন্মদিন ছিল সেদিন—কততম, ঠিক মনে নেই, তবে জন্মদিনে তুলেছি, এটা ঠিক। ওদের লনে বসেছিলাম দুজনে, জন্মদিনে পাওয়া উপহারগুলো দেখছিলাম, এ সময় ওর বাবা তুলেছিলেন ছবিটা।'

'তাতে কি?' ডিউক জিজ্ঞেস করল।

'তাতে...' ছবিটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। মেলিসা আর আমার পরনে শর্টস। আর দুজনের মাঝখানে পায়ের কাছে দাঁড়ানো ছোট একটা সাদা-কালো বিড়ালের বাচ্চা। 'এই বাচ্চাটা মেলিসার জন্মদিনে ওকে উপহার দেয়া হয়েছিল।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

ছয়

'ওই দেখো, বিড়াল ঢোকার দরজা!' হাত তুলে দেখাল ড্যানিয়েল।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ডিউক।

'ওই যে, আলোর রেখাটা দেখতে পাচ্ছ না? আসল দরজার নিচে?'

'ও, হ্যাঁ,' ডিউক বলল। 'চাঁদটা এখন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে ভাল হতো। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

চ্যাপম্যানের বাড়ির লনের সীমানার বাইরে একটা পাতাবাহারের বেড়ার পিছনে গুটিসুটি হয়ে রয়েছি আমরা। সাধারণ চেহারার একটা বাড়ি। দোতলা। একটা গ্যারেজ, একটা লন। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই, এই বাড়িরই অন্তত একজন বাসিন্দা পৃথিবী দখলের মত এমন বিশাল ভিনগ্রহ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত।

'একটা কথার শুধু জবাব দাও আমাকে,' ফিসফিস করে বলল ডিউক, 'চ্যাপম্যানের মত একজন মানুষ কেন এতে জড়ালেন? তিনি যে কণ্ট্রোলার এটা জানার অনেক আগে থেকেই তাঁকে ভয় করি আমি।'

'তারমানে, তোমাকে যে ডিটেনশন দিয়েছিলেন, সেটার কথা এখনও ভুলতে পারনি তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম। 'যা-ই বলো, শাস্তিটা তোমার পাওনা ছিল। অংকের ক্লাসে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে শার্টের নিচে লুকানো সিডি প্লেয়ার থেকে গান শুনবে, আবার তালে তালে গলা ছেড়ে গেয়েও উঠবে, কোন টিচারই সেটা সহ্য করবেন না।'

'হ্যাঁ, ডিউক, কাজটা তুমি ঠিক করনি,' ড্যানিয়েলও আমার সঙ্গে একমত।

'তা করিনি। কিন্তু তাই বলে পুরো এক সপ্তাহ ধরে শাস্তি—লঘু পাপে গুরু দণ্ড—ব্যাপারটা এখনও আমি মেনে নিতে পারি না। আসলে তিনি

Banglapdf.net Exclusive!

কন্ট্রোলার বলেই একটা ছেলেকে এত কষ্ট দিতে পেরেছেন, মানবিক বোধগুলো একেবারেই শেষ হয়ে গেছে তো।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' হ্যাপি বলল। 'মেলিসার বিড়ালটাকে ঘর থেকে বের করে আনব কিভাবে?'

সবাই তাকালাম ওর দিকে।

'ভাল প্রশ্ন,' আমি বললাম।

'আমি বলতে চাইছি,' হ্যাপি বলল, 'বহুক্ষণ ধরে তো এখানে ঘাপটি মেরে রয়েছি আমরা। যে কোন সময় পড়শীদের কারও চোখে পড়ে যেতে পারি।'

'বিড়ালটা দেখতে কেমন?' কাছেই একটা গাছের ডালে বসা ক্রিস্টোফার বলল। আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে।

মনে করার চেষ্টা করলাম। 'বিড়ালটার নাম কিটি। এটুকুই মনে আছে শুধু।'

'চেষ্টা করতে থাকো,' ডিউক বলল।

মেলিসার সঙ্গে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, ওদের বাড়িতে আসতাম, তখনকার কথা ভাবলাম। 'বিড়ালটা সাদা-কালো, যদ্দুর মনে পড়ে, সাদার ওপরে কালো ছোপ।'

'আমি দেখে আসি। হয়তো বাড়িতে নেইই ওটা, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' ক্রিস্টোফার বলল।

ডানা মেলে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গেল ও। হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

'আমাদের এখন কি দরকার, জানো?' আমি বললাম, 'আরেকটা বিড়াল। তাহলে হয়তো ওটাকে দিয়ে কিটিকে ডেকে আনাতে পারতাম।'

আমার দিকে তাকাল ডিউক। 'নিজেই তাহলে মিঁআঁউ মিঁআঁউ শুরু করো না কেন?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে ড্যানিয়েলের দিকে তাকালাম। 'ক্রিস তো একবার বিড়াল হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ড্যানিয়েল বলল। 'ওর প্রথম মরফিং। আমাদের মধ্যে সবার আগে ও-ই রূপান্তরিত হয়েছিল।'

ক্রিস্টোফার কাছাকাছি থাকলে বিড়াল হওয়ার অনুভূতিটা কেমন, জিজ্ঞেস করতে পারতাম। আজ রাতে বিড়ালের ছদ্মবেশে মেলিসাদের

BANGLAPDF.NET

বাড়িতে ঢোকার পরিকল্পনা করেছি আমি। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন হ্যাপি বলল, 'জুলি, তোমাকে কি করতে হবে, মনে আছে তো? শোনো, স্বাভাবিক বিড়ালের মত আচরণ করতে হবে তোমাকে। উল্টোপাল্টা কিছু করা চলবে না। তাহলে চ্যাপম্যান ভাববেন, হঠাৎ করে কিটি এমন শুরু করেছে কেন? সন্দেহ হবে তাঁর।'

'তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছ, কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া কিংবা রিমোট টিপে টেলিভিশনের চ্যানেল বদলানোর চেষ্টা করতে পারব না? হাহ্-হাহ্!' রসিকতা করলাম।

সবাই হাসল, নীরবে, অস্বস্তি ভরা হাসি। তবে যা-ই হোক, হাসি তো। মুখ গোমড়া তো করে নেই আর।

হঠাৎ আকাশ থেকে নিঃশব্দে নেমে এল ক্রিস্টোফার। আমাদের ওপর এক চক্কর দিয়ে গিয়ে বসল আগের ডালটায়। 'পেয়েছি ওকে।'

ওর দিকে তাকালাম। যখনই তাকাই, অবাক লাগে। দেখে মনেই হয় না ওই অসাধারণ পাখিটার মধ্যে আটকে রয়েছে আমাদেরই বয়েসী একটা কিশোর ছেলে। স্বাভাবিক বাজপাখির দৃষ্টি ওর চোখে। ভিতরে যে একটা মানুষ বসে আছে, বোঝার কোন উপায় নেই। হিংস্র লাল চোখ মেলে যখন তাকায়, ক্রিস্টোফার নামের নিরীহ সেই ছেলেটির কোন চিহ্নই তাতে প্রকাশ পায় না।

'সত্যি পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'নাকি মিথ্যে কথা বলছ?'

'মিথ্যে বলব কেন? সত্যিই পেয়েছি। ব্যাপারটা তো খুব সহজ। আমার, মানে, বাজপাখির কাজই হলো শিকার দেখে চিহ্নিত করা। এই এলাকাটায় কম করে হলেও আটটা বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনটে কুকুরও আছে। আর ইঁদুরের তো সীমা-সংখ্যা নেই।'

'ইঁদুর?' কান খাড়া করে ফেলল ডিউক। 'ইঁদুর? এখানে? এটা তো শহর। আমি যেখানে থাকি, তারচেয়ে অনেক উন্নত। এখানে ইঁদুর আসে কি করে?'

'ইঁদুর সবখানেই থাকে,' ক্রিস্টোফার বলল। 'রসালো, টসটসে, স্বাস্থ্যবান...' বলতে গিয়েই বিব্রত হয়ে থেমে গেল ও।

'মুখে লাগাম দাও, ক্রিস,' ডিউক বলল। 'শেষে আবার ইঁদুর খাওয়া শুরু কোরো না। ইঁদুরখেকো কাউকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিতে পারব না আমি।'

Banglapdf.net Exclusive!

মাঝে মাঝে খুব রুক্ষ আচরণ করে বসে ডিউক। বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এখনও তা-ই করে বসল।

'আহ্, ডিউক!' ধমকে উঠলাম।

'আমিও তো একটা জ্যান্ত মাকড়সা গিলে ফেলেছিলাম,' রাগত কণ্ঠে ড্যানিয়েল বলল। 'তাই বলে কি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে না?'

ক্রিস্টোফার কি খেয়ে বেঁচে আছে কেউ জানি না আমরা। এখন আর আমাদের মত মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য রূপান্তরিত হয় না ও। চিরতরে বাজিপাখি হয়ে গেছে। আর হয়েছে এক হপ্তারও বেশি আগে।

ভুল যে করে ফেলেছে নিজেও বুঝতে পারছে ডিউক। 'হ্যাঁ, ঠিক...তুমি ঠিকই বলেছ,' বিড়বিড় করল ও। 'তা ছাড়া আমি এখনও ওর অবস্থায় পড়িনি। কারও কিছু না জেনে তাকে সমালোচনা করাটা ঠিক নয়।'

এটাই ডিউকের মাপ চাওয়া। সরাসরি 'ভুল করেছি ভাই, মাপ করে দাও,' বলবে না ও। তবে মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

'এখান থেকে মাত্র আধব্লক দূরে রয়েছে বিড়ালটা,' ক্রিস্টোফার বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

উড়ে গেল ও। আমরা ওর পিছু নিলাম। অনেক নিচে রইলও, যাতে কোথায় যায় দেখতে পারি আমরা। গতি অনেক কমিয়ে রেখেছে। সর্বনিম্ন গতিতে উড়লেও হেঁটে একটা বাজপাখিকে অনুসরণ করে যাওয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে। বার বার তাই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে হচ্ছে ওকে। রাতের বেলা ওকে চোখে চোখে রাখাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য।

'এই ব্যাপারটাই কিন্তু স্বাভাবিক নয়,' হ্যাপি বলল। 'রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি আমরা চারজন, কেউ দেখলে অবাক হবে।'

'ওই যে,' ক্রিস্টোফার বলল। 'দুটো গাছ দেখছ ওই আঙিনাটায়?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাঁয়ে তো?'

'হ্যাঁ। বিড়ালটা একটা ইঁদুরকে নিশানা করেছে। প্রথম গাছটার ঠিক পিছনে।'

'কিন্তু অন্য কারও বাড়ির আঙিনায় না বলে ঢুকে পড়তে পারি না আমরা,' আমি বললাম।

'আর কোন উপায়ও নেই,' ড্যানিয়েল বলল। 'ভাবো, চুরি করতে ঢুকছি না আমরা, একটা জরুরি মানবিক কারণে ঢুকছি...'

Banglapdf.net Exclusive!

'যা-ই বলো, ব্যাপারটা অন্যায়,' বললাম। 'কিন্তু কি আর করা। সবার ঢোকার দরকার নেই, আমি শুধু হ্যাপিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

বিড়ালের একটা খাঁচা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ডিউক। কাজে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমরা। 'এটা লাগবে না?'

'না, এখন লাগবে না। কিটিকে ধরে এখানে নিয়ে আসব। তোমরা এখানেই থাকো, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো, যাতে কারও নজরে না পড়ো।'

লনে পা রাখলাম আমি আর হ্যাপি। বাড়িটা অন্ধকার। মনে হয় কেউ নেই। না থাকলে খুব ভাল হয়।

'বাঁয়ে যাও,' হ্যাপিকে বললাম। গাছটার পাশ ঘুরে অন্যপাশে এলাম।

'এই, কিটি, কোথায় তুই?' খুব নরম সুরে বললাম। 'কিটি, কিটি, লক্ষী কিটি, আমার গলা চিনতে পারছিস না?'

'ওই যে,' হাত তুলে দেখাল হ্যাপি।

'দেখেছি।' কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়ালাম বিড়ালটার দিকে। 'এই কিটি কিটি। আমি। আমি, জুলি।'

BANGLAPDF.NET

কান দুটো খুলির সঙ্গে লেপ্টে ফেলেছে কিটি। একবার আমার দিকে, একবার হ্যাপির দিকে তাকাচ্ছে।

'আয় কিটি। আরে আমি। এদিক আয়, কিটি।'

'ও কি পুরুষ বিড়াল? হুলো?' হ্যাপি জিজ্ঞেস করল।

'মনে হয়।'

'সাবধান। হুলোরা কিন্তু সাংঘাতিক বিপজ্জনক। যত ছোটই হোক না কেন, ভয়ানক প্রাণী।'

'কিটি এমন না। ও আমার বন্ধু।'

'দেখো, আমি বিড়াল কি জিনিস জানি না বলতে চাও?' মাথা নাড়ল হ্যাপি। 'ওভাবে ধরতে যেয়ো না। দস্তানা পরে আসা উচিত ছিল।'

'আরে ধুর, কিছুই করবে না। এদিকে আয়, লক্ষী কিটি। আয় আয়।' কিটি যে কত *ভাল ছেলে* হ্যাপিকে সেটা বোঝানোর জন্যই বিড়ালটাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালাম।

ফোঁস করে উঠল কিটি।

এত দ্রুত থাবা চালাল, আমার মানুষের দৃষ্টি সেটা অনুসরণ করতে পারল না। হাতের পিছনে তিনটে আঁচড়ের দাগ ফুটতে দেখলাম। রক্ত বেরোচ্ছে।

Banglapdf.net Exclusive!

'আঁউ!' করে উঠে আহত জায়গাটায় মুখ দিয়ে চুষতে লাগলাম।

'বললাম না, দস্তানা নিয়ে এলে ভাল হতো,' হ্যাপি বলল।

'এই কি করছ তোমরা?' যতটা সম্ভব স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

'কি আর করব?' দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলাম। 'আমার হাত থেকে রক্ত পড়ছে, আর কিটি এখন গাছে।'

ডিউকের হাসি শুনলাম। ও হাসবে আমি জানতাম। কিন্তু ড্যানিয়েলও হেসে উঠল।

ওপর দিকে তাকালাম। গাছের ডালের অন্ধকার ছায়া থেকে দুটো জ্বলজ্বলে চোখকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।

'খুব সহজ ভেবে ফেলেছিলাম,' তিক্ত কণ্ঠে বললাম। 'এখানে এসে কিটিকে ধরব, ওর গায়ে হাত রেখে ডিএনএ নেব, তারপর বিড়ালে রূপান্তরিত হয়ে চ্যাপম্যানের বাড়িতে ঢুকব। কিন্তু শুরুটাই যে এমন কঠিন হয়ে যাবে, কে ভেবেছিল!'

'এখন তো কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল হ্যাপি। 'গাছের ওপর থেকে বিড়ালটাকে নামানোই তো বিরাট ঝামেলা। তারপর তো অন্য কাজ।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' আমি বললাম। 'ক্রিস, কোথায় তুমি?'

'তোমার মাথার ওপরে। কিন্তু গাছ থেকে একটা ক্রুদ্ধ হুলো বিড়ালকে নামানো আমার কর্ম নয়।'

'আমি তোমাকে সেটা করতে বলছিও না।' ভারি দম নিলাম। রাতটা যেন খুব দ্রুত আমাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। 'তুমি শুধু আমাকে একটা ইঁদুর এনে দাও।'

BANGLAPDF.NET

সাত

'কি নিয়ে এসেছি দেখো। একটা বাচ্চা ইঁদুর। ছোট হলে কি হবে, ভীষণ পাজি। বার বার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে কামড়ানোর চেষ্টা করছিল,' মাথার ওপর চক্কর দিয়ে বলতে লাগল ক্রিস্টোফার। হারিয়ে গেল গাছের মাথার ওপাশে। আবার ফিরে এল। 'কি, নেয়ার জন্য রেডি?'

ভারি দম নিলাম আবার। হাত নাড়লাম ওর দিকে। হ্যাঁ, রেডি। একটা বাজপাখি আমাকে একটা ইঁদুরের বাচ্চা উপহার দিতে নিয়ে এসেছে, রেডি না হয়ে উপায় আছে? যেমন আমি, তেমনি উপযুক্ত জিনিসই নিয়ে এসেছে আমার জন্য।

BANGLAPDF.NET

খুব নিচু দিয়ে যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে উড়তে লাগল ক্রিস্টোফার। দুই হাত জড় করে সামনে বাড়িয়ে রেখেছি আমি। অদ্ভুত দক্ষতায় ঠিক আমার হাতের তালুতে ইঁদুরটা রেখে দিল ও।

'দেখো, যেন কামড়ায় না!' সাবধান করল হ্যাপি। 'ইঁদুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়।'

'বাহ্, চমৎকার,' বিড়বিড় করলাম। 'আজকের রাতটাই অভিশপ্ত।' এবার আর হ্যাপির কথাকে তাচ্ছিল্য করলাম না। আতঙ্কে আমার হাতের মধ্যে মোড়ামুড়ি করছে ইঁদুরটা, ছুটে যেতে চাইছে।

'তোমাদের সবারই জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেয়া দরকার,' হ্যাপি বলল। 'সত্যি বলছি। আমি নিয়েছি। যেভাবে বুনো জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছি আমরা...সাবধান, ইঁদুরটার দাঁত যেন না লাগে।'

'তোমার কি ধারণা এটাকে আমার আঙুল খাওয়াব?' হাসার চেষ্টা করলাম।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' আমার হাতের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল হ্যাপি। 'আরে এটা তো ইঁদুর নয়। ছুঁচো। এটার চোখ দেখো। আর বাচ্চা নয় মোটেও, ধাড়ি। ছোট জাতের। ক্রিস, বুঝতে পারনি?'

'না। এখনও সব জানোয়ার চেনা হয়নি আমার,' লজ্জিত ভঙ্গিতে জবাব দিল ক্রিস্টোফার। 'খুব খারাপ প্রাণী এটা?'

 Banglapdf.net Exclusive!

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যাপি। 'তা জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, এটা ইঁদুর নয়।'

'এক মিনিট,' ডিউক বলল। হাসি ছড়িয়ে পড়ছে মুখে। 'জুলি, শেষমেষ ছুঁচো হবে তুমি? রূপান্তরিত হওয়ার পর কি অবস্থা হবে কে জানে।'

কথাটা রসিকতার ঢঙেই বলল ডিউক, কিন্তু হাসার মত অবস্থা নেই এখন কারও। ওর নিজেরও নেই। কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি আমরা। পুরো ব্যাপারটাই পাগলামি মনে হচ্ছে এখন।

তবে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি। বললাম, 'এখন চুপ করো সবাই। আমাকে মনোনিবেশ করতে দাও।'

ছুঁচোটার ডিএনএ সংগ্রহ করব এখন আমি। ওটাকে স্পর্শ করে কল্পনায় ওটার ছবি ফুটিয়ে তুলে গভীর মনোযোগে বলতে হবে, এটার ডিএনএ চাই। কিছু ডিএনএ তখন চলে আসবে আমার মধ্যে। আমার দেহকোষের মধ্যে জমা হয়ে যাবে। অ্যাণ্ডালাইটদের বিস্ময়কর টেকনোলজির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে এটা। তারপর আমি যখনই চাইব, ছুঁচোয় পরিণত হতে পারব। এভাবে যে কোন জানোয়ারের ডিএনএ সংগ্রহ করে সেই প্রাণীতে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা উপহার দিয়ে গেছে আমাদেরকে অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্স।

ডিএনএ সংগ্রহ করার সময় নেতিয়ে পড়ে প্রাণীটা, এক ধরনের আচ্ছন্নতার মধ্যে চলে যায়, একেবারেই নড়াচড়া করে না তখন আর। ডিএনএ সংগ্রহ করতে মিনিটখানেক লাগে।

এখনও আমার হাতে মোড়ামুড়ি করছে ছুঁচোটা। আতঙ্কে কিঁচকিঁচ করে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে আমি ওটার চেহারা কল্পনা করা শুরু করতেই শান্ত হয়ে গেল।

ছুঁচোর চেহারা দেখতে ভাল লাগছে না আমার। কিন্তু কি করব?

কাজ শেষ করে চোখ মেললাম। 'হয়ে গেছে। তোর সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ তোকে, ছোট্ট ছুঁচো। যা, এবার যেতে পারিস।'

'এখনও ভেবে দেখো, কাজটা করবে কি না,' ড্যানিয়েল বলল।

'হ্যাঁ, ভেবে দেখো,' ডিউক বলল। 'ছুঁচোতে রূপান্তরিত হয়ে, লোভ দেখিয়ে ভয়ানক হিংস্র একটা হুলো বিড়ালকে গাছ থেকে নামিয়ে, সেটাকে ধরে, তার গায়ে হাত রেখে ডিএনএ জোগাড় করে, তারপর আবার বিড়ালে রূপান্তরিত হয়ে, অ্যাসিসট্যান্ট প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে, তার ওপর নজর রাখা, মোটেও ভাল লাগছে না আমার। আরেকবার ভেবে দেখো, জুলি।'

Banglapdf.net Exclusive!

হ্যাপিও উদ্বিগ্ন। 'জুলি, সমস্যাটা হলো, বিড়ালটা যদি তোমাকে দেখে গাছ থেকে নামেও, নাহয় ওটাকে ধরলাম আমরা। কিন্তু নেমেই যদি ঘাড় মটকে তোমাকে মেরে ফেলে? যদিও শিকার ধরে প্রথমে তাকে খেলিয়ে নেয় কিছুক্ষণ বিড়ালরা। তবে এ বিড়ালটার ওপর ভরসা করা যাচ্ছে না। এমনিতেই খেপে রয়েছে। দেখা গেল ঝাঁপিয়ে পড়েই ঘাড়ে দাঁত বিঁধিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে তুমি।'

'সাবধান, জুলি,' ক্রিস্টোফার বলল। 'আমি কড়া নজর রাখব। তুমিও সাবধানে থেকো। তোমার খারাপ কিছু হয়ে যাক, এটা আমি চাই না।'

ক্রিস্টোফারের দিকে তাকিয়ে রসিকতার ঢঙে চোখ টিপলাম। আমি জানি, ও দেখতে পাবে। বাজপাখির দৃষ্টি খুব কড়া। দুই হাতের তালু ডললাম। 'এখন আমি ছুঁচো হব।'

রূপান্তরিত হওয়াটা এখন আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আগেও হয়েছি। তবে ছুঁচোর মত ছোট প্রাণী আর হইনি আমি।

তাই রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রথমেই যে ব্যাপারটা ঘটল, তা হলো ভয়। আতঙ্ক যেন ধাক্কা দিয়ে কাঁপিয়ে দিল আমাকে। মনে হতে লাগল চারদিক থেকে অসংখ্য শিকারি চোখ দেখছে আমাকে। ছোঁ দিয়ে তুলে নেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় অনুভূতিটা হলো, খিদে। প্রচণ্ড খিদে। মনে হচ্ছে, দুনিয়ার সব কিছু খেয়ে ফেলতে পারি আমি। আতঙ্কিত মগজ নিয়েই দৌড় দিলাম ঘাসের মধ্য দিয়ে। ছোট ছোট ঘাসের ডগাকে মনে হচ্ছে বিশাল, ষাট ফুট উঁচু। ছোট ছোট ডালপাতাগুলোকে লাগছে উপড়ে পড়া গাছের সমান। একটা গুবরে পোকার পাশ কাটালাম, ছোট্ট পোকাটাকে লাগল কুকুরের মত বড়।

এক জায়গায় একটা বিড়াল মরে পড়ে আছে। পচা মাংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে। লোভনীয় খাবার মনে হলো আমার কাছে। ছুটলাম সেদিকে।

'জুলি,' ক্রিস্টোফারের কথা বেজে উঠল মগজে, 'নিজেকে সামলাও। ছুঁচোর মগজটাকে নিয়ন্ত্রণ করো। তোমার মানুষের মনটাকে সামনে নিয়ে এসো। নইলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে।'

ক্রিস্টোফারের কথায় টনক নড়ল যেন আমার। মানুষের মনটাকে সামনে নিয়ে এলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল আতঙ্ক। পচা মাংসের গন্ধ আর লোভ জাগাল না। মনে পড়ল, কি কাজে এখানে এসেছি। ছুঁচোয় রূপান্তরিত হয়েছি।

Banglapdf.net Exclusive!

আবার শুনলাম ক্রিস্টোফারের চিৎকার, 'জুলি, সাবধান, নোড়ো না। বিড়ালটা নেমে আসছে গাছ থেকে। ওটা নামলেই ধরব আমরা।'

ড্যানিয়েলের কথা শুনতে পেলাম, 'জুলি, যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।'

ভয়ঙ্কর একটা মিঁআঁউঁ হাঁক শুনলাম। আতঙ্কে কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। যতই চেষ্টা করি না কেন, পুরোপুরি আড়াল করতে পারছি না ছুঁচোর মনটাকে।

বিশাল ছায়াটাকে যখন ছুটে আসতে দেখলাম, মৃত্যুদূতের মত, দাঁড়াতে পারলাম না আর। লাফিয়ে উঠল আমার ছুঁচো-মন। ছুটিয়ে নিয়ে চলল ঘাসের ওপর দিয়ে।

কতক্ষণ ধরে ছুটেছি বলতে পারব না। হঠাৎ মগজে বেজে উঠল ডিউকের কথা, 'জুলি, থামো। বিড়ালটাকে ধরে ফেলেছি আমরা। ফিরে এসো।'

আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়েই ধপ করে বসে পড়লাম ঘাসের ওপর। প্রথম কথাটাই বললাম, 'আজ রাতে আর পারব না...চ্যাপম্যানের বাড়িতে গিয়ে নজর রাখতে পারব না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।' একটু থেমে দম নিয়ে আবার বললাম, 'আজ রাতে বিড়ালটার ডিএনএ সংগ্রহ করেই ফিরে যাই। পরে আবার একদিন আসব।'

'ঠিক আছে,' প্রতিবাদ তো করলই না, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ড্যানিয়েল। পুরো ব্যাপারটা সবারই স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করেছে।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বললাম, 'ছুঁচোতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনটা কি ছিল আমার? ক্রিস যে ছুঁচোটাকে ধরে এনেছিল, সেটাকে গাছের গোড়ায় ছেড়ে দিলেই তো হতো।'

'কি জানি, সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না,' হ্যাপি বলল। 'তোমার মাথায় ওই চিন্তা এল কেন, সেটাও বুঝতে পারছি না এখন।'

'উত্তেজনা, আর কিছু না,' জবাবটা দিল ড্যানিয়েল। 'আসলে অতি উত্তেজনা সবারই মাথা গরম করে দিয়েছিল আমাদের। তাই সহজ কথাটা ঢোকেনি।'

Banglapdf.net Exclusive!

আট

'আহ্! আহ্! আহ্!'

'ওঠো জুলি, উঠে পড়ো!'

'আহ্! অ্যা? ও!' উঠে বসলাম বিছানায়। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ফুসফুসটা। অন্ধকার। আবছামত দেখতে পাচ্ছি জর্ডানের মুখটা। কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে ও।

নিজের মুখে হাত দিলাম। ঠোঁটে আঙুল বোলালাম। চোখে। নাকে।

নিজের গায়ে আলতো করে চাপড় দিলাম। মানুষ। আমি মানুষই রয়েছি। লোম নেই। লেজ নেই। মানুষ।

দুঃস্বপ্নটা যেন তীব্র স্রোতের মত ছুটে এসে ধাক্কা মারল আমার চেতনায়।

'না না,' গুঙিয়ে উঠলাম। গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে টলমল পায়ে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে এগোলাম বাথরুমের দিকে। পাশের ঘরে থাকে আমার দুই বোন সারা ও জর্ডান। দুই ঘর থেকেই দুই পাশ দিয়ে বাথরুমটায় ঢোকা যায়। আলো জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপতে গেলাম। পেলাম না সুইচটা। বমি আসছে। দ্বিতীয়বার আর খোঁজার সময় পেলাম না। টয়লেটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হড়হড় করে ছেড়ে দিলাম।

জর্ডান বলল, 'তোমার কি হয়েছে, জুলি? তুমি ঠিক আছো? দাঁড়াও, মাকে ডেকে আনি।'

'না,' মুখ দিয়ে কথা বের করার উপযুক্ত হতেই তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম ওকে। 'না, ঠিকই আছি। অকারণে মাকে জাগানোর দরকার নেই।'

Banglapdf.net Exclusive!

ভাগ্যিস, সহজে ঘুম ভাঙে না সারার। এত কিছুর মধ্যেও ঘুমাতে লাগল।

দাঁত ব্রাশ করলাম। পানি খেলাম। তারপর বোকার মত তাকালাম জর্ডানের দিকে। ওর সঙ্গে আমার কোন মিলই নেই। আমি দেখতে বাবার মত, আর ও মায়ের একটা ছোট কার্বন-কপি, অবিকল মা'র মত দেখতে। কালো চুল, কালো চোখ। ভীত দেখাচ্ছে ওকে।

'আমি সত্যিই ভাল আছি,' আবার বললাম। 'বাজে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম শুধু। ওটাই কিছুক্ষণের জন্য অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। এখন ঠিক আছি।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল জর্ডান। 'হুঁ, স্বপ্ন এমনই।'

'আমারও তাই মনে হয়। এখন আর মনেও করতে পারছি না। বুঝতেই পারছ কি হয়। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নও এমন করে মুছে যায় মন থেকে, ঘুম ভাঙার পর আর মনে করা যায় না।'

'যে দুঃস্বপ্ন এত কষ্ট দিল, সেটা এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে যাবে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমি স্বপ্ন মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। যাও এখন, ঘুমোতে যাও।'

গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জর্ডান। 'আমি তোমার দুই বছরের ছোট, তাই বলে বুদ্ধি কম হয়নি। তোমার খারাপ কিছু ঘটে থাকলে খুলে বলো আমাকে। হয়তো সাহায্য করতে পারব। কথা দিচ্ছি, মাকে বা অন্য কাউকে কিচ্ছু বলব না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

হেসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। 'আমি জানি তুমি কাউকে বলবে না, তোমাকে বিশ্বাসও করি আমি। যদি খারাপ কিছু ঘটে কখনও, সত্যিই জানাব তোমাকে।' ওর কাছে মিথ্যেটা বলে আরও খারাপ লাগল আমার। অমি জর্ডানকে বিশ্বাস করি। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, ও কণ্ট্রোলার নয়।

আর ঠিক এই কথাটাই বলেছিল ড্যানিয়েল ওর ভাই রোজার সম্পর্কে।

আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম জর্ডানকে। আমার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে সন্দেহ ঢুকে যাচ্ছে, তাতে খারাপ লাগল ভীষণ। ওকে বিশ্বাস করেও পুরোপুরি করতে পারছি না, নিশ্চিত হতে পারছি না।

'গুড নাইট,' বললাম ওকে। 'দুঃস্বপ্ন হোক আর যা-ই হোক, সেটার কবল থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ।'

Banglapdf.net Exclusive!

হাঁটতে শুরু করল ও। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বাথরুমের ক্যাটক্যাটে আলোটা এসে গায়ে পড়েছে ওর। 'চেঁচানো শুরু করার আগে একটা কিছু বলছিলে চিৎকার করে।'

'কি?' ভয় পেয়ে গেলাম, কি জবাব শুনতে পাব ভেবে।

অবাক মনে হলো ওকে। ''পোকা পোকা'' বলে চেঁচাচ্ছিলে। কি পোকা দেখেছ?'

জোর করে কাঁপা হাসি ফোটালাম মুখে। 'গুড নাইট, জর্ডান।'

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম। বালিশটা ঘামে ভেজা। চাদরটা চটচটে।

দুঃস্বপ্নে পচা মাংস আর পোকা দেখেছি। আর আমি হয়েছিলাম ছুঁচো। এরপর যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম, ভাবতেই বমি এসে গেল...ওয়াক্, থুহ!

BANGLAPDF.NET

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' পরদিন সকালে ড্যানিয়েল বলল আমাকে। বাসে করে স্কুলে যাচ্ছি দুজনে।

'ধন্যবাদ,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলাম।

'রাতে ঘুমাওনি নাকি?'

'না। সেজন্যই এত খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে।'

'তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে তা তো বলিনি। আমি বলেছি, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' দ্বিধা করল ড্যানিয়েল। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। কেউ শুনছে কি না দেখল। বাসের ভিতর অনেক শব্দ। স্বর নামিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'দুঃস্বপ্নে তোমাকে তাড়া করেছে ওই ছুঁচোটা, তাই না?'

'কেন? আমি মেয়ে বলে? তুমি ভাবছ তোমার আর ডিউকের চেয়ে আমার বেশি কষ্ট হয়েছে?'

'না, তা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল ড্যানিয়েল। 'আসলে...শোনো, আমি যখন গিরগিটি হয়েছিলাম, পরে কিছুদিন অনেক ভুগেছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছি...'

'দুঃস্বপ্ন?' উত্তেজনায় ভুলে গিয়ে বেশ জোরেই বলে ফেললাম। তারপর স্বর নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

'হ্যাঁ, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। বাঘ হওয়ার পরেও স্বপ্নে দেখেছি, তবে সেটা দুঃস্বপ্ন ছিল না।'

Banglapdf.net Exclusive!

'কি ধরনের স্বপ্ন?'

হাসল ড্যানিয়েল। 'খুব মজার স্বপ্ন। রাতের বেলা অন্ধকার বনের ভিতর যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি। শিকারের পিছনে কি না মনে করতে পারি না। তবে মনে হয়েছে ঘুরছি, দৌড়াচ্ছি, বনটাই হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দ আর আরামের জায়গা।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'হাতি হওয়ার পর আমিও ওই ধরনের মজার স্বপ্ন দেখেছি। তবে শিকারের পিছু নিইনি—হাতিরা তো আর মাংসাশী নয়। তবে বিশালদেহী আর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হওয়ার এক ধরনের আনন্দ আছে। কোন ভয়ডর নেই, দুনিয়ার কোন কিছুকে পরোয়া করার প্রয়োজন নেই।'

'তবে ছুঁচো একটা অন্য জিনিস, তাই না? অনেকটা টিকটিকি হওয়ার মত।'

'আমার মনে হয়, প্রাণী-চরিত্রের ভিন্নতার কারণেই এটা হয়ে থাকে। কিছু প্রাণীর মগজের সঙ্গে আমাদের মানুষের মগজের সাদৃশ্য আছে। হয়তো বাকিগুলোর তা নেই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, 'কি কারণে আমি ভয় পেয়েছি জানো তুমি?'

আমাকে অবাক করে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ড্যানিয়েল। 'জানি। তুমি ভয় পাচ্ছ, ভাবছ, কোনও একদিন আমাদেরকে হয়তো পোকায় রূপান্তরিত হওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।'

কেঁপে উঠলাম। 'আমি পারব না। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

'যাকগে, বাদ দাও। তোমার এরপর কি হতে হবে মনে আছে তো? বিড়াল। ক্রিস বিড়াল হয়েছিল একবার। ও বলেছিল, বিড়াল হওয়া দারুণ মজার। ওর নাকি খুব ভাল লেগেছিল। আমি কুকুর হয়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। যখন মনটন ভীষণ খারাপ লাগে, তখন কুকুর হয়ে যেতে ইচ্ছে করে আমার। মানুষের মানসিক যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। কিভাবে আনন্দ নিতে হয় কুকুররা জানে।'

স্কুলের সামনে পৌঁছল বাস। 'আরেকটা স্কুলের দিন। স্বাভাবিক জীবন।' ছেলেমেয়েদের ভিড়ের দিকে তাকালাম। দলে দলে জটলা পাকাচ্ছে এখানে। লনে খেলা করছে কেউ, কেউ বসে আছে বারান্দার সিঁড়িতে কিংবা অন্য কোথাও। মেলিসাকে চোখে পড়ল।

BANGLAPDF.NET

'পরে দেখা করব, ড্যানি,' আমি বললাম। 'থ্যাংকস।'

'নো প্রোবলেম। তুমি একা নও, আমরাও রয়েছি এর মধ্যে।'

সিটের সারির মাঝখানের গলিপথ দিয়ে দরজার দিকে এগোলাম। বাইরে বেরিয়ে ছুটলাম মেলিসার কাছে যাওয়ার জন্য। কাছে এসে দেখলাম ওর মুখ ফোলা, চোখ লাল। প্রচুর কেঁদেছে।

কি করব বুঝতে পারলাম না। আগে হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করতাম, কি হয়েছে। কিন্তু এখন সেটা পারলাম না। বিব্রত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন চলছে তোমার?'

দ্বিধান্বিত চোখে আমার দিকে তাকাল মেলিসা। 'মানে?'

'মানে, কেমন চলছে তোমার দিনকাল?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মেলিসা। আমি ওর সঙ্গে যেচে কথা বলছি এটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আমার ভালমন্দ নিয়ে কি তুমি এখনও মাথা ঘামাও?'

'ঘামাই, মেলিসা, ঘামাই। তোমার কি হয়েছে বলো।'

মেলিসার চোখে শূন্য দৃষ্টি। যেন সামনের কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। 'কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছ? অনেক কিছুই হয়েছে। সব গোলমাল হয়ে গেছে।'

'মেলিসা, কি হয়েছে, খুলে বলো আমাকে।'

'থাক, বাদ দাও,' বলে হাঁটতে শুরু করল মেলিসা।

খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম। 'শোনো, আমার সঙ্গে কথা বলো। আমি এখনও তোমার বন্ধু। কোন কিছুই বদলায়নি।'

'আমাকে একা থাকতে দাও,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ও। 'সবই বদলে গেছে। সবাই বদলে গেছে। তুমি আমার সঙ্গে আর বন্ধুর মত মেশো না। আমার মা, আমার বাবা...'

'কি?' চাপ দিলাম ওর হাতে।

বোমা ফাটাল যেন ঘণ্টা পড়ার শব্দটা।

'আমি যাই,' জোর করে আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল মেলিসা।

কি আর করব এখন? যেতে দিলাম। ওর বাবার কথা কি বলতে চাইছিল, ভেবে অবাক হলাম। ওর বাবার কি হয়েছে সেটা কি জেনে ফেলেছে? জেনে ফেলেছে ওর বাবা এখন কন্ট্রোলার?

Banglapdf.net Exclusive!

মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলাম। ক্লাসরুমের দরজার দিকে এগোচ্ছি, না দেখে চলাতে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খাচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে।

'এই, এই, দেখে চলো না কেন, ইয়াং লেডি?'

'মিস্টার চ্যাপম্যান!' ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম।

কেন ভয় পেয়েছি, শুনবে? এই ভদ্রলোকই একবার একটা হোর্ক-বাজিরকে আদেশ দিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে খুন করার জন্য। খুন করে শুধু মাথাটা আস্ত রাখতে বলেছিলেন, যাতে আমরা কে চিনতে পারেন।

আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'কি হয়েছে তোমার, জুলি? মুখ এমন শুকনো কেন?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, সার।'

'দুঃস্বপ্ন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে আমার। 'মনে হয়, সার।'

হাসলেন তিনি। স্বাভাবিক, মানুষের হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসার সময় তাঁর চোখের কোণ দুটোও সামান্য কুঁচকে গেল। 'ওসব ঝেড়ে ফেলো মন থেকে। দুঃস্বপ্ন তো আর বাস্তব হয় না।'

'বেশির ভাগ সময় হয় না,' মনে মনে বললাম, 'তবে মাঝে মাঝে হয়েও যায়।'

Banglapdf.net Exclusive!

নয়

সেদিন রাতে আর বেরোনোর মত অবস্থা রইল না আমাদের। পরের দিন রাতেও চ্যাপম্যানদের বাড়িতে যেতে পারলাম না, কারণ, ডিউক আর আমার জরুরি হোমওঅর্ক বাকি। তার পরের দিন হ্যাপির বাবার জন্মদিন।

তবে, অবশেষে, তার পরের রাতে চ্যাপম্যানদের বাড়ির সামনের রাস্তাটায় যখন এসে দাঁড়ালাম আমরা, ঘড়িতে আটটার কিছু বেশি বাজে।

ক্রিস্টোফার জানাল, ঘরে নেই কিটি, চার ব্লক দূরের একটা বেড়ার থামের গোঁড়া শুঁকছে, যেখানে আরেকটা বিড়াল নিজের গায়ের গন্ধ রেখে গেছে। ক্রিস্টোফার অন্তত সেটাই জানাল।

'তুমি রেডি?' আমাকে জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

মাথা ঝাঁকালাম।

'সত্যি তো?' হ্যাপি জানতে চাইল। 'ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পারো। আজ রাতে না-ই বা করলাম আমরা।'

'না, যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায়, ততই ভাল,' আমি বললাম। 'আমরা জানি ওই বাড়িটাতে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মেলিসা এখনও আমার বন্ধু। কোন না কোনভাবে ওকে আমার সাহায্য করতেই হবে।'

'উঁহুঁ, হলো না, মেলিসা চ্যাপম্যানকে সাহায্য করতে যাচ্ছ না তুমি,' ডিউক বলল। 'তুমি আসলে যাচ্ছ, চ্যাপম্যানের ওপর নজর রাখতে, যাতে ইয়ার্কদের কাছে যাওয়ার একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে পারো, আর সেখানে বুনো প্রাণী হয়ে ঢুকে পড়ে ইয়ার্কদের হাতে মরতে পারি আমরা।'

Banglapdf.net Exclusive!

'থাক, তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না,' আমি বললাম। 'আমি জানি, কি করতে যাচ্ছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'বেশ। যাও, সাবধানে থেকো। মনে রেখো, সাধারণ লোক নয়, একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রিন্সিপালের ওপর নজর রাখছ তুমি। যদি তিনি বুঝে ফেলেন তুমি বিড়ালে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকেছ, শাস্তিটা সারা জীবনের জন্য দিয়ে দেবেন।'

'আমি তার জন্য তৈরি,' বললাম। ওপরের কালো আকাশের দিকে হাত নাড়লাম। ডাইভ দিয়ে নেমে এল ক্রিস্টোফার, কাছে এসে ডানা ছড়িয়ে গতি কমাল, তারপর আমাদের পাশের বেড়ার খুঁটিতে বসল।

'কি দেখলে, ক্রিস,' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

'ভালই তো মনে হলো। বাড়ির আশপাশে কোনখানে দেখলাম না বিড়ালটাকে। ওয়ার্মিং স্ট্রিট বাদে অন্য কোথাও কাউকে হাঁটাহাঁটিও করতেও দেখলাম না। দুটো গাড়ি চলছে, তবে এদিকে আসছে না।'

'ভবিষ্যতে বহুকাল ধরে গুপ্তচরের কাজ করতে হবে তোমাকে, ক্রিস, বুঝতে পারছ সেটা?' ডিউক বলল।

'আহ্, থামো তো ডিউক,' ড্যানিয়েল বলল।

'ও-কে,' আমি বললাম, 'আমি রেডি। তাড়াতাড়ি শেষ করে বাঁচতে চাই।'

একটা ব্যক্তিগত মেসেজ দিল আমাকে ক্রিস্টোফার, 'জুলি, যদি কোন বিপদে পড়ো, কোনমতে খালি বেরিয়ে আসার চেষ্টা কোরো। বাইরে বেরোতে পারলে আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারব।'

মরফিং করার জন্য তৈরি হলাম। কিটির ছবি ফুটিয়ে তুললাম কল্পনায়। কাজটা কঠিন নয়। বিড়ালটার পরিষ্কার একটা ছবি রয়ে গেছে আমার স্মৃতিতে, আমি তখন ছুঁচোতে রূপান্তরিত হয়ে আছি, গাছ বেয়ে নেমে এসে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ওটা।

আমার নিজের দেহের মধ্যে কিটির ডিএনএ জমা করা আছে। চাইলেই যে কোন সময় ব্যবহার করতে পারি। আমাকে শুধু ওটার ছবিটা মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলে মনোনিবেশ করতে হবে।

প্রতিটি মরফিং আলাদা। বিশেষ করে প্রথমবারে, যখন ভাবাও যায়নি কি করে ব্যাপারটা ঘটবে, নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন ছিল তখন। প্রথমবার রূপান্তরের সময় দক্ষ হ্যাপি পর্যন্ত তাল রাখতে পারেনি।

কিটি হওয়ার বেলায়, লোম গজানো দিয়ে শুরু হলো। প্রথমে গজাল কালো লোম, তারপর সাদা। সব লোম গজিয়ে যাবার পরেও আমি প্রায় মানুষই রয়ে গেলাম। বাহুতে কোমল লোম গজাল। পায়ে গজাল। মুখে গজাল। তারপর গজাল গোঁফ, বিড়ালের গোঁফ।

'বাহ্, দারুণ!' হ্যাপি বলল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'বাহ্, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে। খুউব।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল ডিউক আর ড্যানিয়েল।

'অদ্ভুত, আবার সুন্দরও,' ডিউক বলল। 'বিড়ালের খাবরের বিজ্ঞাপন করতে গেলে মডেল হিসেবে লুফে নেবে তোমাকে। ছোটখাট একটা গান গাইবে, হয়তো খানিকটা নাচতেও হবে। বিশ্বাস করো, এখন যে সব বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, সব মার খেয়ে যাবে তোমার কাছে। রীতিমত রাজত্ব করতে পারবে।'

ছোট হতে শুরু করলাম। ছোট হওয়াটা টের পাচ্ছি না, বরং শক্তি বাড়ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি ছোট হতেই আমার গায়ের বাইরের পোশাকগুলো সব খসে পড়তে লাগল। ভিতরে আঁটো ব্যায়ামের পোশাক পরা আছে, জগিং সুটের মত জিনিস। ওটা পড়বে না, বরং গায়ের সঙ্গে লেগে থেকে মিলিয়ে যাবে। আবার আমি মানুষে রূপান্তরিত হলে ফিরে আসবে।

মনে হচ্ছে যেন অকেজো খোলস পড়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে দুর্বল লম্বা পা, অতিরিক্ত দুর্বল হাত। মনে হচ্ছে, আমার গা থেকে যেন বাড়তি সব বাজে জিনিসগুলো ঝড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। নরম হাড়-মাংসের প্রাণী থাকলাম না আর বেশিক্ষণ।

এখন আমার দেহটা যেন তরল ইস্পাত।

ছুঁচোর মগজের আতঙ্ক নেই বিড়ালের মগজে। যদিও হাতি কিংবা ঈগলের প্রবল আত্মবিশ্বাসও নেই।

এখনকার অনুভূতিটা ভিন্ন রকম। ভীতি আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে ভয়ের আড়ালে আত্মবিশ্বাসও রয়েছে। বিড়াল জানে, প্রচুর শত্রু আছে তার, তবে এটাও জানে, সেসব শত্রুকে মোকাবেলা করারও ক্ষমতা রাখে।

বিড়াল বেশ কষ্টসহিষ্ণু আর দৃঢ় মনোবলওয়ালা প্রাণী।

তারপর বিড়ালের অনুভূতিগুলো সঙ্কেত পাঠাতে আরম্ভ করল আমার মনে।

Banglapdf.net Exclusive!

'বাপরে!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে। থট-স্পিকের মাধ্যমে বললাম। 'কি সাংঘাতিক! রাতটাকে আর রাত মনে হচ্ছে না। সব দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। একেই বলে নাইট ভিজন!'

'রাতের বেলা মানুষের তুলনায় বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি আট গুণ বেশি,' হ্যাপি বলল। 'আমি পড়েছি।'

'আট গুণ?' প্রতিধ্বনি করল যেন ডিউক। 'সাত গুণ কিংবা নয় গুণ নয় কেন? আট গুণ যে, কিভাবে মাপল ওরা?'

তার কথার জবাব দিল না হ্যাপি।

মানুষের চোখ রং দেখে। বিড়ালের চোখও দেখে কমবেশি। তবে রং নিয়ে মাথাব্যথা নেই বিড়ালের। ওই রংটা লাল। হুঁ, তাতে আমার কি? বিড়ালের মগজ ভাবল।

BANGLADE.NET

রঙের চেয়ে নড়াচড়ার দিকেই নজর বেশি বিড়ালের। বেশি প্রয়োজনীয়। যদি কিছু নড়ে, খুব ছোট্ট আর সাধারণ কিছুও, বিড়াল সেটা লক্ষ করে। ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। বিড়ালের বড় বড় চোখ দিয়ে দেখছি। নড়াচড়া ছাড়া আর কোন কিছুই লক্ষ করছি না।

বাতাসে নড়তে থাকা প্রতিটি ঘাসের ডগা খেয়াল করছি। ওসব ঘাসের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করছে যেসব পোকা, সেগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। গাছে বসা প্রতিটি পাখিকে দেখছি। সেইসঙ্গে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালী।

আমার কাছ থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে রয়েছে একটা ইঁদুর। ওটার নাক থেকে বেরোনো প্রতিটি গোঁফ আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি, এমনকি ওগুলোর কাঁপুনি পর্যন্ত চোখে পড়ছে।

যে জিনিস নড়ে না, সেটার প্রতি কোন আগ্রহ নেই আমার। ইঁদুরটা যদি না নড়ে চুপচাপ বসে থাকে, ওটার প্রতি আগ্রহ হারাব আমি। ওটা যে ওখানে আছে, ভুলেই যাব।

'কেমন লাগছে?' মগজে বেজে উঠল ড্যানিয়েলের কথা।

ওর কণ্ঠস্বর শুনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার। কিন্তু কোন আগ্রহ বোধ করলাম না। বিড়ালের কান দিয়ে শুনে মানুষের কথার মানে বুঝতে পারে না বিড়ালের মগজ। মৃদু কিঁচ কিঁচ শব্দ করল ইঁদুরটা, একটা বাদাম কাঁটছে দাঁত দিয়ে, দাঁতের শব্দও শুনতে পাচ্ছি।

এই শব্দটার প্রতি আগ্রহ বোধ করলাম। অনেক বেশি আগ্রহ।

Banglapdf.net Exclusive!

‘জুলি, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাপি বলছি।’

‘হ্যাঁ, পাচ্ছি। কিন্তু তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারছি না। এত বেশি দেখছি, শুনছি, গন্ধ পাচ্ছি, আহ্!

‘যাক, এখনও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোটাছুটি শুরু করেনি,’ থট-স্পিকের মাধ্যমে বলা ডিউকের কথা শুনলাম।

হঠাৎ মাথার ওপর কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেলাম। একটা আকৃতি, একটা ছায়া, একটা মূর্তি। বিদ্যুৎ-গতিতে মাথাটা ঘুরিয়ে তাকালাম সেদিকে। আমার দুই কান লেপ্টে গেছে খুলির সঙ্গে। ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে, লেজটা ফুলে গেছে স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ। থাবা থেকে নখগুলো বেরিয়ে গেছে। ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

মুহূর্তে ঘটে গেছে এতগুলো ঘটনা। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে আমার দেহ।

যে-ই আক্রমণ করতে এসে থাকুক আমাকে, তাকে বুঝিয়ে দেব কিটির ওপর আঘাত হানা এত সহজ নয়, তার জন্য খেসারত দিতে হয়।

হিসিয়ে উঠলাম ভয়ানকভাবে।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

দশ

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমি। সারা দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। মারো, অথবা মরো।

গোলাপি কোমল থাবা থেকে বেরোনো ক্ষুরের মত ধারাল নখগুলো আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

'জুলি, শান্ত হও, ও ক্রিস,' থট-স্পিকের মাধ্যমে আসা হ্যাপির কথাগুলো বেজে উঠল আমার মগজে। 'ক্রিস, আমার মনে হয় এখন তোমার সরে থাকাই ভাল,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল ও। 'বড় পাখিদের দেখলে ভয় পায় বিড়ালের মগজ, কিংবা অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, বড় পাখিদের ভয় পাওয়ার বিষয়টা জিনেটিক্যালি প্রোগ্রাম করা থাকে বিড়ালের মগজে।'

ঠিকই বলেছে হ্যাপি। ক্রিস্টোফারের ছায়াই প্রচণ্ড ভড়কে দিয়েছিল আমাকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। ছুঁচো হয়ে যখন ভয় পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে এই ভয়ের মিল আছে।

তবে ছুঁচোর ভয়ের চেয়ে এই ভয়টা একটু অন্যরকম। এই ভয়ের সঙ্গে রাগও মিশানো রয়েছে। শুধু তা-ই নয়। ভয় আর রাগের সঙ্গে হিসহিসানিও বেরিয়েছিল মুখ দিয়ে। আক্রমণকারী প্রাণীটাকে মেসেজ পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, 'সাবধান, আমার সঙ্গে লাগতে এলে ভাল হবে না। তুমি আমার চেয়ে বড় হতে পারো, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারো, তুমি আমাকে ছুটে পালাতে বাধ্য করতে পারো, কিন্তু তারপরেও আমি লড়াই করতে প্রস্তুত।'

সারা দুনিয়ার প্রতি এটা আমার মেসেজ, বৈড়ালিক মেসেজ : আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, আমার পথে বাধার সৃষ্টি কোরো না, আমাকে ছুঁতে

Banglapdf.net Exclusive!

চেয়ো না—কারও ছোঁয়া আমার ভাল লাগে না, যে জিনিসটা নিতে চাই আমি সেটা নিতে আমাকে বাধা দিয়ো না।'

অদ্ভুত এক ধরনের স্বার্থপরতা। সব কিছু আছে আমার। নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবি না আমি। আমার মানুষের মনের কাছে এটা হয়তো নিঃসঙ্গতা, কিন্তু আমার বিড়ালের মনের কাছে চমৎকার।

'আমি ভাল আছি,' জবাব দিলাম। 'আমার কোন সমস্যা নেই।'

'কেমন লাগছে?' হ্যাপি জিজ্ঞেস করল।

'লাগছে...ক্লিন্ট ইস্টউডের কাউবয় সিনেমাগুলোর কথা মনে আছে? ও একজন বন্দুকবাজ, দুই কোমরে দুই পিস্তল ঝুলিয়ে সদম্ভে স্যালুনে ঢোকে, সবাই ওর রাস্তা থেকে দূরে সরে থাকে। নিজে কোন গোলমাল বাধায় না, তবে কেউ বাধাতে এলে খেপে আগুন হয়ে যায়। ঠিক ওরকমই লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, আমি সিনেমার নায়ক ক্লিন্ট ইস্টউড।'

'কাজটা পারবে তো, কি মনে হয় তোমার?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পারব। যে কোন কাজ করতে পারব আমি।'

'বিড়ালের ঔদ্ধত্য তোমার মনকে গ্রাস করতে দিয়ো না,' ডিউক বলল। 'তোমার মানব-মনের ভয়টাকে থাকতে দিয়ো।' একটু থেমে বলল, 'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, মহাপরাক্রমশালী কুইন জুলির তো আবার ভয় বলে কিছু নেই। সুতরাং, শোনো কি করবে। আমার কাছ থেকে কিছু ভয় ধার নাও। এ জিনিসটার অভাব নেই আমার।'

'ও ঠিকই বলেছে, জুলি,' হ্যাপি বলল। 'মনোযোগ হারাবে না। ভয় থাকলে মনোযোগ থাকে। তোমার স্বাভাবিক বিড়ালত্ব তোমাকে বিড়ালের সাবধানতা দেবে কিন্তু মানুষের সতর্কতা নষ্ট করবে।

ইঁদুরটার দিকে ফিরে তাকালাম। অবশেষে বাদামটাকে ভাঙতে পেরেছে। ওকে আমি খুন করতে পারি। তাতে সামান্যতম সন্দেহ নেই আমার। মোটাসোটা ছোট একটা নেংটি ইঁদুর, সহজেই ধরে ফেলতে পারি আমি ওটাকে। কিন্তু এখন আমার খিদে নেই। তাই আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকুক ওটা।

'ঠিক আছে, সমস্যা নেই,' হ্যাপির কথার জবাব দিলাম।

'আমরা আছি, তুমি কোনও সমস্যায় পড়লে তোমাকে সাহায্য করার জন্য,' আশ্বাস দিল আমাকে হ্যাপি।

 Banglapdf.net Exclusive!

‘সাহায্যের দরকার হলে মিঁউ মিঁউ করব। ভয় নেই। এখন আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছি। ভালই আছি।’

কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, মিথ্যে বলেছি ওর কাছে, কিছুটা হলেও। বিড়ালের মগজের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারিনি আমি এখনও। যে কোন কারণেই হোক, পুরোটা নিতে পারছি না। ওটার ঔদ্ধত্য আমার ভাল লাগছে। তাতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। ওরা আমাকে যা-ই ভাবুক, আত্মবিশ্বাস থাকাটা আমার ভাল লাগে।

‘দেখো, সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে,’ মনে করিয়ে দিল হ্যাপি। ‘সোয়া আটটা বাজে। একটা করে মিনিট যাচ্ছে, আর রূপান্তরিত হয়ে থাকার দুই ঘণ্টা সময় থেকে একটা মিনিট কাটা যাচ্ছে। ভুলো না সেটা।’

হাঁটতে শুরু করলাম। সহজ ভঙ্গিতে সাইডওঅক ধরে হেঁটে চললাম চ্যাপম্যানের বাড়ির দিকে। বিড়ালদেহের সাবলীলতা আর ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, ইস্, *এর খানিকটা যদি মানুষের দেহে আটকে রাখতে পারতাম, মাত করে দিতে পারতাম ব্যায়ামের ক্লাসে।*

মানুষের জন্য এই ক্ষমতা কল্পনা করাও কঠিন। একটা কাঠের বেড়ার পাশ কাটালাম। অনেক ওপরে একটা রেলিং, অন্তত তিন ফুট ওপরে। ওপর দিকে তাকালাম, আর তারপর, কিছু ভাবার আগেই লাফিয়ে উঠলাম শূন্যে। আমার শক্তিশালী পাগুলো স্প্রিঙের মত ধাক্কা দিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছে দেহটাকে।

বাতাসে উড়ে গেলাম। সোজা তিন ফুট, অথচ আমার মত একটা ছোট প্রাণী, বড়জোর বারো-তেরো ইঞ্চি লম্বা। যে উচ্চতায় উঠেছি, মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে একটা দোতলা বাড়ির সমান।

আর এটা আমার জন্য কিছুই না। সাবলীল, সহজ ভঙ্গি। লাফাতে চেয়েছি, ব্যস, লাফিয়ে উঠেছি। দুই ইঞ্চি চওড়া একটা রেলিঙের ওপর দাঁড়াতে চেয়েছি, দাঁড়িয়েছি। তাতে কোনরকম সমস্যা হচ্ছে না আমার।

‘জুলি, আসলে কি করছ বলো তো?’ ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

সবাই এসে আমার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আমার দিকে তাকিয়ে। ওরা যে আছে, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

‘প্র্যাকটিস করছি,’ বলে লাফিয়ে নামলাম আবার ঘাসের ওপর। আগে কাজ শেষ করো, মানুষের মন দিয়ে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলাম নিজেকে। বিড়ালের ক্ষমতা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে।

Banglapdf.net Exclusive!

আবার হাঁটতে শুরু করলাম বাড়িটার দিকে। কিন্তু একটা টেলিফোনের থাম থামিয়ে দিল আমাকে। ওটা থেকে জোরাল গন্ধ বেরোচ্ছে। ওটার দিকে এগোলাম। বার বার শুঁকলাম। ওই গন্ধ থেকে নানারকম তথ্য পাচ্ছি।

একটা হুলো বিড়ালের গন্ধ। থামের গায়ে পেসাব করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে গেছে বিড়ালটা। কর্তৃত্ব জাহির করছে। গন্ধটা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। ভয় পেয়েছি বলব না, তবে আমার চেয়ে বড় আর শক্তিশালী ওটা। আমার সামনে হাজির হলে হয় ওটার আধিপত্য মেনে নিয়ে মানে মানে পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাকে, নয়তো ওটার সঙ্গে লড়াই করে প্রচুর পিটুনি খেয়ে রক্তাক্ত হতে হবে।

গন্ধ থেকেই আমি এসব তথ্য জেনে গেলাম। বিড়ালের মগজ কাগজের লেখার মত পড়ে নিল তথ্যগুলো।

থামের কাছ থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি চ্যাপম্যানের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

'জুলি, এখনও বিড়ালের মগজটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারনি?' মাথার ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টোফার। 'ওই থাম শোঁকার জন্য থেমেছিলে কেন?'

'কেউ দেখলে যাতে বোঝে আমি একটা আসল বিড়াল,' জবাব দিলাম।

'তাই,' সন্দিহান মনে হলো ক্রিস্টোফারকে। 'মনে রেখো, কিছুক্ষণের জন্য অন্য প্রাণী হওয়াটা মজার হলেও সারা জীবনের জন্য হয়ে যাওয়াটা মোটেও সুখকর নয়। তোমার দুই ঘণ্টা সীমাবদ্ধতার ঘড়িটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই বেজে চলেছে। মাথায় রাখো সেটা।'

ওর কথা সতর্ক করে তুলল আমাকে। মনে হলো যেন এক গামলা ঠাণ্ডা পানি ছুঁড়ে মারল আমার মুখে। আমার মানব-মনটা দিয়ে বিড়ালের মগজটাকে দাবিয়ে দিলাম। কাজটা মোটেও সহজ নয়। বিড়ালের মগজ আজ্ঞাপালন করতে জানে না। তাই বিড়াল যাতে সাড়া দেয় সে-চেষ্টা করলাম। হুলো বিড়ালটার ভয় দেখালাম। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে বিদ্রোহ করল না আর বিড়াল মগজটা। মানুষের মনটা সামনে চলে এল।

'এসে গেছ,' ক্রিস্টোফার জানাল, 'আরেকটু এগোলেই পৌঁছে যাবে। সঠিক পথেই এগোচ্ছ।'

Banglapdf.net Exclusive!

'হ্যাঁ, আমি জানি। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে আমার গন্ধ,' মানুষের মনটাকে দাবিয়ে আবার কখন যেন সামনে চলে এল বিড়ালের মগজটা, এক দেহে দু-দুটো মন নিয়ে কাজ করা খুব কঠিন। 'এগুলো আমার গন্ধ। এটা আমার বাড়ি। এগুলো সব আমার।'

'জুলি, এগুলো সব চ্যাপম্যানের। আর চ্যাপম্যান হলো ভিজার থ্রি-র গোলাম। ভুলে যেয়ো না।'

হাঁটতে হাঁটতে বিড়ালের-দরজার সামনে চলে এলাম; বাড়ির ভিতরে কিটির ঢোকার জন্য একটা রাস্তা করে দেয়া হয়েছে, চারকোণা একটা ফোকর, সেটাই বিড়ালের দরজা। চ্যাপম্যান। ভিজার থ্রি। তাতে আমার কিছু না। আমি তো এখন কিটি। ওদের কথা ভেবে আমার কি লাভ?

বাড়ির ভিতরে উজ্জ্বল আলো। দ্রুত সয়ে নিল আমার বিড়ালের চোখ। বিড়ালের খাবারের গন্ধ ঢুকল নাকে। অতি শুকনো আর পুরানো খাবার, আগ্রহ জাগাল না আমার। মানুষের গন্ধও পাচ্ছি : মেলিসা, মিস্টার চ্যাপম্যান, মিসেস চ্যাপম্যান। কোনটা কার কিভাবে বুঝলাম জানি না, তবে বুঝলাম, বিড়ালের নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে।

রিফ্রিজারেটরের পিছনে অন্ধকার কোণে ধুলোর মধ্যে একটা তেলাপোকা চোখে পড়ল। কোন আগ্রহ জাগাল না আমার। মাঝে মাঝে তেলাপোকারা মজার শব্দ করে, শুনতে ভাল লাগে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে যখন ছোটাছুটি করে, দেখতে ভাল লাগে। তবে গায়ের গন্ধটা বড়ই বিটকেলে। তাই এগুলো আমার খাবার নয়।

দ্রুত নড়াচড়া লক্ষ করলাম।

পা। মানুষের পা। মুখ তুলে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না। মিস্টার চ্যাপম্যান।

রিফ্রিজারেটরের মোটর থেকে জোরাল শব্দ আসছে। বিরক্তিকর। বাইরে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। চালের নিচে বাসা বেঁধেছে ওগুলো।

তারপর মেলিসার গলা কানে এল।

কোথায় ও? চোখে পড়ল না ওকে। শব্দটা চাপা।

কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করলাম। আমার কান দুটো ঘুরে গেল শব্দ লক্ষ্য করে। ওপর থেকে আসছে। ওপরে, অনেক দূরে।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

মেলিসা ওর বেডরুমে রয়েছে। শব্দগুলো স্পষ্ট শুনছি না আমি, কারণ নিচুস্বরে বিড়বিড় করছে ও।

রান্নাঘরের মেঝে দিয়ে হেঁটে চললাম। আমার জুলিয়া-মন ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আমার বিড়ালের মগজ তা পাচ্ছে না। এখানকার সমস্ত গন্ধ আমার চেনা। সব জায়গায় আমার গায়ের গন্ধ লেগে আছে: দরজায়, আলমারিতে, চেয়ারে। আমাকে ভরসা দিচ্ছে।

মস্ত হুলো বিড়ালটার গন্ধ নেই এখানে কোথাও। অন্য কোন বিড়ালেরই গন্ধ নেই। শুধু মানুষের গন্ধ। সেগুলোর তেমন কোন বিশেষত্ব নেই আমার কাছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বারান্দার ওপাশে লিভিং রুম। এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালাম। কাউচে বসে আছেন চ্যাপম্যান, চুপচাপ। তাঁর গন্ধ পাচ্ছি। তাঁর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হাঁটতে থাকলাম।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেলাম। আমার মানুষের মন একটা জিনিস লক্ষ করেছে। মিস্টার চ্যাপম্যান কাউচে বসে আছেন। টেলিভিশন দেখছেন না। মিউজিক শুনছেন না। বই পড়ছেন না। খবরের কাগজ পড়ছেন না। শুধু বসে আছেন।

রান্নাঘরে ফিরে এলাম। মিসেস চ্যাপম্যানের দিকে তাকালাম। সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু করছেন তিনি। হয়তো বাসন ধুচ্ছেন। না, তিনি সব্জি কাটছেন। টেলিভিশন দেখছেন না। বাজনা শুনছেন না। গুনগুন করছেন না। আপনমনে কথা বলছেন না, কাজ করার সময় আমার মা যেমন একা একাই কথা বলে।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না আমার। চ্যাপম্যান দম্পতির কেউই স্বাভাবিক আচরণ করছেন না।

বারান্দায় ফিরে এলাম। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বেডরুমে। এখান থেকে আরও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মেলিসার বিড়বিড়। চালার নিচে থেকে আসা পাখির আকর্ষণীয় শব্দ থেকে জোর করে মনোযোগ সরালাম। মেলিসা কি বলছে, শোনার চেষ্টা করলাম।

বিড়বিড় করে পড়ছে ও। হোমওঅর্ক করছে। অংক।

আমারও এখন এই কাজটাই করার কথা, ভাবলাম। অনুশোচনা বোধ যেন খোঁচা দিয়ে গেল আমার মনে। হোমওঅর্ক করার বদলে আমি কি করছি? অন্যের বাড়িতে ঢুকে গুপ্তচরগিরি করছি।

 Banglapdf.net Exclusive!

এদিক ওদিক তাকালাম। ঘড়ি আছে কি না দেখলাম। কতটা সময় পেরিয়েছে জানা দরকার। নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমার দুই ঘণ্টা পূর্ণ হবে। এর অনেক আগেই নিজের আসল দেহে ফেরত যেতে চাই। আশা করি ফিরে গিয়ে আগামী দিনের হোমওঅর্কগুলো শেষ করে ফেলতে পারব। অংক আর সোস্যাল স্টাডিজ বাকি আছে।

একটা ঘড়ি দেখলাম। ম্যানটলের ওপর রাখা। মিস্টার চ্যাপম্যান ও মেলিসার ছবি দুটোর মাঝখানে। ঘড়িতে আটটা বাজতে তিন মিনিট। অনেক সময় বাকি আছে এখনও।

হঠাৎ নড়াচড়া!

ওহ্, মিস্টার চ্যাপম্যান দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই আমার বিড়াল-মগজের। কিন্তু মানব-মন আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই দ্বৈত টানাটানিতে পড়ে কাজ করা খুব কঠিন। বিড়াল-মগজের ওপর জোর খাটালাম। তাঁর দিকে নজর রাখাটা জরুরি। এখানে এলামই তো সেজন্য।

উনি কি শিকার? আমার বিড়াল-মগজ প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জবাব দিল আমার মানব-মন।

চ্যাপম্যান আমাদের শিকার।

Banglapdf.net Exclusive!

এগারো

বারান্দা ধরে এগোলেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করলাম। হয় আমাকে তিনি দেখেননি, নয়তো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

একটা দরজা খুললেন। ভিতরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নানারকম গন্ধ। স্যাঁতসেঁতে। ছত্রাক। পোকামাকড়।

'জুলি, তুমি কেমন আছো?'

চমকে উঠলাম। মোটেও বিড়ালসুলভ নয়।

ক্রিস্টোফার। নিশ্চয় খুব কাছাকাছিই রয়েছে, নইলে ওর থট-স্পিকে বলা কথাগুলো শুনতে পেতাম না। ঘরের চালে কিংবা কোন গাছের ডালে বসে রয়েছে। আমার অতিশক্তিশালী শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করলাম। চালার নিচের পাখিগুলো এখন চুপ হয়ে গেছে। বিশাল বাজপাখিটার ভয়ে।

'আমি ভাল আছি,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু এমন চমকে দিয়েছ, ভয়ে আরেকটু হলে মারাই যাচ্ছিলাম।'

'সরি। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।'

'উদ্বেগের কিছু নেই। আমি চ্যাপম্যানের পিছু নিয়ে বেযমেণ্টে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'কারণ ওখানেই যাচ্ছেন তিনি। ধ্যাত্তোরি,' বলে উঠলাম। কেন যেন ক্রিস্টোফারের মানুষের কণ্ঠ বিরক্ত করছে আমাকে। ওর দিকে মনোযোগ দিতে ইঙ্গিত করছে আমাকে, আর সেটা করা আমার জন্য ভীষণ কঠিন। ওর কথার কোন মূল্য দেয় না আমার বিড়াল-মগজ। ওটার এখন একটাই লক্ষ্য, নিচে নেমে গিয়ে দেখা। ভাগ্যিস, আমার মানব-মনও এই একই কাজ করতে চাইছে, তাই কোন বিরোধ হলো না।

Banglapdf.net Exclusive!

মিস্টার চ্যাপম্যানের পিছনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে চললাম। অদ্ভুত, যা-ই বলো না কেন। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় মাথা ঘুরছে আমার, বিড়াল প্রজাতির প্রাণী তো। মাথা নিচের দিকে করে নামতে গেলে অসুবিধে হয় ওদের, বুঝলাম। কেমন অবাকই লাগছে।

'দেখো, ক্রিস, আমাকে খোঁজাখুঁজি করছ, ভাল কথা। কিন্তু আমি এখন ব্যস্ত।'

'বুঝতে পারছি। তোমার কথা ভালমত শুনতে পাচ্ছি না। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ, নিচে নামছি।' ও কি বলে শোনার অপেক্ষা করলাম। কিছুই বলল না ও। 'ক্রিস?' কোন জবাব এল না। থট-স্পিচ, মানে, কি বলব, এই মনে মনে কথা বলাটা এখনও ঠিকমত প্র্যাকটিস হয়নি আমাদের। একটা জিনিস বোঝা গেছে, এর একটা সীমা আছে, একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কথা শোনা যায়। তবে সেই দূরত্বটা কতখানি, এখনও জানি না আমরা।

বেযমেন্টের চারপাশ প্যানেল করা। ছাতে প্যানেল নেই, কাঠের তক্তা বেরিয়ে আছে। মাকড়সার জালে ভর্তি। অন্যান্য পোকাও আছে। ইঁদুর নেই। শিকার হিসেবে গণ্য করা যায় এমন কিছুই নেই। তবে তাড়া করার মত অনেক মজার জিনিস আছে।

চ্যাপম্যান আমার শিকার, নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম। *চ্যাপম্যানের পিছনে লেগেছি আমরা।*

ঘরটা বেশ বড়। অনেকটা বসার ঘরের মত করে সাজানো। বড় একটা টেবিল আছে। একটা টেলিভিশন আছে। কিছু পুরানো চেয়ার আর একটা কাউচ আছে। তবে দেখে মনে হলো না বহুকাল কেউ ওগুলো ব্যবহার করেছে। কোনটাতেই মানুষের গন্ধ নেই। সবখানে ধুলোর আস্তর। টেলিভিশনটার ভিতরেও মাকড়সার নড়াচড়া টের পাচ্ছি।

মেঝের ঠিক মাঝ বরাবর চলাচলের জায়গা। চ্যাপম্যানের জুতোর গন্ধ পেলাম তাতে, আগেও এখানে হেঁটেছেন তিনি।

সোজা ওই জায়গাটা দিয়ে হেঁটে উল্টো দিকের একটা দরজার কাছে গেলেন তিনি। সাদা রং করা সাধারণ একটা দরজা। পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করলেন। একটা চাবি বেছে নিয়ে তালা খুললেন।

দরজা খুলে ভিতরে পা রাখলেন। প্রথম দরজাটা থেকে পাঁচ ফুট দূরে আরেকটা দরজা। চকচকে ইস্পাতে তৈরি। ব্যাংকের ভল্টের দরজার মত দরজা।

Banglapdf.net Exclusive!

দরজাটার পাশে ছোট একটা চারকোণা আলোকিত প্যানেল। ওটার গায়ে হাতের তালু চেপে ধরলেন চ্যাপম্যান।

ইস্পাতের দরজাটা খুলে গেল। সামনে-পিছনে নয়, মসৃণ ভাবে একপাশের দেয়ালে ঢুকে গেল।

আমি জানি, তাঁর পিছনে যেতে হবে আমাকে। আমার মানব-মনটা ভয় পাচ্ছে। আর বিড়াল-মনটা ওই অন্ধকার জায়গায় ঢোকার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। দুটো মনের কাছেই ওই জায়গাটা একটা ফাঁদ। এমন একটা জায়গা, যেখানে আটকা পড়লে বেরোনোর কোন উপায় নেই।

কিন্তু তারপরেও জানি, ওখানে আমাকে যেতে হবে। এত কষ্ট করে এখানে আসার উদ্দেশ্য সফল হবে না নাহলে।

চ্যাপম্যান আমার শিকার।

শেষ মুহূর্তে, আবার যখন দেয়ালের ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে লেগে যাচ্ছে দরজাটা, লাফাতে লাফাতে ওটার কাছে এসে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

BANGLAPDF.NET

জায়গাটা অন্ধকার। তাতে কোন অসুবিধে হলো না আমার। তারপর একটা আলো জ্বেলে দিলেন চ্যাপম্যান। মৃদু আলো। অবাক লাগল, মৃদু আলোয় দেখার চেয়ে অন্ধকারে ভাল দেখি আমি।

দেয়ালে বসানো একটা ডেস্কের মত জিনিস। ধূসর ইস্পাতে তৈরি, এমন জিনিস সাধারণত দেখা যায় না। অনেকগুলো লাইট-প্যানেল রয়েছে তাতে। নানা রঙের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ছাত থেকে আলো ফেলছে ছোট কিন্তু জটিল চেহারার একটা স্পটলাইট। ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার। চেয়ারটা সাধারণ। তাতে বসলেন চ্যাপম্যান।

নীল প্যানেলে হাত রাখলেন তিনি। ঘড়ি দেখলেন। তারপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটা মিনিট, কিছুই ঘটল না। নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করলাম, ভান করলাম যেন নেহাতই কৌতূহলের বশে ঢুকে পড়েছি। তবে চ্যাপম্যানের পিছনে এমন জায়গায় রইলাম, যাতে আমি তাঁর চোখে পড়ে না যাই।

ড্যানিয়েল সাবধান করে দিয়েছিল, সে-কথা মনে রেখেছি। চ্যাপম্যানের বাড়িতে যে-ই আমাকে দেখে, যাতে ভাবে, ওদের সাধারণ বিড়ালটাই আমি। তবে চ্যাপম্যান রূপান্তরিত হওয়ার কথা জানেন।

 Banglapdf.net Exclusive!

ইয়ার্করা অ্যাণ্ডালাইট মরফিং টেকনোলজির কথা জানে। তাই চ্যাপম্যান কিংবা অন্য যে কোন কন্ট্রোলার কোন প্রাণীকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখলেই সন্দেহ করবে। হয়তো বুঝেও ফেলবে ব্যাপারটা কি।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।

আমার বিড়ালের চোখ দ্রুত আলো সয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই আলোটা সইতে কষ্ট হলো, অতিরিক্ত উজ্জ্বল, চোখে পীড়া দেয়। আলোটা আসছে মেঝেতে স্পটলাইটের আলো যেখানে পড়েছে সেখান থেকে। চেয়ারে ঘুরে বসে সেটার দিকে তাকালেন চ্যাপম্যান।

পরিবর্তিত হতে শুরু করল আলোটা। একটা আকৃতি নিতে লাগল। রং বদলাচ্ছে দ্রুত।

প্রথমে দেখা গেল চারটে খুর। নীলচে রং। তারপর দেখা গেল সাত আঙুলওয়ালা হাত। তারপর চ্যাপ্টা একটা মুখ, যাতে কোন ঠোঁট নেই, নাকের জায়গাটায় শুধু লম্বা চেরার মত ফুটো, আর দুটো পটলচেরা বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

তারপর মাথার ওপরের বাকি চোখ দুটো দেখা দিল, খাটো শিং-এর মত জিনিসের মাথায় বসানো, ওপরে, নিচে, চারদিকে ঘুরিয়ে তাকাতে পারে এই চোখ দিয়ে। সবশেষে এল লেজটা। কাঁকড়াবিছের লেজের মত দেখতে, ভয়ঙ্কর একটা ছুরি লাগানো লেজের মাথায়।

একজন অ্যাণ্ডালাইট। সেই অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্সের মত চেহারা, যে আমাদেরকে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাটা দিয়ে গেছে।

তবে আমি জানি, এই অ্যাণ্ডালাইট আসল অ্যাণ্ডালাইট হলেও মগজটা আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই। ভয় চেপে ধরল আমাকে। এমন ভয়, যা আমার বিড়ালের মগজও অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

এই অ্যাণ্ডালাইটকে আর অ্যাণ্ডালাইট বলা যাবে না এখন। তার দেহটা দখল করেছে একটা ইয়ার্ক। সমস্ত গ্যালাক্সির একমাত্র অ্যাণ্ডালাইট-কন্ট্রোলার।

ভিজার থ্রি। ইয়ার্ক ইনভেইজন ফোর্স, সোজা বাংলায়, হামলাকারী বাহিনীর প্রধান। একটা মহাশয়তান প্রাণী, যে মহাবিশ্বের গ্রহে গ্রহে ঘুরে ওগুলোর ভয়ঙ্করতম দানব প্রাণীর ডিএনএ জোগাড় করেছে।

এই ভিজার থ্রি-ই দানবীয় রাক্ষসের রূপ ধরে অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্সকে খেয়ে ফেলেছিল।

BANGLAPDF.NET

ইয়ার্ক পুলের গুহায় এই শয়তানটাই আরেকটু হলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলেছিল।

'ওয়েলকাম, ভিজার,' অতি বিনয়ী কণ্ঠে বললেন চ্যাপম্যান। 'সুল্ল নায়ার পুলের ইনিস টু টু সিক্স আপনার খেদমতে হাজির। ক্যানড্রোনা আপনাকে শক্তিশালী আর দীর্ঘজীবী করুক।'

'তোমার জন্যও আমার একই ইচ্ছে, ইনিস টু টু সিক্স,' ভিজার থ্রি বলল।

ভিজারের কণ্ঠ চমকে দিল আমাকে। ওর অ্যাণ্ডালাইটের দেহে কোন মুখ নেই। টেলিপ্যাথির মাধ্যমে কথা বলছে। রূপান্তরিত শরীরে আমি যেভাবে কথা বলি।

ইনিস টু টু সিক্স। যে ইয়ার্ক পোকাটা চ্যাপম্যানকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা নিশ্চয় তার নাম।

আমার বিড়াল-মগজে অন্য একটা প্রশ্ন জাগল। ওই ভূতুড়ে প্রাণীটা কি বাস্তব? না। গন্ধ নেই ওটার। কোন গন্ধই নেই। শুধু আলো আর ছায়া।

ওটা আসলে হলোগ্রাম। বুঝে ফেলল আমার মানব-মন। তবে অতিমাত্রায় বাস্তব হলোগ্রাম। সাধারণত যা হয়—প্রাণীটার প্রতিচ্ছবিটাকে ছায়া মনে হচ্ছে না, একেবারে যেন নিরেট আসল প্রাণী। হলোগ্রাফিক চোখ দিয়ে চারদিকে তাকাল ও।

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম যাতে আমার দিকে না তাকায়।

'রিপোর্ট করো, ইনিস।'

'হ্যাঁ, ভিজার।'

আমার একটা অংশ, অর্থাৎ মানব-মনটা দৌড়ে পালাতে চাইছে। ভিজার থ্রির একটা হলোগ্রামও চামড়ায় শিরশিরানি তোলে। আর বিড়ালের মগজটা যে-ই বুঝতে পেরেছে ওটা জ্যান্ত প্রাণী নয়, সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ হারিয়েছে।

ভিজার থ্রির কথা কেন শুনছি বুঝতে পারলাম, হলোগ্রাম-প্রোজেক্টর দিয়ে প্রতিচ্ছবি তৈরি করা যায়, কিন্তু থট-স্পিকের মাধ্যমে কথা সম্প্রচার করা যায় না। তবে সেই কথাকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করে শোনানো সম্ভব, আর সেটাই করা হচ্ছে এখন।

'অ্যাণ্ডালাইট তস্করদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে?'

Banglapdf.net Exclusive!

'না, ভিজার। এখনও কিছুই করা যায়নি।'

অ্যাণ্ডালাইট তস্কর বলে কাদের কথা বলতে চেয়েছে ভিজার, বুঝতে পেরেছি আমি। আমাদের কথা।

'আমি ওদের চাই। এখনই চাই।'

ভিজারের আদেশ শুনে এতটাই চমকে গেলেন ভিজার, প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ছিলেন চেয়ার ছেড়ে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, গন্ধেই বুঝে গেলাম।

কণ্ঠস্বর কিছুটা শান্ত করে ভিজার থ্রি বলল, 'এভাবে চলতে পারে না, ইনিস টু টু সিক্স। এ সব কথা কাউন্সিল অভ থার্টিন-এর কানে চলে যাবে। এই গ্রহের আশপাশের সমস্ত অ্যাণ্ডালাইট শিপসহ সব অ্যাণ্ডালাইটকে ধ্বংস করা হয়েছে, কেন আমি তাদেরকে জানালাম, ভাববেন তাঁরা। সন্দেহ জাগবে। রেগে যাবেন। আর যখন কাউন্সিল অভ থার্টিন আমার ওপর রাগ করবেন, আমার রাগটা গিয়ে পড়বে তোমার ওপর।'

রীতিমত কাঁপতে আরম্ভ করেছেন চ্যাপম্যান। মানুষের ঘামের গন্ধ পেলাম। আরেকটা গন্ধ পেলাম। যেটা মানুষের নয়। গন্ধটা অতি মৃদু...ইয়ার্কের গন্ধ হতে পারে। চ্যাপম্যানের মগজে বসা ইয়ার্কটার গন্ধ।

বিরক্তিকর মনে হলো আমার কাছে। আজব গন্ধ। আমার বিড়াল-মগজ গন্ধটাকে বিশ্লেষণ করে দেখছে।

'ওটা কি?' জিজ্ঞেস করল ভিজার।

সুইভেল চেয়ারটাকে ঘোরালেন চ্যাপম্যান।

মুখ তুলে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ভিজারের মাথার ওপরের শিং-এ বসানো চোখ দুটোও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'এই প্রাণীটার নাম বিড়াল,' ভীত কণ্ঠে জানালেন চ্যাপম্যান। 'পৃথিবীর একটা প্রাণী, যাকে পোষ মানিয়ে ঘরে রাখা যায়। মানুষরা এদের কাছাকাছি রাখতে চায়, এদের পুষে আনন্দ পেতে চায়।'

'এটা এখানে কেন?'

'মেয়েটার বিড়াল এটা। আমার...ইয়ে না, আমার না, আমার বাহনের মেয়ের।'

'তাই,' ভিজার থ্রি বলল। 'ঠিক আছে, মেরে ফেলো এটাকে। এখনই মেরে ফেলো।'

BANGLAPDF.NET

বারো

মেরে ফেলো এটাকে। এখনই মেরে ফেলো।

দৌড়ে পালাতে চাইল আমার মানব-মন। আতঙ্কিত হলো।

কিন্তু বিড়ালের ধূর্ততা আর মানুষের বুদ্ধি একসঙ্গে মিশে বাঁচিয়ে দিল আমাকে।

একটা গোঁফও কাঁপল না আমার। বিন্দুমাত্র কাঁপুনি যদি টের পেত ভিজার, আমাকে নড়তে দেখত, মরে যেতাম আমি। কোন সন্দেহ নেই তাতে। আমি ওদের কথা বুঝতে পেরে যদি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও দেখাতাম, ওরা বুঝে যেত আমি সাধারণ বিড়াল নই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ভিজারের চোখ। চারটে চোখই এখন আমার ওপর নিবদ্ধ। অ্যাণ্ডালাইটের অতি ভদ্র অভিব্যক্তির আড়ালে লুকানো ইয়ার্কের ক্ষুরধার শয়তানি দৃষ্টি স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমি।

চ্যাপম্যানও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। স্কুল পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়া কোনও ছাত্রের দিকে যেভাবে তাকান, তাঁর চোখে এখন সেই দৃষ্টি।

ভিতরে ভিতরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তবে সেটা শুধুই আমার জুলিয়া-অংশটা। আমার উদ্বেগ বুঝতে পারছে কিটি-অংশটা। কিন্তু নিজের কোন উদ্বেগ নেই, তাই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে না। এখানে কোন পাখি নেই, যেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ও। কুকুর নেই, যেটার ভয়ে পালাতে চায়। কোন কর্তৃত্বকারী বড় আকারের হুলো বিড়াল নেই। ত্রিমাত্রিক একটা ছবির মত জিনিস আছে, যেটা থেকে কোন গন্ধ আসছে

Banglapdf.net Exclusive!

না। আর আছেন চ্যাপম্যান। চ্যাপম্যান এক অর্থে আমাদের শিকার হতে পারেন, তবে আমাদের জন্য হুমকি নন।

'এটা অ্যাণ্ডালাইট তস্কর হতে পারে,' ভিজার থ্রি বলল। 'ধ্বংস করো এটাকে।'

জবাবে আমি শুধু বললাম, 'মিঁয়াউ!'

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল ভিজার। 'কিসের শব্দ?'

'বি-বি-ব্বিড়ালটার, ভিজার। আ-আমার মনে হয়, খিদে পেয়েছে ওটার।'

হঠাৎ, কোনরকম জানান না দিয়ে, আমাকে লক্ষ্য করে চাবুকের মত লেজ চালাল ভিজার। এক ফুট লম্বা মারাত্মক বাঁকা তলোয়ারের মত ছুরিটা মানুষের কল্পনার অতীত তীব্র গতিতে ধেয়ে এল আমার দিকে।

কিন্তু আমি শুধু মানুষ নই।

চোখের পাতা ফেলতে যতটা সময় লাগে, তার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ছুরিটা আসতে দেখে ফেলল আমার বিড়াল-দেহ, ঝট করে নিচু হয়ে গিয়ে, কান দুটো খুলির সঙ্গে লেপ্টে ফেলে, দাঁত খিঁচাল। আমার সামনের পায়ের নখগুলো বেরিয়ে গিয়ে থাবা চালাল ছুরিটাকে লক্ষ্য করে।

হলোগ্রামের ছায়ায় ঢুকল আমার থাবাটা। আর প্রোজেক্টরে তৈরি ছুরিটা আমার কোন ক্ষতি না করে ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'হাহ্, হাহ্, হাহ্!'

কে হাসছে বুঝতে একটা সেকেণ্ড লাগল আমার। ভিজার থ্রি।

'ছোট হলে কি হবে, ভয়ানক জানোয়ার,' প্রশংসার সুরে বলল ভিজার থ্রি। 'দেখলে, ভয় পেয়ে পালাল না? ওর চেয়ে আমি অনেক বড়, কিন্তু না সরে পাল্টা আঘাত হানল আমাকে। বাহন হিসেবে ব্যবহার করা গেলে ভাল হত, কিন্তু যাবে না, বেশি ছোট।'

'হ্যাঁ, আসলেই,' সাবধানে জবাব দিলেন চ্যাপম্যান।

'মেরে ফেলো,' ভিজার থ্রি বলল। 'অ্যাণ্ডালাইটদের একে ব্যবহার করাটা কিন্তু বিপজ্জনক। মেরে ফেলো, নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, ভিজার,' চ্যাপম্যান বললেন। 'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?' ধমকে উঠল ভিজার।

Banglapdf.net Exclusive!

'এটা ওই মেয়েটার পোষা বিড়াল। এটাকে মেরে ফেললে মেয়েটা রেগে যাবে। হয়তো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে। আমাকে বিড়াল মারতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। আমার খোলস বেরিয়ে পড়বে।'

অবাধ্যতা মোটেও পছন্দ করে না ভিজার। তবে ভুল সিদ্ধান্ত নিতেও রাজি নয়। এক মুহূর্ত ভেবে দেখল সে, তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে আমার জীবন-মরণ।

'তোমার খোলসও থাক, দৃষ্টি আকর্ষণেরও দরকার নেই,' অবশেষে বলল ভিজার।

আত্মরক্ষার জন্য এ মুহূর্তে আমার কিছু করা দরকার মনে হলো। এগিয়ে গিয়ে চ্যাপম্যানের পায়ে গা ডলতে শুরু করলাম।

'কি করছে ওটা?' ভিজার জানতে চাইল।

'ওর খিদে পেয়েছে বোঝাতে চাইছে।'

'মজার ব্যাপার তো। দাঁত-নখওয়ালা একটা মারাত্মক প্রাণী অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে। কাজের প্রাণী। ঠিক আছে, বাঁচিয়ে রাখো ওটাকে, এখনকার মত। মেয়েটার ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত।'

ঝাঁকি খেল চ্যাপম্যানের মুখের চামড়া। ভয় ছাড়া অন্য ধরনের আবেগ প্রকাশ করল। 'মেয়েটার ব্যাপারে? কিন্তু...ভিজার...মানুষ চ্যাপম্যানের সঙ্গে আমাদের চুক্তি...'

অবজ্ঞার হাসি হাসল ভিজার। 'চুক্তি? বোকার মত কথা বোলো না। স্বেচ্ছায় যারা বাহন হতে চায় তাদের সঙ্গে চুক্তি করি আমরা। চুক্তিটা একটা অস্ত্র। যত নষ্টের মূল তুমি। তুমি যদি আমাকে অ্যাঙলাইট তস্করগুলোকে ধরে এনে দিতে পারতে একটা বিড়াল কিংবা মেয়েকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হত না আমার।'

কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন চ্যাপম্যান। 'আমি ওদেরকে ধরে এনে দেব।'

'তা-ই করো,' শীতল স্বরে জবাব দিল ভিজার। তারপর হলোগ্রামটা বদলাতে শুরু করল। অ্যাঙলাইট দেহটা রূপান্তরিত হয়ে ভয়ঙ্কর এক দানবীয় চেহারার প্রাণীতে রূপ নিল, যা পৃথিবীতে দেখা যায় না।

নিরীহ চেহারার অ্যাঙলাইট যেখানে ছিল, সেখানে দেখা গেল একটা মোটা পাইপ। পাইপের এক মাথায় ভয়ঙ্কর একটা মুখ। জিনিসটার রং

BANGLAPDF.NET

 Banglapdf.net Exclusive!

গোলাপি, কিন্তু স্বচ্ছ দেহ। ভিতর দিয়ে অন্যপাশ দেখা যায়। হলোগ্রাম বলে নয়, মূল প্রাণীটাই এমন।

ভয়ঙ্কর মুখটা চ্যাপম্যানের মাথার কাছে এগিয়ে আনল প্রাণীটা। খুলল। শত শত খুদে চোষকযন্ত্র দেখা গেল তার ভিতরে। সেগুলো থেকে লালা গড়াচ্ছে।

ভঙ্গি দেখে মনে হলো মুখটা চ্যাপম্যানের মাথাটাকে গিলে ফেলবে।

আতঙ্কে কেঁপে উঠে মাথা ঝাড়া দিলেন চ্যাপম্যান।

ভিজার থ্রির যান্ত্রিক কণ্ঠ বলল, 'ভুলে যেয়ো না, ইনিস টু টু সিক্স, এই চ্যাপম্যান-দেহটা তোমাকে আমার দেয়া উপহার। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই ওর মাথায় বসিয়েছি। আমার দয়াতেই ওর মগজে বসে থেকে আমার সহকারী হতে পেরেছ। যদি ব্যর্থ হও, ওই মাথা থেকে চুষে বের করে আনব তোমাকে। তোমার আগে যে বিফল হয়েছিল, তার কি পরিণতি হয়েছিল, দেখতে চাও?'

হঠাৎ করে ছোট একটা প্রতিচ্ছবি ফুটল বাতাসে, ছোট পর্দায় দেখানো সিনেমার মত। দ্বিতীয় আরেকটা হলোগ্রাম। একজন মহিলাকে দেখা গেল সেখানে, ব্যথায় শরীর মোচড়াচ্ছে, চিৎকার করছে, আর গোলাপি-পাইপ দানবটা তার মাথাটাকে চুষছে।

গুঙিয়ে উঠলেন চ্যাপম্যান। 'না না, ভিজার, দোহাই আপনার, আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি!'

ছোট সিনেমাটায় হঠাৎ খিঁচুনি তুলল গোলাপি দানবটা। মহিলার কান দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ঘিনঘিনে, ধূসর রঙের, লালামাখানো লম্বা পোকা।

পোকাটাকে গিলে ফেলল দানবটা।

হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল আবার সিনেমাটা।

'মোটেও মজার ছবি নয়, কি বলো, ইনিস টু টু সিক্স?'

জোরে জোরে মাথা ঝাড়া দিতে লাগলেন চ্যাপম্যান। তাঁর চোখের দৃষ্টি এখনও শূন্যে নিবদ্ধ, মুহূর্ত আগে যেখানে দেখা গিয়েছিল সিনেমাটা।

আবার অ্যাণ্ডালাইট দেহে ফিরে আসতে শুরু করল ভিজার থ্রি।

'কাজেই, ব্যর্থ হয়ো না,' সাবধান করল ভিজার। 'ব্যর্থতা আমি ক্ষমা করি না।'

Banglapdf.net Exclusive!

তেরো

হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল ভিজার থ্রি। আবার অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন চ্যাপম্যান। কিছুক্ষণ পর উঠে দরজাটা খুললেন। দুজনেই বেরিয়ে এলাম আমরা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

BANGLAPDF.NET

অপেক্ষা করছিলেন মিসেস চ্যাপম্যান। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিজারের কি আদেশ?'

চমকে উঠে এমনভাবে তাঁর দিকে তাকালেন চ্যাপম্যান, যেন ভূত দেখেছেন। 'অ্যাণ্ডালাইট তস্করদের চান ভিজার। একটা সিডোরায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ইয়ার্ক মারার দানব।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে রেখেছেন চ্যাপম্যান। চট করে সিঁড়ির দিকে তাকালেন একবার। মনে হলো আশপাশে মেলিসা আছে কি না দেখলেন।

কেঁপে উঠলেন মিসেস চ্যাপম্যান। 'আমি শুনেছিলাম, সিডোরার ডিএনএ জোগাড় করেছেন তিনি। বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, অধস্তনদের ভয় দেখানোর জন্য আরেকটা গুজব ছড়িয়েছেন।'

'তিনি আমাকে দেখিয়েছেন...দেখিয়েছেন ইনিস ওয়ান সেভেন ফোরকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলেন মিসেস চ্যাপম্যান। 'সেকেণ্ড সেঞ্চুরির ইনিসকে সিডোরা হয়ে খেয়ে ফেলেছেন তিনি?'

'অ্যাণ্ডালাইট-দখলকারী শয়তান,' প্রবল আক্রোশে বলে উঠলেন চ্যাপম্যান। 'ইস্, কাউন্সিল অভ থার্টিন যদি জেনে যেত এই গ্রহে কি রকম

Banglapdf.net Exclusive!

গোলমাল পাকিয়েছে ও। অ্যাণ্ডলাইট-দেহটা কেড়ে নিয়ে যদি ছুঁড়ে ফেলে দিত দূরের কোনও পুলে।'

'এত আশা করে লাভ নেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মিসেস চ্যাপম্যান। 'ক্ষমতা হারানোর আগে তোমাকে অন্তত শেষ করে দিয়ে যাবেন, তোমার ব্যর্থতার জন্য।'

চ্যাপম্যান কিংবা মিসেস চ্যাপম্যান শোনার আগেই আমার বিড়ালের কান শুনে ফেলল শব্দটা। মানুষের পায়ের শব্দ। সিঁড়ির দিকে কান খাড়া করলাম।

'বাবা। এই অংকটা পারছি না। বলে দেবে?'

মেলিসা। সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়ানো। থেমে গিয়ে মা-বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। কিংবা বলা যায় এককালে যারা ওর মা-বাবা ছিলেন।

'আমরা এখন ব্যস্ত, মেলিসা,' রুক্ষ কণ্ঠে মিস্টার চ্যাপম্যান বললেন।

'তোমার নিজের কাজ তোমার নিজেরই করা উচিত,' মিসেস চ্যাপম্যান বললেন। 'তাতে শিখতে পারবে। শেষ পর্যন্ত যদি না-ই পারো, তোমার বাবার কাছে নিয়ে এসো, বলে দেবেন।'

মেলিসার মুখ কালো হয়ে গেল। তারপর জোর করে হাসার চেষ্টা করল। 'তুমি ঠিকই বলেছ। ওই স্কয়ার রুটগুলো আমি কখনই পারি না।'

দ্বিধা করছে ও, মা-বাবার দিকে তাকিয়ে আছে, যদি ওরা মত বদলান।

মিসেস চ্যাপম্যান হাসলেন। হাসিটা অন্তঃসারশূন্য। 'স্কয়ার রুটগুলো বোঝা সত্যিই কঠিন। তবে আমি জানি তুমি পারবে।'

'তুমি যাও। যদি একান্তই না পারো, পরে দেখব,' মিস্টার চ্যাপম্যান বললেন।

খুব সাধারণ স্বাভাবিক কথাবার্তা। আমার নিজের বাবা-মাও আমার সঙ্গে এভাবেই কথা বলবেন। তবে চ্যাপম্যানদের কণ্ঠস্বরে একটা জিনিস অনুপস্থিত, মানবিকতা। ভালবাসা। কিংবা অন্য কিছু। ঠিক বুঝিয়ে বলতে হয়তো পারব না, তবে নিজের কানে শুনলে সেটা বোঝা যায়। বাক্যগুলো ঠিকই আছে, তবে কেমন যেন যান্ত্রিক।

ভয়ঙ্কর। ইয়ার্ক পুলে দানবের সঙ্গে লড়াই করে এসেছি আমরা, সেটা এক রকম ভয়ঙ্কর, আর এটা আরেক রকম। ওখানে আতঙ্কে চিৎকার করতে হয়, আর এখানে অসহায়ত্ব আর হতাশায় কান্না পেতে থাকে।

Banglapdf.net Exclusive!

ঘুরে দাঁড়ালাম। মেলিসার পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে লাগলাম দোতলায়। ঘরে পৌঁছে বিছানায় বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল মেলিসা।

'জুলি? শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ক্রিস। বেযমেন্ট থেকে উঠে এসেছি। আমি দোতলায়, মেলিসার ঘরে।'

'ওহ্, বাঁচালে। দুশ্চিন্তায় মারা যাচ্ছিলাম। মিনিটে মিনিটে তোমাকে ডেকে চলেছি। ভয় পাচ্ছিলাম নিচে আটকা পড়েছ ভেবে।'

'না, বেরিয়ে এসেছি।'

'গুড। এখনও অনেকটা সময় আছে, তবে কিটি বাড়ি যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ড্যানিরা তিনজনে ওকে ধরে আটকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ওকে ধরা কি সহজ?'

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল মেলিসা। একটা বালিশ দিয়ে চেপে ধরল মাথার পিছনটা। কাঁদছে।

'এখনই আমি বেরোতে পারছি না,' জবাব দিলাম।

'জুলি, তুমি ওখানে থাকতে থাকতে আসল কিটি যদি ঢুকে পড়ে...'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তবুও এখন বেরোতে পারছি না। কিছু একটা করতে হবে আমাকে।'

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে উঁচু দেয়াল মনে হলো কিনারটাকে। দোতলা বিল্ডিঙের সমান উঁচু। পায়ের পেশিগুলোকে শক্ত করলাম। তারপর ছেড়ে দিলাম আটকে রাখা স্প্রিঙের মত। এক লাফেই উঠে পড়লাম বিছানায়।

বালিশের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে মেলিসার চুল। হেঁটে কাছে গিয়ে শুঁকলাম। মনের কোথায় যেন একটা স্মৃতিতে টোকা পড়ল, মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

দুই মা। একটা মানুষ-মা, আরেকটা বিড়াল-মা, যে কিটির গা চেটে দিত, ওকে মুখে করে বয়ে নিয়ে বেড়াত।

শব্দটা চিনতে পারলাম। মৃদু গরগর শব্দ।

Banglapdf.net Exclusive!

আমিও গরগর করতে লাগলাম।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল মেলিসা। ওর গায়ের স্পর্শ আমাকে খানিকটা উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমার ভিতরের বিড়ালটা সরে যেতে চাইছে। কিন্তু তারপর যখন মেলিসা আমার ঘাড় আর কানের পিছনে চুলকে দিতে শুরু করল, ভাল লাগল সেটা। আবার গরগর করে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাইলাম।

'আমি যে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না,' মেলিসা বলল।

আমার সঙ্গে কথা বলছে ও, কেমন অবাক লাগল আমার। সত্যিটা কি জেনে ফেলেছে ও? বুঝে ফেলেছে, আমি আসলে মানুষ?

না। পোষা বিড়ালের সঙ্গে কথা বলছে একটা মেয়ে।

'আমি কি করব জানি না,' আবার বলল মেলিসা। 'কিটি, তুইই বল, আমি কি করব এখন?'

'জুলি, কি করছ ওখানে?'

'ক্রিস, যথেষ্ট সময় আছে আমার হাতে।'

'তা আছে, এক ঘণ্টার কম। তবে বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না। খেপা হয়ে যাচ্ছে ড্যানি। বার বার আমাকে তাগিদ দিচ্ছে, তোমাকে চলে আসতে বলছে।'

'এখনও না। মেলিসার আমাকে দরকার।'

গরগর থামিয়ে দিয়েছি। বোধহয় ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কথা বলায় মনোযোগ দেয়ার কারণে। আবার গরগর শুরু করলাম। মনে হলো, আমার মুখ থেকে বেরোনো শব্দটা মেলিসার ভাল লাগছে।

এখনও কাঁদছে ও। আস্তে আস্তে চুলকাচ্ছে আমার কানের পিছনে।

'আমি এখন কি করব, কিটি?' আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল মেলিসা। 'আগের মত আমাকে আর কেন ভালবাসে না ওরা?'

ওর কান্না দেখে আমার হৃদয় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। কারণ এখন আমি জানি কেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে মেলিসা। কেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। আর এটাও জানি, ওর মা-বাবার আদর আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা বড়ই কম।

মোচড় দিয়ে উঠল আমার পেটের ভিতরে।

BANGLAPDF.NET

আবার যদি আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করে ডিউক, ইয়ার্কদের সঙ্গে কেন লড়াই করছি আমরা, জবাব দিতে পারব। বলব, ইয়ার্করা মানুষের পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করে দিচ্ছে, মা-বাবাকে সরিয়ে নিয়ে তাদের সন্তানদের কষ্ট দিচ্ছে। ইয়ার্কদের কারণেই বিছানায় পড়ে দুঃখে কাঁদছে মেলিসা, অথচ একটা বিড়াল ছাড়া ওকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।

সহজ, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত জবাব হবে এবার ডিউকের জন্য, মনে হলো আমার। ইয়ার্কদের কারণেই মেলিসা নামের মেয়েটি নিজের বাড়িতেও একা হয়ে গেছে, মা-বাবা থেকেও নেই। এমন আরও কত মেয়ের সর্বনাশ করছে ওরা, কে জানে।

'জুলি, তোমার কথা ড্যানিকে জানিয়েছি। ও তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছে, একটা জরুরি কাজ করতে গেছ তুমি, কাউকে সান্ত্বনা দিতে নয়...'

'ওকে চুপ থাকতে বলো, ক্রিস,' রেগে গিয়ে বললাম। 'আমি বেরোচ্ছি। তবে এখুনি নয়।'

যতটা সম্ভব জোরে গরগর শুরু করলাম। কেঁদে চলেছে মেলিসা। ওর কান্না উতলা করে তুলেছে আমাকে। সবখানে ইয়ার্ক আক্রান্ত বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েদের কান্না যেন একসঙ্গে কানে বাজতে লাগল আমার। আবার সেইসব বাবা-মায়ের কান্নাও যেন শুনতে পেলাম, যাদের ছেলেমেয়েদের কন্ট্রোলার বানিয়ে ফেলেছে ইয়ার্করা। একটা ভয়াবহ ব্যাপার। বেঁচে থেকেও বাবা-মা তোমাকে ভালবাসেন না, এটা কি সহ্য করার মত?

কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল মেলিসা। বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নিঃশব্দে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। ওদেরকে উদ্বেগের মধ্যে রাখার জন্য রেগে গেছে।

'দশ মিনিট বাকি আছে আর, জুলি,' ড্যানিয়েল বলল। 'আমাদেরকে এভাবে ভয়ে আধমরা করে ফেলার কোন অধিকার নেই তোমার। তা, কিছু কি আবিষ্কার করতে পেরেছ?'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'অনেক কিছু। আমি জেনেছি, কিভাবে ভিজার থ্রি-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন চ্যাপম্যান। জেনেছি, আমাদেরকে ধরার জন্য কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছে ভিজার। এখনও তার ধারণা, আমরা অ্যাণ্ডালাইট। একটা সিদ্ধান্তও নিয়েছি আমি।'

'কি?' হ্যাপি জানতে চাইল।

'আমি ঠিক করেছি, যত বিপদই আসুক, যত ঝুঁকিই থাক, আমি কিছু কেয়ার করি না। যা ঘটে ঘটুক আমার। ইয়ার্কদের আমি ঘৃণা করি, এত ঘৃণা আর কাউকে করি না। আর ওদেরকে ঠেকানোর জন্য যা করতে হয় সব করব আমি।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

চোদ্দ

সেদিন রাতে, আর পরদিন সকালে, হোমওঅর্ক প্রায় করতেই পারলাম না। অংকের ক্লাসে বহুদিন পর 'সি' পেলাম। পৃথিবী বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়ে আমার গ্রেড ক্রমেই নিচের দিকে নামতে লাগল। অন্তত আমার পুরানো বন্ধুকে বাঁচানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে তো বটেই।

কি ঘটেছে এখন আমি জানি। কেন মেলিসা আর আমার বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়েছে। বিপর্যয় ঘটে গেছে ওর জীবনে। ওর বাবা-মা আর ওকে ভালবাসতে পারেন না, ইয়ার্কদের জন্য। ভালবাসার ভান করে ইয়ার্করা, কিন্তু মেলিসাকে ফাঁকি দিতে পারে না, ও ভাবে, বাবা-মার ভালবাসায় আন্তরিকতা নেই।

যতবারই কথাটা ভাবছি, মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে আমার। ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। ওর অবস্থা আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি। আমার বাবা-মার যখন ডিভোর্স হয়ে যায়, ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি আর আমাকে ভালবাসবে না।

ভুল করেছিলাম। ওরা এখনও আমাকে আগের মতই ভালবাসে। বাবাকে খুব বেশি দেখতে পাই না, কিন্তু আমাকে ভালবাসে। আমার মা আমাকে ভালবাসে। বোনেরা ভালবাসে। ভালবাসা পাওয়া খুব জরুরি। অনেকটা বর্ম পরে থাকার মত। আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।

আমি অংকের ক্লাস থেকে বেরোতেই পাশে এসে দাঁড়াল ড্যানিয়েল। 'পরে দেখা কোরো, ঠিক আছে?'

'করব। কোথায়?'

'গির্জার টাওয়ারে, সেদিন যেখানে গিয়েছিলাম আমরা।'

Banglapdf.net Exclusive!

'ঠিক আছে। কিন্তু সেটা তো বহুদূর। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে।'

ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো ড্যানিয়েল। রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'তাহলে হেঁটো না।' তারপর হাত নেড়ে বারান্দা ধরে হেঁটে চলে গেল।

দুই ঘণ্টা পর আকাশে উড়লাম আমি। ঈগলের ভারি দেহ নিয়ে মাটি থেকে ওঠা সহজ নয়।

মাটি ছাড়ার পর, ছোট ছোট দমকা বাতাস পেয়ে গিয়ে তাতে ভর করে উঁচুতে উঠতে পারলাম। তবে গাছপালার মাথায় চড়ার আগে গতি পেলাম না। ভাল বাতাস পাওয়া যেতেই ওপরে ওঠাটা আর তেমন কঠিন রইল না। স্কুল বিল্ডিঙের ছাত পেরিয়ে দ্রুত উঁচুতে নিয়ে চলল আমাকে বাতাস।

অবশেষে যথেষ্ট উঁচুতে ওঠার পর ক্রিস্টোফারকে চোখে পড়ল। ওর লাল লেজটা ছড়িয়ে রয়েছে হাতপাখার মত।

'মেলা কষ্ট,' ওর কাছাকাছি এসে বললাম, 'ঈগলের শূন্যে ওঠাটা।'

'পরে বোলো। এখন আমার পিছন পিছন এসো। মলের কাছে গেলে খুব ভাল থার্মাল পাওয়া যাবে।'

'মলের কাছে পাওয়া যায় কেন?'

'পার্কিং প্লেসটার জন্য। সারাদিন রোদে গরম হয় কংক্রিট। তার সঙ্গে রয়েছে গাড়ির গরম, বিল্ডিঙের গরম। তাই সব সময়ই ওখানে উর্দ্ধমুখি গরম বাতাসের স্রোত পাওয়া যায়।'

'উড়তে পারাটা পৃথিবীর সবচেয়ে মজার ব্যাপার,' স্বপ্নময় কণ্ঠে বললাম।

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' একমত হলো ক্রিস্টোফার। তবে উড়তে গিয়ে আরও অনেক জিনিস আছে, যেগুলো তুমি মিস করবে। যেমন, পপ কর্নের ক্যান আর ব্যাগ ভর্তি চিপস নিয়ে টিভির সামনে বসা, যদি পরদিন স্কুল বন্ধ থাকে, স্কুলে যাওয়ার তাড়া না থাকে। বই পড়াও খুব মজার।'

বলল বটে, তবে গলা শুনে মনে হলো না ওসবের জন্য তার কোন দুঃখ আছে।

'ওই যে গির্জার টাওয়ার,' আমি বললাম। 'আরেকটা পাখিকে ওদিকে যেতে দেখছি। আর মনে হচ্ছে, হ্যাপিকে রূপান্তরিত হতেও দেখছি।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'নিচে নামো,' ক্রিস্টোফার বলল।

দশ মিনিট পর আমিও রূপান্তরিত হয়ে মানব শরীরে ফিরে এলাম।

'আমাদের কি দরকার জানো?' ডিউক জিজ্ঞেস করল। 'মরফিঙের পোশাকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার আমাদের, সব এক রকম হলে ভাল হয়। দেখো, হ্যাপি পরেছে সবুজ প্যাটার্নের লেগিংস আর গোলাপি স্ট্রেচ টপ, ড্যানিয়েল পরেছে জঘন্য বাইক শর্টস, জুলির স্টাইলিস পোশাক, ব্ল্যাক টাইটস। সব মিলিয়ে একসঙ্গে দেখো, বিচিত্র মনে হবে।'

'তুমি কি চাও?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল। 'নীল রঙের জগিঙের পোশাক পরব সবাই, বুকে বড় করে লেখা থাকবে ৪? ফ্যান্টাস্টিক ৪ হব আমরা?'

'ফ্যান্টাস্টিক ৪ প্লাস বিস্ময়কর পক্ষিমানব,' যোগ করল ক্রিস্টোফার।

'উঁহুঁ, তা বলছি না,' মাথা নাড়ল ডিউক, 'ফ্যান্টাস্টিক ৪ নয়। আমি বরং এক্স-মেন টাইপের কিছুর কথা ভাবছি। সবাইকে এক রকম দেখাতে হবে, তা নয়, বরং দেখতে ভাল লাগে এমন কিছু। এখন যদি আমাদের কেউ দেখে, "সুপারহিরো" বলবে না। বরং বলবে, "এই গাধাগুলো কাপড় পরতে জানে না"।'

'ডিউক,' আমি বললাম, 'ফ্যান্টাসির জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে তোমার। আমরা সুপারহিরো হতে চাই না। কমিকের বইতে বাস করছি না আমরা।'

'না, করছি না, কমিক চরিত্র হতে চাইও না। কমিকের বইতে হিরোরা কখনও মারা পড়ে না। একবার অবশ্য সুপারম্যানকে মেরে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক, পরে আবার বেঁচে উঠেছে।'

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে বাস্তবতায় এসো?' ড্যানিয়েল বলল। 'জরুরি আলোচনা আছে আমাদের।'

'সবুজ আর গোলাপিতে তোমার কি সমস্যা হলো?' হ্যাপি জিজ্ঞেস করল ডিউককে।

'এটা কোন ফ্যাশন হলো না,' ডিউক জবাব দিল।

'তুমি কি আজকাল ভোগ পত্রিকা পড়া শুরু করলে নাকি, ডিউক?' ঠাট্টা করলাম।

Banglapdf.net Exclusive!

ডিউকের মুখ চেপে ধরল ড্যানিয়েল। 'তোমাকে আর কথা বলতে দেয়া হবে না। পরবর্তী কাজটা কি আমাদের, সেটা নিয়ে আলোচনা করব এখন।'

ড্যানিয়েলের হাত সরিয়ে দিল ডিউক। 'পরবর্তী কাজটা করছি কি না আমরা, এ ব্যাপারে বরং সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। বাবাকে এখন অনেক বেশি সময় দিতে হয় আমার, জানো তোমরা। এখনও মায়ের মৃত্যুটাকে বাবা...'

মা'র কথা বলতে গেলেই গলা ধরে আসে ডিউকের। জোরালভাবে শক্ত কিছু বলতে গিয়েও পারে না, স্বরটা ভাঙা ভাঙা হয়ে যায়। দুই বছর আগে ওর মা নিখোঁজ হয়েছেন। ধারণা করা হয়, তিনি পানিতে ডুবে মারা গেছেন, কিন্তু লাশটা পাওয়া যায়নি। ওর বাবা এই ঘটনায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আর এ কারণেই ইয়ার্কদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এত অনীহা ডিউকের। তার আশঙ্কা, তার যদি কিছু হয়, বাবা আর বাঁচবেন না।

অধৈর্য হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ড্যানিয়েল। আমারও একই অবস্থা, ওকে বাস্তবতাটা ভেবে দেখার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু আমরা কিছু বলার আগেই ডিউকের বাহুতে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে হ্যাপি বলল, 'তোমার বাবার কষ্ট হয়, এমন কোন কিছু কোরো না তুমি। তোমাকে তাঁর দরকার। তোমাকে আমাদেরও দরকার, ডিউক। কিন্তু তোমার বাবার কথাই প্রথম আসবে।' ড্যানিয়েলের দিকে তাকাল ও। তারপর আমার দিকে। 'তবে আমরা কেন এ কাজ করছি, সেটা ভুলে গেলেও চলবে না।'

মেলিসার কথা ভাবলাম। আমার বাবা-মার কথাও ভাবলাম। মাঝে মাঝে আমার স্নায়ুর ওপর তারা চেপে বসলেও তাদেরকে আমি কতটা চাই, সেটা ভাবলাম।

'হ্যাপি ঠিকই বলেছে। বাড়ি ফিরে, বাবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো, ডিউক,' আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বোকার মত বললাম। এভাবে সাধারণত কথা বলি না আমি।

'থ্যাংক ইউ, ডাক্তার সাহেব,' কটাক্ষ করল ডিউক। তারপর হঠাৎ করেই আসল কথায় এল। দুই হাত ডলে বলল, 'যাকগে, এখানে যে

BANGLAPDF.NET

কারণে এসেছি সেটাই আলোচনা করা যাক। তারপর, ড্যানি, এবার কিভাবে নিজেদের মারার চেষ্ট করব আমরা? মাছি, নাকি ব্যাঙের মিটিঙে যোগ দিতে হবে? না মুরগি হব, যাতে আমাদের দিয়ে রাতের খাওয়াটা সেরে ফেলতে পারে কেউ?'

'আমি আবার যেতে চাই,' আমি বললাম। 'চ্যাপম্যানের বাড়িতে।'

'কেন?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল। 'অনেক কিছুই তো জানলাম আমরা...'

'কিন্তু ক্যানড্রোনা কোথায় আছে জানতে পারিনি। সেটাই আমাদের করতে হবে, আগে হোক, পরে হোক। অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্স আমাদের ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, ক্যানড্রোনাই হলো ইয়ার্কদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। ক্যানড্রোনা থেকে রশ্মি ছুঁড়ে পুলে মেশানো হয়। ক্যানড্রোনাটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে একটা মস্ত আঘাত হানা হবে ওদের ওপর।'

একটা সন্দিহান ভুরু উঁচু করল ডিউক। 'এক্সকিউজ মি, জুলিয়া, এই ক্যানড্রোনাটা কি? আমরা জানি ওটা দিয়ে কি করা হয়, কিন্তু ওটা দেখতে কেমন? কত বড়? এমনও তো হতে পারে, জিনিসটা একটা সিগারেট লাইটারের সমান, পকেটে রেখে দেয় ভিজার থ্রি।'

'অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্স কিন্তু এ রকম ধারণা দেয়নি আমাকে,' ক্রিস্টোফার বলল।

'সে যা-ই হোক,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ডিউক, 'প্রশ্নটা হলো : কিভাবে এমন একটা জিনিসকে নষ্ট করব, যেটা দেখতে কেমন তা-ই জানি না আমরা।'

'সেজন্যই যাঁকে অনুসরণ করে ওটার কাছে যাওয়া যায় তাঁর পিছু নিতে চাই,' আমি বললাম। 'চ্যাপম্যান। ভিজার থ্রির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। দুজনেই জানে ক্যানড্রোনাটা কোথায়। ওদের ওপর যদি নজর রাখি, খবরটা বের করে ফেলতে পারব।'

সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ডিউক এমন করে তাকাল, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। ড্যানিয়েলকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। হ্যাপি উদ্বিগ্ন, যেন আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছে না।

বাজের হিংস্র চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাল এমন করে যেন আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। 'সত্যি তুমি আবার চ্যাপম্যানের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও?' শুধু আমাকে শুনিয়েই প্রশ্নটা করল ও।

Banglapdf.net Exclusive!

'একা আবার তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না,' ড্যানিয়েল বলল।

'আমার সঙ্গে আর তো কেউ যেতেও পারবে না, কিভাবে যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'দুটো বিড়াল একসঙ্গে বাড়িতে ঢুকলে হয় ওরা সন্দেহ করবে, নয়তো একটাকে দূর দূর করে তাড়াবে। তবে আমি একা হলে, কিটির ছদ্মবেশে বাড়ির ভিতর যেখানে খুশি ঘোরাঘুরি করতে পারব।'

আমাকে যে খুন করতে বলেছিল চ্যাপম্যানকে ভিজার থ্রি, এ কথাটা সবার কাছ থেকে চেপে গেছি আমি। একটা টিমে কাজ করতে গিয়ে টিমের সবার কাছে এ ধরনের তথ্য গোপন করাটা ভুল, ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু ওদেরকে যদি বলতাম, ওরা আর কখনও আমাকে ওখানে ফিরে যেতে দিত না।

সমস্যাটা হলো, ড্যানিয়েলকে ফাঁকি দেয়া গেলেও হ্যাপিকে যায় না।

'সত্যি ওখানে আর কিছু ঘটেনি, জুলি?' তেরছা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল হ্যাপি। 'কোন কিছু গোপন করছ না তো?'

'খুব ভয় লাগছিল, এটা ঠিক,' জবাব দিলাম, 'তবে কিছু ঘটেনি।'

এক মুহূর্ত ভাবল হ্যাপি। শূন্য হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ করেই বুঝে গেলাম ঘটনাটা কি ঘটছে : ওর সঙ্গে কথা বলছে ক্রিস্টোফার, শুধু ওকে শুনিয়ে, আমার সঙ্গে যেমন বলেছিল—তাই ও কি বলছে আর কেউ আমরা শুনতে পাচ্ছি না। ক্রিস্টোফারের কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল হ্যাপি।

ভিজার থ্রি যে আমাকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছে, এটা ক্রিস্টোফার জানে না। তবে আমি বেযমেণ্ট থেকে উঠে আসার পর আমার সঙ্গে কথা বলে কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল ওর, হয়তো আমার ভীত কণ্ঠ শুনেই।

'জুলির সঙ্গে কারও যাওয়ার একটা উপায় নিশ্চয় বের করতে পারব আমরা,' হ্যাপি বলল।

'কি করবে? উকুন হয়ে আমার লোমের গোড়ায় আটকে থাকবে?' রসিকতা করলাম।

মৃদু হাসল হ্যাপি। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি বলেছি কোনও একটা উপায় বের করতে পারব।'

'ঠিক আছে,' ড্যানিয়েল বলল। 'আরেকবার যাক ওখানে জুলি। ভাগ্য হয়তো প্রসন্ন হতেও পারে এবার আমাদের।'

BANGLAPDF.NET

'ভাগ্যটা আসলে তখনই অপ্রসন্ন হয়ে গেছে,' ডিউক বলল, 'যখন কন্সট্রাকশন সাইটের কাছ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম আমরা, আর ভিনগ্রহবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

'এবার হয়তো সেটা বদল করতে পারব,' আমি বললাম। 'আমি আবার চ্যাপম্যানের বাড়িতে ঢুকব, ওই পিশাচগুলোকে ধ্বংস করার একটা উপায় খুঁজে পাব।'

'শুধু এই কারণেই তুমি ওখানে ঢুকতে চাইছ না, জুলি,' আমার মগজে বেজে উঠল ক্রিস্টোফারের কথা। এবার শুধু আমাকে শুনিয়ে বলছে। 'শুধু ইয়ার্কদের ধ্বংস করাই তোমার উদ্দেশ্য নয়, তুমি মেলিসাকেও সাহায্য করতে চাও।'

'ওই একই তো কথা হলো,' জবাব দিলাম। বাকি সবাই হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছে, একা একা কার সঙ্গে কথা বলছি আমি।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

পনেরো

অন্ধকার ঝড়ের রাত।

কতবার সিনেমায় দেখে এ রকম রাতে বাইরে বেরোনোর চিন্তা করেছি। সত্যি সত্যি যে বেরোতে হবে কোনদিন, কল্পনাও করিনি।

'ড্যানি কোথায়?' চ্যাপম্যানের বাড়িতে ঢোকার রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ড্যানিয়েল বাদে সবাই আছি। হ্যাপি আর ডিউকের পরনে রেইনকোট, যদিও এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। মাথার ওপরে একটা গাছের ডালে বসে রয়েছে ক্রিস্টোফার, বাতাসের ঝাপটায় থেকে থেকেই কাত হয়ে যাচ্ছে, ডাল আঁকড়ে ধরে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়।

'ড্যানি বাড়িতে,' ডিউক জবাব দিল। 'ওকে আটকে দিয়েছে ওর বাবা। শাস্তি।'

'ওর বাবা ওকে শাস্তি দিতে গেলেন কেন?'

'কি জানি?' নাখোশ ভঙ্গিতে জবাব দিল ডিউক। 'বাবা-মায়েরা তো এমনই করে। ওসবের ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।'

ঠোঁট কামড়ালাম। ড্যানিয়েল না থাকায় আরও অস্বস্তি লাগছে। গাছের ডালে শিস কেটে যাওয়া খেপা বাতাস অস্বস্তিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও।

'কিটিকে দেখতে পাচ্ছি,' আমাদের সবাইকে শুনিয়ে বলল ক্রিস্টোফার। 'একটা ইঁদুরকে ধরে নির্যাতন করছে। ইঁদুরই, ছুঁচো নয়।'

'দেখো, নিজে একবার ছুঁচোয় রূপান্তরিত হয়েছিলাম বলেই আমি ছুঁচোর ভক্ত হয়ে যাইনি।' ভারি দম নিলাম। 'যাকগে, সব সময় সবাই

একসঙ্গে থাকতে পারব, এমন কোন কথা নেই। ড্যানিকে বাদ দিয়েই কাজ শুরু করা যাক।'

হ্যাপির দিকে তাকালাম। মৃদু হাসল ও। কি যেন একটা লুকাচ্ছে মনে হলো। তবে এখন সেটা জানার সময় নেই।

'চারপাশটা দেখে আসি আরেকবার,' ক্রিস্টোফার বলল। কেউ কিছু বলার আগেই ডানা মেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে নিল ওকে ঝোড়ো বাতাস। দক্ষ ভঙ্গিতে বাতাসে ভর করে ওপরে উঠতে লাগল ও। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল আমার দুর্বল মানব-দৃষ্টি সীমার বাইরে।

খানিক পরেই তীরগতিতে নেমে আসতে দেখলাম আবার ওকে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে। আমাদের পাশ কাটানোর সময় বলল, 'সব পরিষ্কার।'

অবাক লাগছে আমার। বমি বমি লাগছে। ভীত। আজ রাতে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত। তবে আমি জানি, একবার রূপান্তরিত হয়ে গেলেই এ সব আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

মনোনিবেশ করলাম। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা পড়ল আমার লেজের ডগায়, কারণ পিছন থেকে লেজটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে। সামনের দুই থাবায় ভর দিয়ে যখন উপুড় হয়ে পড়লাম, রেইনকোটটা তাঁবুর মত ঢেকে দিল আমাকে, অঝোর ধারায় শুরু হলো বৃষ্টি।

'বাহ্, দারুণ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ডিউক।

'তোমার গায়ে তো তবু একটা রেইনকোট আছে,' আমি বললাম। 'আমার তো লোম ছাড়া আর কিছু নেই। আর এই বৃষ্টির জন্য তো কোন গন্ধও পাচ্ছি না।'

আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল হ্যাপি। স্বাভাবিক উচ্চতার মেয়ে ও, কিন্তু একটা দশ পাউণ্ড ওজনের বিড়ালের চোখে ও এখন *গডজিলা*, আমার অন্তত সে-রকমই মনে হচ্ছে।

'সাবধান, জুলি,' হ্যাপি বলল। তারপর আমার মাথা চাপড়ে দিল। আমি চলতে শুরু করলাম। কিন্তু ও তার হাতটা আরও কয়েক সেকেণ্ড আমার পিঠের ওপর রাখল। তারপর, রহস্যময় হাসি হেসে, উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত হ্যাপির ওপর আগ্রহ হারালাম। মানুষের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই বিড়ালের, যদি তার সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক না থাকে।

Banglapdf.net Exclusive!

'আমি যাই,' থট-স্পিকের মাধ্যমে বললাম। দৌড়ে চলতে লাগলাম। বৃষ্টি পছন্দ করে না বিড়াল। বিরক্ত হচ্ছে বিড়াল-মগজ। বিড়ালের বৃষ্টি অপছন্দ করার কারণটা বুঝতে পারছি। সব গন্ধ ধুয়ে নিয়ে গেছে বৃষ্টির পানি। বিরক্তিটা এ কারণে।

শুধু যে গন্ধই দূর করে দিয়েছে, তা নয়, বৃষ্টির শব্দে আশপাশের অন্য কোন শব্দ আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না। ইঁদুরের কিঁচকিঁচ ডাক, কিংবা শিকারের উপযোগী অন্য কোনও প্রাণী, কিছুরই গন্ধ পাচ্ছি না।

বিড়ালের কাছে বৃষ্টি হলো মানুষের কাছে গভীর অন্ধকার রাতের মত। কিছুই বোঝা যায় না। দুনিয়াটাকে একেবারে অর্থহীন একঘেয়ে করে তোলে।

বিড়াল-দরজাটার দিকে দৌড় দিলাম। মজার মজার গন্ধ আর শব্দ শোনার লোভে। তবে অবশ্যই লোভটা কিটির। আমার মানব-মন ড্যানিয়েল এল না কেন ভেবে অবাক হচ্ছে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর জন্য।

চ্যাপম্যানের বাড়িটা আমি এখন ভাল করেই চিনি, বিড়াল হিসেবেও, মানুষ হিসেবেও। ভিতরের মানুষগুলো কখন কি করবে, সেটাও জানি। আগের বার আটটা সময় ভিজার থ্রির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন চ্যাপম্যান। প্রতিরাতেই যদি একই সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ভিজার, তাহলে আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

ঢুকে দেখলাম আগেরবারের মতই কাউচে বসে আছেন চ্যাপম্যান। আর আমি যা আশা করেছিলাম, সেটাই ঘটল, আটটা বাজার ঠিক তিন মিনিট আগে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বেযমেন্টে রওনা হলেন।

আমার ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আবার ওখানে যাব। ছোট্ট গোপন কক্ষটা এখন আমার চেনা। ডেস্কটা কোনখানে রাখা, জানি। তাঁকে অনুসরণ করে ঘরটায় ঢুকে ডেস্কের নিচে লুকিয়ে পড়তে হবে আমাকে, যাতে কোনমতেই তিনি কিংবা ভিজার থ্রির হলোগ্রাম আমাকে দেখতে না পায়।

আমার পুরো প্ল্যানের সাফল্যই এখন নির্ভর করছে ভিজারের আমাকে দেখতে না পাওয়ার ওপর।

বেযমেন্টের দরজার দিকে এগোলেন তিনি। আমি ঠিক তাঁর পিছনেই রইলাম। তাঁর পায়ের মাত্র কয়েক ইঞ্চি পিছনে। আর এজন্য যথেষ্ট সতর্ক

BANGLAPDF.NET

থাকতে হচ্ছে আমাকে। তিনি কোন কারণে থেমে দাঁড়ালে সোজা গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ব, আর সেটা ঠিক বিড়াল-সুলভ হবে না।

তিনি হাঁটছেন। আমি ঠিক তাঁর পিছনে রয়েছি।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। ভাবলাম, এ কাজটা আমার জন্য কিছুটা সহজ হবে। মানুষ সাধারণত নিচে নামার সময় কোথায় পা রাখছে সেদিকে চোখ রাখে। কোন কিছু সন্দেহ না হলে বা কোন কারণ না ঘটলে ঘুরে পিছনে তাকায় না।

তবে সামান্যতম শব্দ, আমার দিক থেকে একটা ভুল পদক্ষেপ, আমার সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন চ্যাপম্যান।

লাফিয়ে কাউচের পিছনে চলে গেলাম।

ফিরে তাকালেন তিনি। মনে হলো শব্দ কানে গেছে। কিংবা অন্য কিছু সন্দেহ করেছেন।

বরফের মত জমে গেলাম। একটা পেশিও নড়াচ্ছি না।

দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

আমিও পিছু নিলাম।

'এই, কি ঘটছে?' থট-স্পিকে কথা বেজে উঠল মগজে।

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জোগাড় হলো আমার।

ফুলে উঠল লেজ। পিঠের লোম খাড়া হয়ে গেল। আরেকটু হলেই দৌড় দিয়ে ফেলেছিলাম।

থেমে গেলেন চ্যাপম্যান। তাঁর পায়ে প্রায় জড়িয়ে যাচ্ছিলাম আমি। তাঁর বাঁ পা'টা নড়ল। ঝট করে নিচু হয়ে গেলাম। পিছিয়ে এলেন এক পা। মোচড় দিয়ে সরে গেলাম।

থট-স্পিকে আবার বলল ড্যানিয়েল, 'কি হচ্ছে, জুলি?'

গোপন কক্ষের দরজা খুললেন চ্যাপম্যান। ভিতরে পা রাখলেন। তাঁর পায়ের ঠিক পিছনেই রয়েছি আমি। যদি তিনি নিচে তাকান...

কিন্তু তাকালেন না। তারপর যখন তিনি দরজা লাগানোর জন্য ঘুরলেন, এক ছুটে ঢুকে পড়লাম ডেস্কের তলায়। অন্ধকার কোণে ডেস্কের সঙ্গে দেহটাকে লাগিয়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

Banglapdf.net Exclusive!

'জুলি? শুনতে পাচ্ছ?'

'ড্যানি! কোথায় তুমি? ভয় দেখিয়ে আমাকে তো আধমরা করে ফেলেছ।'

'আমরা ভাল আছি তো?' উদ্বিগ্ন মনে হলো ওকে।

'আমরা মানে?' নীরবে চিৎকার করলাম। 'কোথায় তুমি?'

'ইয়ে...তোমার গায়ে।'

'আমার গায়ে? ড্যানি, এটা রসিকতা করার সময় নয়।'

চেয়ারে বসলেন চ্যাপম্যান। পা'টা ঢুকিয়ে দিলেন ডেস্কের নিচে। আরেকটু হলেই আরও একবার লেগে যাচ্ছিল আমার গায়ে। আস্তে সরে গেলাম।

'সরি, ড্যান। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

চ্যাপম্যানের পায়ের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখলাম আমি। কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেবার ক্ষমতা অসাধারণ বিড়ালের। পা দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি, মস্ত পা, প্রায় আমার সমান লম্বা। ওগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত আমার। এ মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য এটা খুব জরুরি।

'ড্যানি, এখানে ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা। খুব অল্প কথায়—দশ শব্দের মধ্যে বলে দেবে কি, কোথায় রয়েছ তুমি?'

'আরও কম শব্দেই বলি, আমি রূপান্তরিত হয়েছি,' ড্যানি জবাব দিল। 'উকুন।'

BANGLAPDF.NET

ষোলো

'দেখো, মস্করা কোরো না!' আমি বলাম। 'সত্যি তুমি উকুন হয়েছ? উকুন!'

'হ্যাঁ। আমি তোমার গায়ে বসে রয়েছি। সম্ভবত মাথায়। বলতে পারব না। আমার চোখ নেই। শুধু গায়ের উষ্ণতা বুঝতে পারি, আর রক্তের গন্ধ পাই। নড়াচড়া বুঝতে পারি। যখন তোমার লোম দাঁড়িয়ে যায়, আমি বুঝি, আশপাশে কোন কিছু ঘটছে।'

'ড্যানি, আমার বমি আসছে। তোমার হয়েছে কি, বলো তো? উকুন! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? গিরগিটি হয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। এটা তো তারচেয়ে খারাপ।'

'আসলে, ঠিকই আছি আমি,' ও বলল। 'মানে, কিভাবে বোঝাব বুঝতে পারছি না। উকুনের মগজ এতই ছোট, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোন কষ্টই হয় না। তেমন কোন অনুভূতি নেই...একটা জিনিসই ভালমত টের পায়, গরম রক্তের গন্ধ, আর খাওয়া। মনে করেছিলাম, ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হবে, হ্যাপি, আমি আর ডিউক যখন উকুন হওয়া পরীক্ষা করছিলাম...'

'ওরাও তোমার সঙ্গে ছিল?' এতক্ষণে বুঝলাম। এ কারণেই এত ঘটা করে আমার মাথা চাপড়ে আদর করেছিল হ্যাপি। আসলে উকুনরূপী ড্যানিয়েলকে তখন বসিয়ে দিয়েছিল আমার মাথায়।

'জুলি, তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমরা। মনে হচ্ছিল, একজনকে আসতেই হবে তোমার সঙ্গে। ক্রিস বলল...'

'ও, ক্রিসও রয়েছে এতে।'

'ক্রিস বলল, সব কথা আমাদের জানাওনি তুমি। ও অবশ্য জানে না, কেন বলনি, আর কোন কথাটা গোপন করেছ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তবে নাক দিয়ে নয়, মনে মনে। রূপান্তরিত হওয়ার কত যে ক্ষমতা! ভাবলাম, এমন বন্ধু থাকা ভাল, যারা আমাকে নিয়ে ভাবে।

Banglapdf.net Exclusive!

কিন্তু ড্যানিয়েলের উকুন হয়ে আমার লোমের গোড়ায় চামড়া আঁকড়ে বসে থাকার কথাটা ভাবতে ভাল লাগল না।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। ঘরে এসেছে ভিজার থ্রি।

'ড্যানি। ভিজার থ্রির হলোগ্রামটা এসেছে। সুতরাং আমাকে অমনোযোগী কোরো না। চ্যাপম্যানের পায়ের আধ ইঞ্চি দূরে ডেস্কের নিচে লুকিয়ে রয়েছি আমি।'

'তাই। তবে তিনি দেখলে তোমার কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তিনি ভাববেন তাঁর মেয়ের বিড়ালটাই এখানে এসে বসে রয়েছে। তুমি কোন সন্দেহজনক আচরণ না করলেই হলো।'

দ্বিধা করলাম। ভাবলাম, আগে হোক পরে হোক সবকথা জানাতেই হবে। তাহলে এখনই নয় কেন? 'ইয়ে, ড্যানি, যে কথাটা তোমাদের বলিনি। আগের বার এখানে আমাকে দেখে ফেলেছিল ভিজার থ্রি। আমাকে মেরে ফেলতে বলেছিল চ্যাপম্যানকে। ওর ভয় ছিল, আমি একজন অ্যাণ্ডালাইট যোদ্ধা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ড্যানিয়েল কোন কথা বলল না। মনে হলো, আমাকে বকা দিয়ে চিৎকার করে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে ও। পারল না।

'জুলি, তোমার কি মাথা খারাপ? এরপরেও তুমি এখানে এলে? তোমার মাথা সত্যিই খারাপ!'

ঠিক এ সময় কথা বলতে শুরু করলেন চ্যাপম্যান। 'স্বাগতম আপনাকে, ভিজার। সুল্প নায়ারের ইনিস টু টু সিক্স আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আপনার আনুগত্য প্রকাশ করছে। ক্যানড্রোনা আপনাকে শক্তিশালী আর দীর্ঘজীবী করুক।'

'তোমাকেও করুক,' ভিজারের কাটা কাটা জবাব। 'খবর কি?'

'চারজন নতুন স্বেচ্ছা-বাহন জোগাড় করেছি, ভিজার,' চ্যাপম্যান বললেন। 'ওদের মধ্যে দুটো ছেলে আছে, ওদের জোগাড় করেছি আমাদের লোক দেখানো ক্লাব দা শেয়ারিঙের মাধ্যমে। বড় দুজনের একজন এফবিআই-এর এজেন্ট, আমাদের খুব কাজে লাগবে...'

'গাধা কোথাকার!' ভিজার থ্রির যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের মাঝেও ভয়াবহতা প্রকাশ পেল। 'দু-চারটা কন্ট্রোলারকে নিয়ে মাথা ঘামাই নাকি আমি? অ্যাণ্ডালাইট তস্করদের কি খবর জেনেছ, সেটা বলো।'

Banglapdf.net Exclusive!

'ভিজার, আমি কি করব...নিজেরা যদি দেখা না দেয় ওরা?'

'আমাদের পুল আক্রমণ করার জন্য পৃথিবীর প্রাণী সেজে গিয়েছিল,' ভিজার বলল। 'পৃথিবীর শক্তিশালী, মারাত্মক প্রাণীগুলোকে ব্যবহার করেছে ওরা। ওদের ডিএনএ জোগাড় করেছে কিভাবে, সেটা খুঁজে বের করো। আমার এখানকার বিশেষজ্ঞরা আমাকে জানিয়েছে, ওই প্রাণীগুলো পৃথিবীর এই অংশটাতে বাস করে না।'

'হ্যাঁ, ভিজার। আমি তা করব...'

'হ্যাঁ। কোরো। আরেকটা বিষয়, আরও ছয়জন মানুষ-কন্ট্রোলার জোগাড় করো, গার্ড বানানোর জন্য। ক্যানড্রোনাকে ঘিরে পাহারা জোরদার করতে হবে।'

'কি হচ্ছে?' ড্যানিয়েল জানতে চাইল।

'চ্যাপম্যানকে ধোলাই করছে ভিজার।'

'ডিউক থাকলে ভাল হতো। চ্যাপম্যানকে ধোলাই হতে দেখলে খুশি হতো ও।'

'আমাদেরকে ধরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ভিজার,' আমি বললাম। 'আমাদের অ্যাণ্ডালাইট ভাবছে এখনও ও। ক্যানড্রোনার চারপাশে নতুন গার্ডের ব্যবস্থা করতে বলছে। মানুষ-কন্ট্রোলার দিয়ে।'

'হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। হয়তো ও...'

দ্রুত পা নড়ালেন চ্যাপম্যান। জুতোর ডগার জোর খোঁচা লাগল আমার পাঁজরে।

'মিঁআঁউঁ!' শব্দটা আপনি বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

চেয়ারটা ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চ্যাপম্যান। ঢুকে পড়লেন ভিজারের হলোগ্রামের ভিতর। একটা সেকেণ্ড দুজনকে এক হয়ে থাকতে দেখলাম। দেখে মনে হলো, ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন দুজনে মিলে।

'কি হলো?' গর্জে উঠল ভিজার।

আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন চ্যাপম্যান। চোখে আতঙ্ক আর রাগ একই সঙ্গে খেলা করছে।

Banglapdf.net Exclusive!

খুলির সঙ্গে কান দুটো লেপ্টে ফেলেছি আমি। নখগুলো বেরিয়ে পড়েছে থাবা থেকে। দাঁত বেরিয়ে গেছে।

'সেই প্রাণীটা, ভিজার থ্রি। বিড়ালটা,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বললেন আতঙ্কিত চ্যাপম্যান।

রাগে হিসিয়ে উঠল ভিজার। 'তোমাকে যখন বলেছিলাম তখনই এটাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল ইনিস টু টু সিক্স।'

'কিন্তু ভিজার...' বলতে গেলেন চ্যাপম্যান।

'তবে এখন পর্যন্ত সব কিছুই আমার পক্ষে যাচ্ছে,' ভিজার থ্রি বলল। 'এখন আর কোন সন্দেহ নেই এই বিড়ালটা অ্যাণ্ডালাইট তস্কর।'

'ড্যানি, আমাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে,' আমি বললাম। 'ভালমত আটকা পড়েছি।'

'ওদের আর খুঁজে বেড়াতে হলো না আমাদের,' ভিজার থ্রি বলল। 'নিজেই এসে হাজির হয়েছে।'

'এটাকে মেরে ফেলব ভিজার?' চ্যাপম্যান জিজ্ঞেস করল।

'না। মেরো না। ধরো। এখুনি ধরো, অ্যাণ্ডালাইটে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার আগেই। এটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বাকিগুলোকেও পেয়ে যাব আমরা। শেষ অ্যাণ্ডালাইটটাকে নির্যাতন করে মজা পেয়েছিলাম বহুকাল আগে। তবে কি করে ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে হয়, জানি আমি। ধরো এটাকে। নিয়ে এসো আমার কাছে!'

Banglapdf.net Exclusive!

সতেরো

ঝাঁপ দিলেন চ্যাপম্যান। দুই হাত ছড়িয়ে, আমাকে ধরার জন্য থাবা মারলেন।

ফাঁদে পড়ে গেছি। বেরোনোর কোন পথ নেই। দরজা খুলে বেরোতে পারব না।

ফাঁদ!

ধরা দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই আমার।

বিড়াল-মগজটার সঙ্গে সমঝোতায় এলাম : আত্মসমর্পণ করব না।

থাবা থেকে পুরো বেরিয়ে গেছে আমার নখগুলো। বড় হয়ে গেছে চোখের মণি, সামান্যতম নড়চড়াও দেখার জন্য প্রস্তুত। আগেই বলেছি, খুলির সঙ্গে লেপ্টে গেছে কান। ক্ষুরধার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তরল ইস্পাতের মত হয়ে যাওয়া পেশির স্প্রিংগুলো ছুটে যাবে সামান্য ইঙ্গিতেই।

চ্যাপম্যানের হাতের ক্ষিপ্রতা মনে হলো ধীর হয়ে গেছে। স্লো মোশন ছায়াছবির মত। সব কিছুই খুব ধীর মনে হচ্ছে আমার বিড়াল-অনুভূতির কাছে। তবে আমার ক্ষিপ্রতা স্বাভাবিকই রয়েছে।

বিদ্যুৎ গতিতে সামনে এগিয়ে গেল আমার থাবা। মাংসে বসে গেল। চ্যাপম্যানের হাতের পিছন দিকে তিনটে উজ্জ্বল লাল লম্বা দাগ দেখা দিল।

রক্তের গন্ধ পেলাম।

'আহ্‌হ্‌হ্‌!' করে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন চ্যাপম্যান। পিছিয়ে গেলেন।

'ধরো ওকে!' গর্জে উঠল ভিজার।

'কি ব্যাপার?' ড্যানিয়েলের প্রশ্ন। 'মনে হচ্ছে অনেক বেশি নেচে বেড়াচ্ছি আমরা।'

BANGLAPDF.NET

 Banglapdf.net Exclusive!

চ্যাপম্যানের চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। আবার এগোলেন আমার দিকে। কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। বেরিয়ে যাওয়ার পথ নেই।

আবার থাবা চালালাম। আর্তনাদ করে উঠলেন চ্যাপম্যান।

তাঁর হাত চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে আমার নখ।

আমার কোমর চেপে ধরলেন তিনি। সেটা আমার পছন্দ হলো না। ওভাবে কারও ধরাটা পছন্দ করে না বিড়াল।

দাঁত বসিয়ে দিলাম। দশ পাউণ্ড ওজনের দাঁত-নখওয়ালা একটা মেশিন যেন একনাগাড়ে কেটে চলেছে। চ্যাপম্যানের হাতটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

'দারুণ একটা প্রাণী!' ভিজার থ্রি বলল। 'ছেড়ো না। শক্ত করে সোজা সামনে বাড়িয়ে দাও হাতটা। হ্যাঁ, হয়েছে।'

অনেক ক্ষতি করেছি। বিশ্বাস করো, ভীষণভাবে জখম করেছি চ্যাপম্যানকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমি যত ক্ষতিকারকই হই, মাত্র দশ পাউণ্ড ওজন আমার। আমার চেয়ে অন্তত আঠারো গুণ বড় চ্যাপম্যান।

এমনভাবে ধরেছেন এখন, থাবা চালিয়ে আর লাগাতে পারছি না তাঁর হাতে।

তবে কামড়ানোর সুযোগ এখনও আছে।

দিলাম কামড় বসিয়ে। বার বার কামড়াতে লাগলাম। তবে যতই জখম করি না কেন, তাঁকে মারতে পারব না। আমি তাঁকে থামাতে পারব না। ব্যথার যন্ত্রণার তুলনায় অনেক বেশি ভয় পান ভিজারকে।

'নিয়ে এসো আমার কাছে,' উৎসাহ জোগাল ভিজার। 'আমার কাছে আনো। ল্যাণ্ডিং সাইটে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার।'

'ভিজার...আউ...যদি এটা অ্যাণ্ডালাইট আকৃতিতে ফেরত যায়?'

'তোমার কাছে অস্ত্র আছে। রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করলেই মেরে ফেলবে।'

'হ্যাঁ...আহ্...পাজি জানোয়ার! হ্যাঁ, ভিজার, আমি সোজা চলে যাচ্ছি।'

'অ্যাণ্ডালাইট তস্করদের এবার মজা দেখাব আমি। ওই মেয়েটাকেও নিয়ে এসো।'

'মেয়েটা...মানে মেলিসা?' জিজ্ঞেস করলেন চ্যাপম্যান।

'বহুত আশকারা দিয়েছি। এই অ্যাণ্ডালাইট স্পাইটা তোমার বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে শুধু ওই মেয়েটার কারণেই। ওর জন্য আমি ইয়ার্ক বাছাই

Banglapdf.net Exclusive!

করেই রেখেছি। অ্যাণ্ডালাইটটার সঙ্গে ওকেও নিয়ে এসো। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না, ইনিস টু টু সিক্স। সিডোরা বড় ভয়ঙ্কর প্রাণী।'

উধাও হয়ে গেল ভিজার থ্রির হলোগ্রাম। আমাকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেললেন চ্যাপম্যান। শূন্যে থাকতেই মোচড় দিয়ে দেহ ঘুরিয়ে পাগুলো নিচের দিকে করে ফেলেছি আমি। চার পায়ের ওপর মেঝেতে পড়ে পিছলে গেলাম।

'সাংঘাতিক কিছু ঘটছে মনে হচ্ছে,' ড্যানিয়েলের কথা শুনতে পেলাম।

জবাব দেয়ার অবস্থায় নেই আমি। উঠে যখন সোজা হলাম দেখি ড্রয়ার খুলে ফেলেছেন চ্যাপম্যান। রক্তাক্ত হাতে বের করে আনলেন একটা পিস্তলের মত জিনিস, যেটা আগেও দেখেছি আমি। ড্র্যাকন বিম ছোঁড়ার হাতযন্ত্র।

যন্ত্রটা আমার দিকে তাক করে ধরলেন চ্যাপম্যান। কাঁপছেন। মুখের পেশিতে হেঁচকা টান পড়েছে। প্রতিটি টানের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে ছোট্ট যন্ত্রটা। আমি জানি, আমি পালানোর চেষ্টা করামাত্র রশ্মি ছুঁড়বেন।

'কি ঘটছে, দয়া করে খুলে বলবে আমাকে?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল। 'কয়েক সেকেণ্ড আগে কাছাকাছি আরেকটা গরম দেহের অস্তিত্ব অনুভব করেছি। রক্তের গন্ধ পেয়েছি।'

'ভাল জটিলতায় পড়া গেছে,' বললাম।

'কি জটিলতা?'

'আমার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছেন চ্যাপম্যান। তিনি বুঝে গেছেন, আমি সত্যিকারের বিড়াল নই। তিনি ভাবছেন, আমি অ্যাণ্ডালাইট। আমাকে ভিজার থ্রির কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি? খুব খারাপ কথা।'

'আরও খারাপ খবর আছে। মেলিসাকেও চায় ভিজার থ্রি।'

দরজা সামান্য ফাঁক করলেন চ্যাপম্যান। ওপরতলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'এখুনি নেমে এসো এখানে।'

আমাকে বোধহয় দরজার দিকে তাকাতে দেখলেন চ্যাপম্যান। হিংস্র, ভয়ানক হাসি ফুটল মুখে। 'চেষ্টা করে দেখো খালি, অ্যাণ্ডালাইট। যাও, দেখো। তোমাকে পুড়িয়ে দেবার ছুতো পেলে আর কিছু চাই না আমি, বয়ে নেয়ার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাব।'

BANGLAPDF.NET

 Banglapdf.net Exclusive!

দরজার দিকে পা বাড়ানোর বোকামি করলাম না আমি।

'আমার জীবনটাকে তুমি কঠিন করে তুলেছ,' চ্যাপম্যান বললেন। 'ভীষণ কঠিন। মেয়েটাকে যদি আমি ভিজার থ্রির হাতে তুলে দিই, আমার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়বে আমার বাহন। একজন অসহযোগী বাহনের সঙ্গে বাস করাটা যে কি কঠিন সে তুমি বুঝবে ন। তবে আমার কথা বিশ্বাস করো অ্যাণ্ডালাইট : খুশিমনে তোমাকে খুন করব আমি।'

দরজায় দেখা দিলেন মিসেস চ্যাপম্যান। 'কি ওটা?'

'এই বিড়ালটা একটা অ্যাণ্ডালাইট তস্কর। বিড়ালের রূপ নিয়েছে। ভিজার থ্রি ওকে চান। যে খাঁচাটায় ভরে ওকে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, সেটা নিয়ে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন মিসেস চ্যাপম্যান।

'এবার কি হচ্ছে?' ড্যানিয়েল জানতে চাইল।

'মিসেস চ্যাপম্যান একটা খাঁচা আনতে গেছেন,' আমি বললাম। ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। আমার কারণেই ইয়ার্করা মেলিসাকে কণ্ট্রোলার বানাবে এখন। আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরাজিত। সব কিছু ভজকট করে দিয়েছি।

খাঁচা নিয়ে এলেন মিসেস চ্যাপম্যান। শিক লাগনো ছোট দরজাটা খুললেন।

'ঢোকো,' ধমকে উঠলেন চ্যাপম্যান।

নড়লাম না।

'ঢোকো,' নিষ্ঠুর চাপা স্বরে হিসিয়ে উঠলেন তিনি। 'ঢোকো, নইলে এখানেই শেষ করে দেব।'

যা বলছেন, করবেন, বোঝা যাচ্ছে। হেঁটে ঢুকলাম খাঁচার ভিতর।

শিকের হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়ে, খাঁচাটা টান দিয়ে তুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে রওনা হলেন চ্যাপম্যান। 'যাও,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, 'জলদি গিয়ে...আহ্!'

শিকের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছি। টলে উঠতে দেখলাম তাঁকে। মুখের পেশিতে টান লাগছে, খিঁচুনি তুলছে মৃগী রোগীর মত। কোনমতেই মুখটাকে যেন স্বাভাবিক রাখতে পারছেন না। 'যাও...মেয়েটাকে...নিয়ে এসো...' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন।

BANGLAPDF.NET

যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন মিসেস চ্যাপম্যান, হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার চ্যাপম্যান, 'উফ্! আহ্!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি। 'ওহ্..আহ্...ও আমার সঙ্গে...লড়াই করছে...'

'বাহন বিদ্রোহ,' বিড়বিড় করলেন মিসেস চ্যাপম্যান। একই সঙ্গে যেন বিস্মিত আর আতঙ্কিত তিনি। পরক্ষণে থাপ্পড় মারতে শুরু করলেন নিজের গালে। 'আহ্! আমারটা...আমারটাও...'

'থামো, চ্যাপম্যান,' চ্যাপম্যানের মুখ দিয়ে ইয়ার্কটা বলাল। 'থামো, নইলে তোমাকে আমি নরম করার ব্যবস্থা করব। আমি তোমাকে ভেঙে চুরমার করব, তারপর শুধু খোলসটা ফেলে রেখে যাব। জিততে তুমি পারবে না। বিদ্রোহ করে কোন বাহনই আজ পর্যন্ত পার পায়নি।'

কিন্তু থামলেন না আসল চ্যাপম্যান।

এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর। অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, তাকানোও যায় না, আবার চোখ ফেরানোও যায় না। যে কেউ দেখলে এখন ভাববে আমাদের অ্যাসিসট্যান্ট প্রিন্সিপাল আর তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন। বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার চ্যাপম্যান, দেহ মোচড়াচ্ছেন, পেশিতে খিঁচুনি, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না এখনও।

'ইয়ার্কের সঙ্গে লড়াই করছেন চ্যাপম্যানরা!' ড্যানিয়েলকে জানালাম। 'বাধা দিচ্ছে তাঁদের আসল মগজ। দেহটার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ইয়ার্ক, মানুষ, দুজনেই। একে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। নিজের গলা নিজে টিপে ধরেছেন মিসেস চ্যাপম্যান। ইয়ার্করা কর্তৃত্ব ফেরত পাবার চেষ্টা করছে। ভয়াবহ দৃশ্য!'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! বিশ্বাস করতে পারছি না এমন প্রবলভাবে বাধা দিতে পারে বাহনরা!'

'মেলিসার জন্যই পারছেন। তাঁরা তাঁদের মেয়ের জন্য লড়ছেন।'

'আহ্!' চেঁচিয়ে উঠলেন চ্যাপম্যান। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি জিতে যাচ্ছি, জিতে যাচ্ছি, চ্যাপম্যান। বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবে না।'

এবং কথাটা সত্য। হেরে যাচ্ছেন আসল চ্যাপম্যান। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে আবার ইনিস টু টু সিক্স।

মিসেস চ্যাপম্যানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বিদ্রোহী হাত দুটোকে তাঁর গলা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে মাথার ভিতরে থাকা ইয়ার্কটা।

Banglapdf.net Exclusive!

কিন্তু দুজনের একজনকেও সুস্থ মনে হচ্ছে না।

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন,' ড্যানিয়েলকে জানালাম। 'ইয়ার্করা আবার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে, তবে দেহ দুটোকে একেবারে বিধ্বস্ত লাগছে। ঘামছে। ফ্যাকাশে চেহারা। থরথর করে কাঁপছে। বার বার খিঁচুনি তুলছে।'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন চ্যাপম্যান। কিংবা বলা ভাল, তাঁর মগজে বসা ইয়ার্কটা তাঁর চোখ দুটোকে আদেশ দিল ইয়ার্ক ঢুকে থাকা অন্য বাহনের দিকে তাকাতে। এখন আর চ্যাপম্যানকে চ্যাপম্যান ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার। চোখের সামনে দেখেছি, ভিন্ন দুটো প্রাণী কিভাবে দুজনকে মানুষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করল।

এক খুলির ভিতরে দুটো ভিন্ন প্রাণীর মন থাকলে কি সমস্যা হয় তা আমি ভাল করেই জানি। প্রবলটার সঙ্গে কোনমতেই পেরে ওঠে না দুর্বলটা। তবে তারপরেও দেহটার নিয়ন্ত্রণ নেবার জন্য রীতিমত লড়াই করতে হয়। আমি যখন ছুঁচোয় রূপান্তরিত হয়েছিলাম, ছুঁচোর মগজটা আমাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছিল, একটু আগে যেমন ইয়ার্কটা নিজের কর্তৃত্ব বহাল করার জন্য চ্যাপম্যানের মগজের সঙ্গে লড়াই করেছে।

চ্যাপম্যানের মুখ দিয়ে ইয়ার্কটা বলাল, 'আবার আমি নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি।'

মিসেস চ্যাপম্যান মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর ইয়ার্কটা বলল, 'আমিও। তবে কোনমত। নিজের বাচ্চাকে বাঁচাতে ক্রমাগত ভয়ানক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওরা, এই মানুষ দুটো।'

'আর লড়াই ওরা বন্ধও করবে না। এ রকম একটা বাহনের আড়ালে লুকিয়ে থাকাও কঠিন হবে আমার জন্য, প্রতিটি মুহূর্ত যার মগজ বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে। প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয় আমাকে। এখনকার মত মার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করেছে বটে, তবে যে কোন সময় আবার হামলা চালাবে।' হতাশ মনে হলো রেগে যাওয়া চ্যাপম্যানের ইয়ার্কটাকে। 'বোকা নয় ও। চ্যাপম্যান জানে, জিততে পারবে না...জানে, প্রতিটি লড়াইয়েই হার হবে ওর, ক্রমেই দুর্বল হবে, তা-ও হাল ছাড়বে না।'

আমার খাঁচায় লাথি মারলেন মিসেস চ্যাপম্যান, যেন সমস্ত দোষ আমার। 'হ্যাঁ। স্কুলে অভিভাবকদের কোনও মিটিঙের অপেক্ষা করবে, তারপর আবার আঘাত হানবে। ওরা ভাববে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

Banglapdf.net Exclusive!

চ্যাপম্যানের চোখ দুটোকে খেপাটে দেখাচ্ছে। ঘড়ি দেখলেন। 'অ্যাণ্ডলাইটটাকে ভিজারের কাছে নিয়ে যাই। হয়তো...হয়তো তাঁকে বোঝাতে পারব।'

'যাও, জলদি,' মিসেস চ্যাপম্যান বললেন।

টান দিয়ে খাঁচাটা আবার তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন চ্যাপম্যান। ইচ্ছে করেই যেন ডোরনবের সঙ্গে খাঁচা সহ বাড়ি খাওয়ালেন আমাকে।

'বাবা? বাবা? কি করছ?'

মেলিসার কণ্ঠ। লিভিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে। কখন এল ও, দেখিনি। কোথায় ছিল? মনে মনে দোয়া চাইতে থাকলাম, ও যেন সব দেখে না থাকে। যদি বাবা-মায়ের বিদ্রোহের দৃশ্য দেখে থাকে, দুই ইয়ার্কের কথাবার্তা শুনে ফেলে থাকে, তাহলে আর কোন আশা নেই ওর।

থামলেন না চ্যাপম্যান।

'বাবা?' মেলিসার ডাক শোনা গেল। 'কিটিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'মেলিসা,' ড্যানিয়েলকে জানালাম, 'এখনও যদি সরে না যায়, বিপদে পড়বে। জোর করে ওকে ধরে নিয়ে যাবে ইয়ার্করা।'

'বাবা?' ভীত মনে হচ্ছে এখন মেলিসাকে। দৌড়ে আসছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন চ্যাপম্যান। বাধা তো দিচ্ছেনই না, বরং ইয়ার্কটাকে সহযোগিতা করছেন এখন আসল চ্যাপম্যান। বুঝতে পারছেন, বাধা দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে ফেলবে তাঁর মেয়ে।

'কিটি!' চেঁচিয়ে উঠল মেলিসা।

একটাই ভরসা এখন আমাদের। 'ক্রিস?' নীরব চিৎকার ছুঁড়ে দিলাম ওর উদ্দেশ্যে, আমার থট-স্পিকের ক্ষমতাকে যতটা সম্ভব জোরাল করে। 'ক্রিস, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জবাবটা মৃদু, তবে ক্রিস্টোফারই কথা বলল। 'হ্যাঁ, জুলি।'

'আসল কিটিকে দরকার এখন আমাদের। খুবই জরুরি। এখনই চাই।'

'জুলি, কি হচ্ছে এখন?' ড্যানিয়েল জানতে চাইল।

'কিটি!' শুধু বললাম।

চিৎকার করছে মেলিসা, 'কিটিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? বাবা, থামো?'

Banglapdf.net Exclusive!

আঠারো

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। বৃষ্টিভেজা রাতের অন্ধকারে। মেলিসা ফোঁপাচ্ছে। কি ঘটছে জানতে চাইছে ড্যানিয়েল। যতটা দ্রুত সম্ভব, হেঁটে চলেছেন চ্যাপম্যান।

বাবার হাত আঁকড়ে ধরল মেলিসা। ভীষণভাবে দুলে উঠল খাঁচাটা।

'নিয়ো না, বাবা, নিয়ো না। কিটিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কি করছ তুমি, বাবা?'

গাড়িটা দেখতে পেলাম ড্রাইভওয়েতে। প্রায় চলে এসেছি ওটার কাছে।

হঠাৎ বিড়ালের ভীত কণ্ঠের আর্তনাদ শুনলাম। একই সঙ্গে গর্জন করছে। হিসিয়ে উঠছে।

লনের ওপর দিয়ে বুলেটের মত ছুটে এল ওটা।

আসল কিটি।

এমনভবে ছুটছে ওটা যেন দুনিয়ার যত দৈত্য-দানব সব ওর পিছনে লেগেছে।

অন্ধকারে মানুষের চোখ বুঝতে পারবে না কিসে ভয় দেখিয়েছে কিটিকে। কিন্তু আমার বিড়ালের চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে থেকে, কালো ছায়ার মত উড়ে আসছে ক্রিস্টোফার।

নিজের খাঁচাটা নিশ্চয় চিনতে পারছে কিটি। বুঝতে পারছে ওটার ভিতর ঢুকতে পারলে পিছনে তেড়ে আসা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

Banglapdf.net Exclusive!

খাঁচাটাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল ও। শিক আঁকড়ে ধরে তলায় বিছানো প্ল্যাস্টিকে নখ বিঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

একটা স্তব্ধ মুহূর্ত তাকিয়ে রইল এমন একটা প্রাণীর দিকে যেটা দেখবে কখনও আশা করেনি ও। ওর নিজের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আমার জন্যও বিষয়টা অদ্ভুত। আমার মাথার বিড়াল-মগজটা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। নতুন আসা প্রাণীটার গন্ধ অবিকল নিজের মত লাগছে ওটার কাছে। কোন মানে বের করতে পারছে না। বিড়ালের মগজে এ ধরনের কোন কিছু প্রোগ্রামিং করা নেই। আমার মানুষের মন দেখল, কিটির মাথায় একটা ছোট কাটা দাগ। সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য ভাল একটা খামচি দিয়েছে ওকে ক্রিস্টোফার।

'কিটি?' মেলিসা বলল। 'কিন্তু...' খাঁচার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ও।

তাড়াতাড়ি বললেন মিস্টার চ্যাপম্যান, 'না না, দেখো না। এটা কিটি নয়। আরেকটা বিড়াল, চুরি করে আমাদের বেযমেণ্টে ঢুকে পড়েছিল। এটা ভিন্ন প্রাণী। ওর মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু প্রথমেই আমাকে সে-কথা বললে না কেন?'

দ্বিধান্বিত মনে হলো চ্যাপম্যানকে। 'আমি...আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।'

এমনভাবে পিছিয়ে এল মেলিসা যেন ঠাস করে ওর গালে প্রচণ্ড চড় মেরেছে কেউ। 'কিন্তু বাবা, আমি এত কাঁদলাম, কিছুই খেয়াল করনি?'

'সরি,' কাঁধ ঝাঁকালেন চ্যাপম্যান। খাঁচাটা পিছনের সিটে রাখলেন।

চলতে শুরু করল গাড়ি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। আপাতত কিছু সময়ের জন্য নিরাপদ এখন মেলিসা।

'দারুণ দেখালে, ক্রিস,' আমি বললাম। মনে হয় আমার কথা শুনতে পায়নি ও। জানালাটা ওপরে, ওখান দিয়েও কিছু দেখার উপায় নেই। ক্রিস্টোফার, ডিউক আর হ্যাপি এখন কাছাকাছিই আছে কি না তা-ও জানি না।

'ড্যানি? তুমি কি এখনও আমার সঙ্গে আছো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আছি। কি ঘটছে এখন কিছু বলতে পারবে আমাকে? উকুন হয়ে লুকানো সহজ, তবে আশপাশের কিছুই দেখা যায় না।'

Banglapdf.net Exclusive!

‘একটা খাঁচায় ভরা হয়েছে আমাকে। গাড়ির সামনের সিটে বসেছেন চ্যাপম্যান। রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে আমার দিকে নজর রাখছেন। ড্র্যাকন বিম ছোঁড়ার যন্ত্রটা এখনও আছে তাঁর হাতে। মনে হয় ভাল বিপদেই পড়েছি।’

‘তারমানে এখনও আমরা পরাজিত হইনি,’ ড্যানিয়েল বলল।

‘ড্যানি, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা বোধহয় হয়ে এল। আমার আগেই তোমাকে রূপান্তরিত হতে হবে। বেরিয়ে গিয়ে আবার নতুনভাবে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসতে হবে।’

‘এখনও যথেষ্ট সময় আছে আমাদের হাতে,’ ড্যানিয়েল বলল।

‘আমার তা মনে হয় না।’

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পড়ে প্রচণ্ড লাফানো শুরু করল গাড়ি।

‘আবার আমাকে বের করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গা থেকে পড়ে যেয়ো তুমি,’ বললাম। ‘খবরদার, রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আবার অন্য কারও গায়ে সওয়ার হয়ো না।’

গাড়ি থামল।

‘জুলি, তোমাকে একা ফেলে কিছুতেই যেতে পারব না আমি,’ ড্যানিয়েল বলল।

আমি জানি, আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু তারপরেও ওর কথা উন্মাদ করে তুলল আমাকে। ‘ড্যানি, আমরা ফাঁদে পড়েছি। তাঁর হাতে ড্র্যাকন বিম আছে, আর আমি খাঁচায় বন্দি। ভিজার থ্রি আমাকে নিতে আসবে। ওদের সামনে মরফিং করা চলবে না আমাদের। হলেই বুঝে যাবে আমরা মানুষ। বাকি সবাইকে ধরতে সময় লাগবে না ওদের। ইয়ার্কদের থামানোর আশা-ভরসার এখানেই ইতি আমাদের। ড্যানি, তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পারছ এ সব।’

‘এখনও পরাজিত হইনি আমরা,’ একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল ড্যানিয়েল।

‘নিজেদের বাঁচানোর এখন একটাই উপায় আছে আমার,’ জুলিয়া বলল, ‘বিড়ালের দেহে আটকে থাকা। হয়তো ওরা আমাকে...কি করবে বুঝতেই পারছ...তবে তোমাদেরকে আর চিনতে পারবে না। অ্যাণ্ডালাইটই ভাববে। এই যে, তোমার নামার সময় হয়েছে।’

গাড়ি থেকে নামলেন চ্যাপম্যান। ঘুরে এসে পিছনের দরজাটা খুললেন।

Banglapdf.net Exclusive!

‘ভিজারের সঙ্গে মোলাকাতের সময় এসেছে, অ্যাণ্ডালাইট। আশা করি তাঁর সঙ্গে চমৎকার কিছুক্ষণ সময় কাটবে তোমার।’

পিছনের সিট থেকে তুলে নিলেন আমাকে চ্যাপম্যান। শিকের ফাঁক দিয়ে তাকালাম।

‘কন্সট্রাকশন সাইটে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের,’ ড্যানিয়েলকে উদ্দেশ্য করে বললাম। ‘এখন নামো আমার গা থেকে।’

‘আমি চলে গেলে তুমি একা একা...’

ড্যানিয়েলের সঙ্গে তর্ক করতে আর ভাল লাগছে না। ‘সরি, ড্যানি, তোমাকে নামতেই হবে,’ বলে পিছনের পা দিয়ে মাথা চুলকাতে শুরু করলাম।

‘আরে...আরে কি করছ?’

‘চুলকাচ্ছি। উকুন ফেলার জন্য।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, থামো। মনে হচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে। ঠিক আছে, জুলি, তোমার কথাই মেনে নিলাম।’

খাঁচাটা বয়ে নিয়ে কন্সট্রাকশন সাইটে ঢুকলেন চ্যাপম্যান। ওপর থেকে তাকিয়ে আমার নিচে মাটি সরে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। শিকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি অর্ধসমাপ্ত বাড়িঘরগুলো। ঠিক সেই জায়গাটা চোখে পড়ল, যেখানে ভয়ে আধমরা হয়ে লুকিয়ে থেকে ভিজার থ্রির কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম আমরা। এখানেই ভয়ঙ্কর এক বিশাল দৈত্য হয়ে অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্সকে গিলে ফেলেছিল ভিজার।

প্রিন্সের শেষ মৃত্যুচিৎকার এখনও যেন কানে বাজে। হেরে গিয়েছিল প্রিন্স। এখন হারছি আমি।

আর কোন আশা নেই। ইয়ার্কদের মত প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যাওয়াটাই হয়তো বোকামি হয়েছে আমাদের।

‘চলে যাও এখান থেকে, ড্যানি,’ আমি বললাম।

‘যাচ্ছি, জুলি। এই যে, গেলাম...মনের জোর রেখো, হাল ছেড়ে দিয়ো না।’

‘যাও, ড্যানি, সাবধানে থেকো।’

‘লাফ দিলাম...’

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

কয়েক সেকেণ্ড পর, আমাকে সহ খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন চ্যাপম্যান। খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুজনেই তাকিয়ে আছি অন্ধকারের দিকে।

ড্যানিয়েল সত্যিই চলে গেছে কি না বোঝার জন্য বললাম, 'ড্যানি? ড্যানি?'

জবাব এল না।

'ড্যানি, শোনো, জবাব দাও। আমি মত বদলেছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকো।' আমাকে মিথ্যে বলে থাকলে এখন জবাব দেবে ও। 'শুনছ, ড্যানি? আমি মত বদলেছি। তোমাকে আমার দরকার।'

জবাব নেই। সত্যি সত্যি চলে গেছে ও। মন খারাপ লাগলেও খুশি হলাম। ড্যানিয়েল বাঁচলে বাকিরাও বাঁচবে, কিছুটা আশা অন্তত থেকে যাবে।

কিন্তু একাকিত্বের অনুভূতি বড় ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। বাতাস কেটে দ্রুত ছুটে আসছে বড় কোন জিনিস। খাঁচার ফাঁকে মুখে চেপে ধরে ওপরে তাকালাম। তিনটে মহাকাশযান দেখলাম, কন্‌স্ট্রাকশন সাইটে নামছে।

দুটো ছোট, বাসের সমান। পোকার মত চেহারা। যেন দুটো মস্ত গুবরেপোকা মাথার দুটো কাঁটাওয়ালা শুঁড়কে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে উড়ে আসছে। শুঁড় দুটো অ্যান্টেনা। পোকার মত দেখতে বলেই অ্যাণ্ডালাইটরা ওগুলোর নাম রেখেছে বাগ ফাইটার।

তৃতীয়টা ওগুলোর তুলনায় অনেক বড়। দেখতে অনেকটা দুই ফলাওয়ালা কুড়ালের মত। কুচকুচে কালো রং। চেহারাটা ভয়ানক। ধীরে ধীরে যতই নামছে ওটা, আমার ভয় ততই বাড়ছে।

আমার ভিতরের বিড়ালটা ভয় পাচ্ছে না। ভয় পাচ্ছি আমি, মানুষটা। বিড়ালটা জানে না কালো জিনিসটা কি। আমি জানি। আগে দেখেছি। অ্যাণ্ডালাইটরা ওটার নাম রেখেছে ব্লেড শিপ।

ভিজার থ্রির ব্যক্তিগত শিপ ওটা। আর আতঙ্ক যেন বিচ্ছুরিত হয় যানটার গা থেকে। আতঙ্কে ঘামতে থাকা চ্যাপম্যানের গায়ের গন্ধ নাকে আসছে আমার।

তাঁর মগজের ইয়ার্কটা যে ভয় পাচ্ছে, তাতে আমি খুশি। হয়তো সিডোরায় রূপান্তরিত হয়ে ওটাকে চ্যাপম্যানের মাথা থেকে বের করে খেয়ে

Banglapdf.net Exclusive!

ফেলবে ভিজার। হয়তো খুন হওয়ার আগে কয়েকটা মুহূর্ত অন্তত একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন তিনি। আমি চাই গিলে ফেলার আগে ইয়ার্কটাকে ভালমত যন্ত্রণা দিয়ে নিক ভিজার।

হয়তো দেবে।

ভয় এক ধরনের মারাত্মক ঘুণপোকা। দেহটাকে কুরে কুরে খায়। নাড়ীভুঁড়ি চিবায়। হৃৎপিণ্ডে ফুটো করে। দেহকে শূন্য, ফোঁপরা বানিয়ে দেয়। অদ্ভুত একা আর নিঃসঙ্গ মনে হতে থাকে।

আমারও তা-ই হচ্ছে!

দুটো বাড়ির মাঝখানের খোলা জায়গায় নামল ব্লেডশিপটা। দুই পাশে নামল দুটো বাগ ফাইটার। মহাকাশযানগুলোর পাশে অদ্ভুত লাগছে হলুদ রং করা মাটি সরানোর দৈত্যাকার যন্ত্র আর্থমুভার আর মাটি সমান করার গ্রেডারগুলোকে।

এত বড় আর্থমুভারগুলোকে মনে হচ্ছে খেলনা। ভিনগ্রহের যানগুলোকে মনে হচ্ছে মারাত্মক অস্ত্র।

ভয় লাগছে আমার। বিড়ালের সাহস দিয়ে সেটাকে ঢাকার চেষ্টা করলাম। কিছুটা সফলও হলাম। তারপর ব্লেড শিপের দরজা খুলে গেল। সাহস উধাও হয়ে গেল আবার আমার।

রয়ে গেল শুধুই ভীতি।

Banglapdf.net Exclusive!

উনিশ

অ্যাণ্ডালাইটের দেহ নিয়ে স্বশরীরে আসা ভিজার থ্রি হলোগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। তবে এমনিতে দেখে কারও কাছে ভয়ঙ্কর মনে হবে না, অন্তত যখন ওর স্বাভাবিক অ্যাণ্ডালাইটের শরীর নিয়ে আসে। অ্যাণ্ডালাইটরা দেখতে অদ্ভুত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভীতিকর নয়।

একজন স্বাভাবিক অ্যাণ্ডালাইটের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তার সঙ্গে ভিজার থ্রির অ্যাণ্ডালাইট বাহনের তফাৎটা বুঝতে পারি, কারণ একটা শয়তান প্রাণী বাসা বেঁধে রয়েছে বাহনটার মগজে। মনে হয় যেন কোনও ধরনের কালো আভা বেরোচ্ছে। এমন কিছু, যা মনের ওপর ছায়া ফেলে।

ভিজার থ্রি। চ্যাপম্যানও ওকে যমের মত ভয় করেন।

দুই পাশে দুই হোর্ক-বাজির বডিগার্ডকে নিয়ে শিপ থেকে নামল ভিজার। হোর্ক-বাজির দুটোর হাতে ড্র্যাকন বিম। যদিও ওদের দেহ দেখে মনে হয় না আলাদা অস্ত্রের প্রয়োজন আছে। ওরা নিজেরাই একেকটা অস্ত্র ভাণ্ডার। সারা গায়ে অসংখ্য ধারাল বাঁকা ছুরির ফলার মত ছুরি বসানো। কপাল থেকে শুরু হয়েছে সেগুলো। কনুইতে আছে, কব্জিতে আছে, লেজের মাথায়ও আছে, এক গুচ্ছ কাঁটার মত। পা দুটো দেখতে ক্রিস্টোফারের নখর লাগানো আঙুলওয়ালা পায়ের মত, তবে অনেক বড়, আর দেহটা দেখতে টাইরানোসরাস রেক্সের মত।

সাত ফুট লম্বা, কিছু বেশিও হতে পারে। অ্যাণ্ডালাইট প্রিন্স আমাদের বলেছিলেন, এরা দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও খুব শান্ত আর ভালমানুষ স্বভাবের। ইয়ার্করা ওদের গোলাম বানিয়েছে। হোর্ক-বাজিরদের চেহারা দেখে

Banglapdf.net Exclusive!

কিছুতেই ওদের নিরীহ মনে হয় না, মনে হয় একেকটা কিলিং মেশিন বা খুনের যন্ত্র।

হোর্ক-বাজিরদের পিছনে এল চারটে টোটেম।

এদের চেহারা বুঝতে হলে প্রথমে একটা শতপদীর চেহারা কল্পনা করতে হবে। সেই শতপদীটা মানুষের দ্বিগুণ লম্বা, আর দ্বিগুণ মোটা, জড়িয়ে ধরেও বেড় পাবে না কোন মানুষ। দেহের সামনের এক-তৃতীয়াংশ ওপরে খাড়া করে রাখে প্রাণীটা। পিছনের শতপদীর মত পাগুলো বাঁকা, মাথাটা চোখা। আর সামনের পাগুলো বেশ বড়, চিংড়ির দাড়ার মত, মুখের কাছে উঠে এসেছে সেগুলো। মাথা বলতে কিছু নেই, শুধু একটা গোল পাইপের মুখ। তাতে বসানো ছোট ছোট শুঁড়ের ওপর চারটে গোল গোল চোখ, দেখে মনে হয় লাল জেলি দিয়ে বানানো, জ্বলজ্বলে। পাইপের মুখটাই প্রাণীটার মুখ। কিনার থেকে সামান্য ভিতরে চারপাশ ঘিরে লাইন দিয়ে বসানো সারি সারি ধারাল দাঁত, ছোট ছোট, করাতের দাঁতের মত।

অ্যাণ্ডালাইট আমাদের জানিয়েছে, স্বেচ্ছ-বাহন হিসেবে ইয়ার্কদের দলে যোগ দিয়েছে ওরা। ইয়ার্কদের মিত্র।

এতসব ভয়ঙ্কর চেহারার প্রাণীর মাঝখানেও ভিজার থ্রিকে দেখলে গায়ের চামড়া শিরশির করে।

এখানে হলোগ্রাম কমিউনিকেটর নেই, তাই অ্যাণ্ডালাইটের মতই থট-স্পিকের মাধ্যমে কথা বলল ভিজার। আমরা যখন রূপান্তরিত হই, অনেকটা এভাবেই কথা বলি আমরা।

'এটাই অ্যাণ্ডালাইট তস্কর?' চ্যাপম্যানকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ভিজার।'

আমার দিকে এগোল ভিজার থ্রি। চারপায়ে ভর দিয়ে, উদ্ধত, অহংকারী ভঙ্গিতে। অ্যাণ্ডালাইট দেহটা দেখে মনে হয় হরিণ, মানুষ আর কাঁকড়া বিছের মিশ্রণ। তার প্রধান চোখ দুটো আমার ওপর স্থির। মাথার ওপরের শুঁড়ে বসানো চোখ দুটো সার্চলাইটের মত ঘুরে ঘুরে চারদিকে সতর্ক নজর রাখছে। আমার খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে এল ও।

সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। নাকের জায়গায় কয়েকটা লম্বা ফুটো, নিঃশ্বাসের তালে তালে খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। বড় বড় পটলচেরা মূল চোখ দুটো খাঁচার ফাঁকের কাছে এনে, আমাকে দেখার সময় আমিও ভাল করে দেখার সুযোগ পাচ্ছি।

Banglapdf.net Exclusive!

আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে মুখটা। চেষ্টা করলে শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা বের করে রক্তাক্ত করে দিতে পারি।

কিন্তু ভয় যেন আমাকে চেপে ধরে রেখেছে। আতঙ্কে অসুস্থ বোধ করছি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ওই চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছি না। ভয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম।

'এখন তোমার সাহস কোথায় গেল, মাই ডিয়ার অ্যাণ্ডালাইট ফ্রেণ্ড?' জিজ্ঞেস করল ভিজার থ্রি।

এই প্রথম আমাদের মধ্যে কারও সঙ্গে সরাসরি কথা বলল ভিজার। ওর কথা আমার মগজে বাজতে লাগল। অসম্ভব নিষ্ঠুর, ঘৃণা আর শয়তানিতে ভরা। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী। আমাকে যখন অ্যাণ্ডালাইট বলে ডাকল, চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, 'না না, ভিজার, আমি অ্যাণ্ডালাইট নই! মানুষ! সাধারণ মানুষ!'

বুঝলাম, ওর প্রচণ্ড ক্ষমতার সামনে দাঁড়াতে পারব না। ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পারব না। সব কথা গরগর করে বলে দেব। ওর ক্ষমতা আমার ক্ষমতার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। ও একটা মহাক্ষমতাধর বাহিনীর প্রধান, দোর্দণ্ড প্রতাপে নের্তৃত্ব করছে। আর আমি? বোকা একটা মেয়ে।

ভিজারের কালো আতঙ্কে যখন এ সব কথা ভাবছি, সামনে এসে দাঁড়াল আরেকটা মন।

আমি একা নই। মাথার ভিতরে আরেকটা মগজ আছে। যেটার মনে ভিজার থ্রি নামক প্রাণীর কোন অস্তিত্বই নেই। কিটি। কিটির মনেও ভয় আছে, তবে আমার ভয়ের চেয়ে আলাদা। কিটি ভয় করে বড় শিকারি পাখিকে। বড় ঘেউ ঘেউ করা কুকুরকে। আমার চেয়ে অনেক বড় হুলো বিড়ালকে।

ভিজার থ্রি কিটিকে ভয় দেখাতে পারে না।

আতঙ্কের একেবারে শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে কিটির মগজের কাছে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলাম। শান্ত বিড়াল-মগজের আড়ালে আত্মগোপন করে বাঁচলাম।

চ্যাপম্যানের হাত থেকে খাঁচাটা নিল ভিজার। উঁচু করে ধরল ভাল করে ভিতরে দেখার জন্য।

এখন আমি কি করব? অর্থাৎ কিটি কি করবে? ছোট্ট লাল নাকটা শিকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাতাসে গন্ধ নিল।

এই প্রাণীটা কি বোঝার চেষ্টা করছে। ভাল করে গন্ধ নিল।

'পুলের কাছে যে প্রাণীটা হামলা চালিয়েছিল, কমলা-কালো ডোরা কাটা, এই প্রাণীটাও ওটারই মত,' ভিজার বলল।

বুঝতে একটা সেকেণ্ড সময় লাগল আমার। ড্যানিয়েল। ড্যানিয়েলের কথা বলছে। বাঘে রূপান্তরিত হয়ে ইয়ার্ক পুলের ধারে লড়াই করেছিল ও।

'হ্যাঁ, ভিজার,' চ্যাপম্যান বললেন। 'একই গোষ্ঠীর প্রাণী এগুলো। বিড়াল। এই প্রজাতিটা ছোট।'

'আমার চাকর ইনিস টু টু সিক্সকে জখম করেছ তুমি, অ্যাণ্ডালাইট,' ভিজার থ্রি বলল আমাকে। 'তবে কেউ কখনও ভীতু বদনাম দিতে পারেনি তোমাদের। তোমরা একটা বোকা জাতি, কিন্তু দুঃসাহসী।'

এর কি জবাব দেব? বলব, আপনাকে ধন্যবাদ?

'জবাব দাও না কেন, অ্যাণ্ডালাইট? আমি জানি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ। এই না বোঝার ভান করে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি কি, আমি জানি।'

কিছুই বললাম না। কোন কিছু ভাবতে চাইলাম না। ভয় পাচ্ছি কিছু বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে ও, আমি অ্যাণ্ডালাইট নই। যদি একবার বুঝতে পারে, আমি মানুষ, আমার বন্ধুরা আর কেউই বাঁচতে পারবে না।

ওদের বাঁচাতে হলে এই শরীরেই আটকে থাকতে হবে আমাকে।

ভিজারের নির্যাতনে এই শরীরেই মারা যেতে হবে আমাকে, তাহলে আমার গোপন কথাগুলো জানতে পারবে না আর ভিজার।

খাঁচাটা নামিয়ে রাখল ভিজার থ্রি। চ্যাপম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন বলো, মেয়েটা কোথায়। ইনিস ফোর ফাইভ ফাইভকে কথা দিয়েছি, বাহন হিসেবে মেয়েটাকে ওকে দেব। যতদূর জানি, একই লাইন থেকে জন্ম হয়েছে তোমাদের দুজনের। মাদার শিপে নিয়ে মেয়েটাকে কণ্ট্রোলার বানাব। কাল ফিরিয়ে দেব। কোথায় ও?'

'ভিজার...আমি...' ভয়ে বলতে পারছেন চ্যাপম্যান।

মুহূর্তে শিষ্টতার মুখোশ খসে পড়ল ভিজারের। বিড়ালের চোখের দৃষ্টিও এত ক্ষিপ্র নয়, যতটা ক্ষিপ্রতায় চ্যাপম্যানের গলা চেপে ধরে লেজের ছুরিটা গলার কাছে নিয়ে এল ও। ছুরির মারাত্মক চোখা মাথাটা ঠেকে রয়েছে চ্যাপম্যানের কণ্ঠায়।

Banglapdf.net Exclusive!

'আমার অবাধ্য হতে চাও?' ফোঁস-ফোঁস করে উঠল ভিজার, ক্রুদ্ধ সাপের মত।

'না না না, ভিজার,' পাতার মত থরথর করে কাঁপছেন চ্যাপম্যান। 'আমি ভুলেও আপনার অবাধ্য হওয়ার কথা ভাবি না। শুধু এই...বাহনটা। চ্যাপম্যান। সে আর ওর বউ বিদ্রোহ করেছিল।'

'নিজের বাহনকে সামলাতে জানো না?' গর্জে উঠল ভিজার। 'তুমি কি ভাবছ, আমার মাথায় যে অ্যাণ্ডলাইট মগজটা আছে, সেটা কখনও বাধা দেয় না? তোমার কি ধারণা, আমার অ্যাণ্ডলাইট-মগজের চেয়ে তোমার মানব-মনটা বেশি শক্তিশালী?'

চ্যাপম্যানের জন্য পরিস্থিতিটা ভাল যাচ্ছে না। তাঁর আসল মগজটারও না, আর যে প্রাণীটা তাঁর মগজকে দাবিয়ে দিয়ে দেহটা দখল করে কণ্ট্রোলার বানিয়েছে, তার জন্যও না।

'ভিজার, আমি...আমি শুধু খবর জানাচ্ছি আপনাকে। আমার বাহন এখন পুরোপুরি আমার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এই দেহটা নিয়ে আমাকে সারাক্ষণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। মানুষের সমাজে আমি একটা দায়িত্বশীল পদে বসে আছি। মানসিক রোগ নামে একটা ভয়ঙ্কর রোগ আছে মানুষের। বাহন-বিদ্রোহের কারণে যদি সেটা সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, আমি আমার পদ হারাব, অবস্থান হারাব। আমার তখন আর কোন মূল্য থাকবে না, আপনার উপকারে লাগতে পারব না।'

'এখনও তুমি আমার কোন উপকারে লাগতে পারছ না,' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল ভিজার।

'ভিজার, আমার বাহন সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলার প্রার্থনা জানাচ্ছে,' চ্যাপম্যান বললেন।

দ্বিধা করল ভিজার। শিঙের মাথায় বসানো তার চোখ দুটো চারপাশে ঘুরে বিপদের সন্ধান করছে। আমিও চারপাশে তাকালাম। ধার করা চোখ দিয়ে অন্ধকারে কতখানি ভাল দেখছে ভিজার, জানার উপায় নেই আমার। কিন্তু আমার জন্য অন্ধকার কোন সমস্যা নয়।

কি দেখতে চাইছি আমি জানি না। চোখে পড়ছে হোর্ক-বাজির, টোটেম, ইয়ার্ক শিপ, নীরবতা আর অন্ধকার, বাড়িঘর, নিঃসঙ্গ যন্ত্রপাতি।

তারপর একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। কন্সট্রাকশন সাইট ঘিরে রাখা বনের কিনারে। স্যাঁৎ করে সরে গেল একপাশ থেকে আরেক পাশে। মানুষের চোখ হলে দেখতাম না, বিড়ালের চোখ বলেই দেখলাম। ভাল

করে দেখতে চাইলাম আবার, আর দেখলাম না। হয়তো কোনও একটা হোর্ক-বাজির গিয়ে টহল দিচ্ছে ওখানে।

'তোমার বাহনকে সরাসরি কথা বলার অনুমতি দিচ্ছি,' ভিজার থ্রি বলল।

ভাল করে দেখার জন্য গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। একটা মুহূর্ত, কিছুই ঘটল না। তারপর হঠাৎ করেই ধসে পড়লেন চ্যাপম্যান। যেন তিনি একটা নাচের পুতুল, সুতোয় বাঁধা ছিলেন, সুতোটা ছেড়ে দিয়েছে নাচানেওয়ালা। হাঁটু দুটো স্রেফ বাঁকা হয়ে গেল তাঁর দেহের নিচে।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন তিনি। পা দুটো কথা শুনল না। ঝাঁকি দিল, লাথি মারল, সোজা হলো না। দাঁড়াতে পারলেন না। অবশেষে চেষ্টা বাদ দিলেন।

'ফিশার,' বিড়বিড় করে বললেন। 'ফিশার হ্রি। সর্‌রি...আ-আম্মি...আমি...সরি। ভিশার। ভিজার। ভিজার থ্রি।'

আসল চ্যাপম্যান তাঁর নিজের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন বহুদিন থেকে, কিভাবে দেহ নড়াতে হয়, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে হয়, ভুলে গেছে তাঁর মগজ।

'ভিজার থ্রি,' আবার বললেন তিনি, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে অদ্ভুতভাবে।

'বলো, গাধা কোথাকার,' ধমকে উঠল ভিজার। 'সারারাত অপেক্ষা করব নাকি তোমার জন্য?'

'ভিজার থ্রি। আমার সঙ্গে...আপনার সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি ছিল। আপনি জানেন আমি কখনও আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইনি। আমার স্ত্রী চেয়েছে। আমি পরিষ্কারভাবে মানা করে দিয়েছিলাম। তারপর...তারপর আমার স্ত্রী...এ ঘটনার পর থেকে অবশ্য আর আমার স্ত্রী নেই ও।' কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। 'আমার স্ত্রী আপনাদের গোলাম হয়ে গেছে...আমাকে হুমকি দিয়েছিল...ওর কথা না শুনলে আমার মেয়েকে আপনাদের হাতে তুলে দেবে।'

কোনমতে আনাড়িভাবে একটা হাত চোখের কাছে তুললেন ভিজার। 'আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ও খুব দুর্বল। আর দুর্বলদেরই নিশানা করে শিকার করেন আপনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসল কথায় এসো,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ভিজার।

Banglapdf.net Exclusive!

এগিয়ে এল একটা হোর্ক-বাজির। নিচুস্বরে ভিজারকে কিছু বলল। তারপর সরে গেল। হোর্ক-বাজিরটা কি বলল শুনলামও না, বুঝতেও পারলাম না। বোধহয় মনে করিয়ে দিল বেশিক্ষণ এখানে কাটানোর সময় নেই ওদের।

'আসল কথাটা হলো,' চ্যাপম্যান বললেন, 'আমি বাহন হতে রাজি হয়েছিলাম। আমি রাজি হয়েছিলাম...হয়েছিলাম...' মুখ দেখে মনে হলো বমি আসছে তাঁর। 'আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি হয়েছিলাম। কন্ট্রোলার হতে রাজি হয়েছিলাম। মাথার ভিতর এই জঘন্য পোকাটাকে ঢোকাতে রাজি হয়েছিলাম। আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছিলাম। কেন হয়েছিলাম...কেন রাজি হয়েছিলাম? আমার মেয়েকে ছেড়ে দেয়া হবে এই চুক্তিতে।'

দম আটকে আসছে আমার। মনে হলো হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। মেলিসাকে বাঁচানোর জন্য স্বেচ্ছায় কন্ট্রোলার হয়েছেন চ্যাপম্যান? মেয়েকে বাঁচাতে নিজের স্বাধীনতা, নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন?

'পরিস্থিতি বদলে গেছে এখন,' ভিজার থ্রি জবাব দিল। 'আমাদের কাজের জন্য চ্যাপম্যানের দেহটা মূল্যবান। বিদ্রোহী কোন মানুষের মগজ নিয়ে সেটাকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়।'

'আমার মেয়ে...মেলিসা...আপনার জন্য কোন হুমকি নয়। কিন্তু...' নিজেকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন আবার চ্যাপম্যান। হাত, পা, কোনটাই ঠিকমত তাঁর মগজের নির্দেশ মানছে না। বহু চেষ্টার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। টলছেন ভীষণভাবে। ঝড়ে দুলন্ত সুপারি গাছের মত। তবে এবার আর পড়লেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন।

'মেয়েটা কোনও হুমকি নয়,' অনেকটা জোরাল, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন আবার, 'তবে আমি আপনার জন্য হুমকি।'

Banglapdf.net Exclusive!

বিশ

'তুমি? হুমকি?' হেসে উঠল ভিজার থ্রি। একটা হাত বাড়িয়ে আলতো ঠেলা মারল চ্যাপম্যানের বুকে। উল্টে পড়ে গেলেন তিনি। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইলেন। আমার মাথার মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে তাঁর মাথাটা। গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

'যদি আপনি আমার মেয়ের কোন ক্ষতি করেন, আমি আপনার বিরোধিতা করব,' বললেন তিনি। 'সারা জীবন ধরে করব। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন করব। বিশ্বাস না হলে আপনার ইয়ার্কটাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সবার চেয়ে আমাকে ভাল চেনে ও। ইনিস টু টু সিক্সকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমার মেয়ের জন্য আমি লড়াই করতে পারি কি না।'

চোখ মুদলেন চ্যাপম্যান। পানি পড়া বন্ধ হলো। আবার খুললেন। মাটি থেকে দ্রুত উঠে ভিজারের সামনে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক হয়ে গেছে নড়াচড়া। তাঁর দেহের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইয়ার্ক পোকাটা। আবার কন্ট্রোলার হয়ে গেছেন তিনি।

তিনি উঠে দাঁড়ানোর আগে একটা জিনিস চোখে পড়ল, যা আমাকে ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তুলল। তাঁর হাতের ঘড়ি। নয়টা বেজে আটাশ। আমার রূপান্তরের দুই ঘণ্টা পূর্ণ হতে আর মাত্র সতেরো মিনিট বাকি।

'বাহন তোমাকে বিরক্ত করে?' ভিজার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ভিজার। মেয়েমানুষটাও তার ইনিসকে যন্ত্রণা করে। এটার তুলনায় মেয়েমানুষটার দেহে শক্তি কম, তবে মনের ক্ষমতা প্রচণ্ড। মানব-মনের গভীরতায় নিশ্চয় এমন কোনও ক্ষমতা আছে মেয়েমানুষের, যেটার হদিস ওর মগজে বসে থাকা ইনিসও পায় না।' দ্বিধা করল চ্যাপম্যানের

Banglapdf.net Exclusive!

ইয়ার্ক। ও যে ভয় পাচ্ছে, গন্ধেই টের পাচ্ছি আমি। 'একজন আনুগত্য মেনে নেয়া বাহন পেলে অনেক ভালভাবে কাজ করতে পারব আমি। মহামান্য ভিজার, আমি আপনার গোলাম, আপনার যন্ত্র। আপনি যা বলবেন, তা-ই করব, আপনার আদেশ মেনে চলব।'

'হ্যাঁ, তা তুমি নিশ্চয় করবে, করতে বাধ্য,' ভিজার থ্রি বলল। 'তবে তুমি আমাকে একজন অ্যাগুলাইট তস্কর এনে দিয়েছ।' মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে দেখাল ভিজার। 'আমার বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করবে এটা। মেয়েটাকে ছাড়ো, আপাতত। এখন ভাগো। আমি ধৈর্য হারানোর আগেই।'

একটা সেকেণ্ডও আর দেরি করার সাহস পেলেন না চ্যাপম্যান। ছুটে গিয়ে গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়িমরি করে চলে গেলেন।

মেলিসা এখন নিরাপদ। ওর নিজের বাবার কাছে যতটা নিরাপদ ছিল, ততটাই। নিজের যন্ত্রণার ভয়েই ওর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না আর ইনিস টু টু সিক্স। যাক, পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। যদিও বেশি কিছু না। তবে উন্নতি হয়েছে।

'নাও এটাকে,' নীরবে চেঁচিয়ে উঠল ভিজার থ্রি। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালিত হলো। কাছে দাঁড়ানো একটা হোর্ক-বাজির টান দিয়ে তুলে নিল আমার খাঁচাটা। দ্রুত আমাকে ব্লেড শিপের দিকে নিয়ে চলল।

আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সমস্ত আশা-আকাঙ্খার বাইরে চলে যাব আমি। ভিজার থ্রির শিপে তোলা হবে আমাকে। পৃথিবী ত্যাগ করব আমি। আমার ভবিষ্যৎ হবে শুধুই যন্ত্রণায় ভরা। ভাগ্য ভাল হলে আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেইমানি করার আগেই আমার মৃত্যু ঘটবে। সেটাই এখন আমার একমাত্র আশা। কিংবা বলা যায় দুঃখজনক হতাশা।

'তাহলে? কি ঘটছে এখন?' ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল।

এতটাই চমকে গেলাম, 'মিঁআঁউ!' করে ডেকে উঠলাম। 'ড্যানি? তুমি?'

'তাহলে আর কে? তোমার পিঠে বসা আর কোনও উকুন আছে নাকি, যে তোমার সঙ্গে কথা বলবে?'

'ড্যানি, তোমার পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে থাকার কথা।'

'তা ঠিক। তবে তোমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে পালাব, এতটা কাপুরুষ হতে পারিনি। এখন শোনো, ভিজার থ্রির থট-স্পিচ আমি শুনেছি, তবে কোথায় আছি, জানি না।'

Banglapdf.net Exclusive!

‘ভিজার থ্রির ব্লেড শিপ থেকে দশ ফুট দূরে। আর, পনেরো মিনিট সময় আছে আমার হাতে, তারপরেই রূপান্তরিত-সময়ের সীমানা পেরোব। চিরকালের জন্য আটকা পড়ব বিড়ালের খোলসে।’

‘পনেরো? দারুণ! তোমার পনেরো মিনিট হলে আমার আছে দশ। আরও পাঁচ মিনিট আগেই রূপান্তরিত হতে হয়েছিল আমাকে।’

‘ড্যানি, এখনও সময় আছে। পালাও। উকুনের খোলসে আটকা পড়াটা মৃত্যুর চেয়ে খারাপ।’

নিঃশব্দে খুলে গেল ব্লেড শিপের দরজা। ভিতরে গাঢ় লাল আলো। কয়েকটা টোটেমকে দেখতে পাচ্ছি, কন্ট্রোলের সামনে দাঁড়ানো। সতর্ক অবস্থায় পাহারা দিচ্ছে হোর্ক-বাজিররা।

‘আমি এখান থেকে যাব না,’ ড্যানিয়েল বলল। ‘আমরা কেউই যাব না।’

‘কেউই যাব না...তারমানে বাকি সবাইও উকুন হয়ে রয়েছে?’

‘না, তবে আশপাশেই আছে ওরাও। আমাদেরকে অনুসরণ করে আমরা কোথায় আছি সবাইকে জানানোর কথা ক্রিস্টোফারের।’

‘ওরা কিছুই করতে পারবে না।’

‘তাই? তবে চেষ্টা ওরা করবেই।’

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল আমার। আমার বিড়ালের মগজ শব্দটা চিনতে পারল না। মানুষের মনটাকে সামনে নিয়ে এলাম। ইঞ্জিনের শব্দ। বড় একটা ইঞ্জিন। বড় আকারের ট্রাকের ইঞ্জিনের মত। কিংবা ট্র্যাকটর। কিংবা...

বুঝে ফেললাম। আর্থমুভার।

আমাকে বহনকারী হোর্ক-বাজিরটাও সেটা লক্ষ করল। দৌড়ে ব্লেড শিপে উঠে খাঁচাটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। দৌড়ে গেল ভিজারের কাছে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিজার।

‘একটা আর্থমুভার স্টার্ট নিয়েছে,’ ড্যানিয়েলকে বললাম।

‘আমারও তাহলে এখন এই লড়াইয়ে যোগ দেয়ার সময় এসেছে,’ ড্যানিয়েল বলল। ‘আমাকে এখন দ্রুত ডাবল-মরফিং করতে হবে। উকুন থেকে মানুষ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য প্রাণীতে রূপান্তর...কিন্তু হচ্ছে না তো...না না, হচ্ছে, হচ্ছে! ইয়া-হু!’

Banglapdf.net Exclusive!

ব্লেড শিপের দরজা দিয়ে আর্থমুভারটাকে দেখতে পাচ্ছি। গতি এত ধীর, উত্তেজনার মুহূর্তে তাকিয়ে থাকাটা রীতিমত বেদনাদায়ক। দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। ব্লেড শিপের দিকে।

'জলদি আকাশে ওড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল ভিজার থ্রি।

সবচেয়ে কাছের টোটেমটা নিজেদের বিরক্তিকর জড়ানো ভাষায় কি যেন বলল ভিজারকে। শব্দের চেয়ে ফোঁস-ফোঁসই বেশি বেরোয়। আমার কাছে শব্দগুলো শোনাল, 'স্রিইই স্ওয়ে স্নার্প স্নেরাপ স্রিট।'

'দুই মিনিট লাগবে তুলতে? এত দেরি!' ভিজার থ্রির কথা শুনলাম। চোখের পলকে চাবুকের মত আঘাত হানল তার অ্যাণ্ডালাইট লেজটা। টোটেমটার গায়ে মস্ত একটা কাটা দাগ দেখা গেল। কাটা জায়গা থেকে সবজে-হলুদ থকথকে পদার্থ বেরিয়ে আসতে লাগল ফিনকি দিয়ে।

উত্তেজিত হয়ে উঠল বাকি টোটেমগুলো। দেহের উর্দ্ধাংশের পা কিংবা বাহু যা-ই হোক, দোলাতে লাগল। কট্-কট্ করে বন্ধ হচ্ছে মাথায় লাগানো দাড়াগুলো।

'তুমি আর তুমি।' হাত তুলে দুটো টোটেমকে দেখিয়ে নির্দেশ দিল ভিজার। 'মাটি থেকে তোলো আমাদের। বাকি সবাই এই গাধাটাকে খেয়ে ফেলো।'

সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল হতভাগ্য টোটেমটার মুখ দিয়ে। হুড়াহুড়ি করে ছুটে এল আরও তিনটা টোটেম। ওদের নলের মত গোল মুখ ঠেসে ধরল আহত স্বজাতির গায়ে। যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকা জ্যান্ত দেহটাকে খুবলে ছিঁড়ে খেতে শুরু করল।

ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে। আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে ভিজার। খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল হোর্ক-বাজিররা।

পিশাচ টোটেমদের হুড়াহুড়ির ওপাশে, অন্ধকার কেবিনের কোণে একটা জিনিস ঘটতে দেখলাম এ সময়। কিছু একটা বড় হচ্ছে। হঠাৎ করে মেঝে থেকেই গজিয়ে উঠল যেন একজন মানুষ।

'ড্যানি!'

'কথা বোলো না! আমার মনোযোগ নষ্ট হয়!'

Banglapdf.net Exclusive!

খেপে আগুন হয়ে গেছে ভিজার থ্রি। ছোট্ট পরিসরে তার রাগের ঢেউ যেন বিকিরণ করা রশ্মির মত এসে গায়ে লাগে। 'ধ্বংস করে দাও ওই মেশিনটা!' আদেশ দিল ও।

বাইরে, দুটো হোর্ক-বাজির পাঁচ টন ওজনের ধীরগতি ইস্পাতের যন্ত্রটার দিকে অস্ত্র তাক করল।

এখনও কেবিনের কোণে গুটিসুটি হয়ে রয়েছে ড্যানিয়েল। তবে আবার বদলাতে শুরু করেছে ও। অন্ধকারে আমার বিড়ালের চোখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওকে। ডোরা ফুটতে আরম্ভ করেছে ওর দেহে। কমলা আর কালো রং। বাঘের ডোরা।

এখন আমার কাজটা শুরু করা উচিত। মনোনিবেশ করলাম। আবার রূপান্তরিত হওয়া শুরু করলাম। আমার চারপাশে ছোট হয়ে আসছে খাঁচাটা।

গুম-গুম গুম-গুম গুম-গুম। এগিয়ে আসছে আর্থমুভার।

থেকে থেকে এখনও আর্তনাদ করে উঠছে আহত টোটেমটা। গপ গপ করে ওর মাংস খাচ্ছে ওর স্বজাতিরা।

হঠাৎ একটা তীব্র উজ্জ্বল লাল আলো দেখতে পেলাম। ধাতব জিনিস পোড়ার চড়চড় শব্দ হলো। আর্থমুভারটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল। ডিউক! হ্যাপি! ওরা কি পালাতে পেরেছে?

নিজের মনোনিবেশ নষ্ট করলাম না। টোটেমটার চিৎকার কানে তুললাম না। ডিউক বা হ্যাপির কি হয়েছে, আর্থমুভারটা ভাঙার সময় ওটায় থেকে ওরাও মারা পড়েছে কি না, তা নিয়ে আর ভাবলাম না। আমার কাজ আমি চালিয়ে গেলাম। আর বেশিক্ষণ লাগবে না, জুলিয়া! বেশিক্ষণ লাগবে না...আমি মানুষ হচ্ছি। তবে পুরোপুরি হব না। আমার থাবার দিকে তাকালাম। খাটো খাটো আঙুল তৈরি হয়েছে। এতেই চলবে। আধো-নির্মিত মানুষের আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম খাঁচার ফাঁকে। হুড়কোটা পেয়ে গেলাম।

খেতে খেতে পলকের জন্য এদিকে তাকাল একটা টোটেম। 'ইয়ারস স্রেন স্রিআআর!' আমার দিকে নাড়ল ওটার ঘিনঘিনে একটা সামনের পা।

ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল ভিজার থ্রি। চোখে তীব্র

Banglapdf.net Exclusive!

ততক্ষণে খাঁচার দরজা খুলে ফেলেছি আমি।

আর ঠিক ওই মুহূর্তে বিকট গর্জন করে শূন্যে লাফ দিল ড্যানিয়েল, দুই থাবা সামনে বাড়ানো।

খাঁচা থেকে প্রায় উড়ে বেরোলাম আমি। লোম আর খোলা চামড়ার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আধা-বিড়াল, আধা-মানুষ।

ভিজার থ্রির দেহের একপাশে আঘাত হানল ড্যানিয়েল। 'এবার দেখি কে বাঁচায় তোকে আমার হাত থেকে, শয়তান পিশাচ!'

বাঘটার সঙ্গে জাপটাজাপটি করতে করতে কাত হয়ে পড়ে গেল ভিজার। চাবুকের মত বাড়ি মারল তার লেজটা। কিন্তু ছুরিটা লাগাতে পারল না ড্যানিয়েলের গায়ে। বাঘের ক্ষিপ্রতা ওর চেয়ে কম নয়। বড় বড় নখ দিয়ে ভিজারের গা চিরে ফালাফালা করে দিতে লাগল।

আর্তনাদ করে উঠল ভিজার।

ওর চিৎকার কানে মধু বর্ষণ করল আমার। তবে সেটা চুটিয়ে উপভোগ করার সময় নেই। আরও কাজ রয়েছে আমার।

আমার অর্ধ-সমাপ্ত রূপান্তরিত দেহ নিয়ে খুব একটা কিছু করতে পারব না। আবার মনোনিবেশ করলাম। ফিরে এলাম বিড়ালের শরীরে। দুই ঘণ্টা পূর্ণ হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

ভিজারকে সাহায্য করতে চারপাশ থেকে ছুটে এল কয়েকটা হোর্ক-বাজির। লাফিয়ে ভিজারের গা থেকে নেমে এল ড্যানিয়েল।

'পালাও!' আমার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল ও।

'হ্যাঁ, পালাব!' আমি বললাম।

দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা। আবার পুরোপুরি কিটি হয়ে গেছি। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে ছুটতে পারি আমি। সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষটির জন্যও এই গতিতে দৌড়ানো কঠিন।

দুর্ভাগ্য, হোর্ক-বাজিররা এরচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

বাঘের দেহ নিয়ে ড্যানিয়েল পারে আরও জোরে, যদিও সীমিত সময়ের জন্য। আমাকে ছেড়ে যেতে চাইল না বলে গতি কমিয়ে রাখতে হচ্ছে ওকে।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে কাছের হোর্ক-বাজিরটাকে আক্রমণ করল ও।

Banglapdf.net Exclusive!

আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম ওকে। মস্ত একটা প্রাণী। কালো-কমলা ডোরা কাটা। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল হোর্ক-বাজিরটা। 'পালাও, জুলি, পালাও! ওদের চেয়ে অনেক ছোট তুমি, লড়াই করতে পারবে না!'

আমার লেজে লেগে রয়েছে আরেকটা হোর্ক-বাজির। আমার চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। অনেক বেশি দ্রুত।

ঝট করে বাঁয়ে সরে গেলাম। আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল হোর্ক-বাজিরটা। চোখের পলকে ঘুরে গেলাম। বালিতে সড়াৎ করে পিছলে গেল আমার পা। আমাকে ধরতে থাবা মারল হোর্ক-বাজিরটা। পারল না।

আরও কি যেন নড়ছে। বড় কিছু। মাটি কাঁপছে...

আরেকটা আর্থমুভার। ট্যাংকের মত চেনের ওপর ভর করে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। তারমানে আরেকটা আর্থমুভার চালু করেছে ডিউক আর হ্যাপি।

সবচেয়ে কাছের অর্ধসমাপ্ত বাড়িটার দিকে ছুটে চলেছি আমি। পালাতেই হবে, যে করেই হোক। রূপান্তরিত হতে হবে। সময় শেষ। মাত্র আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষে রূপ নিতে না পারলে বিড়ালের খোলসে আটকা পড়ব।

একটা কালো গর্ত চোখে পড়ল। লাফ দিলাম ওটাকে লক্ষ্য করে। এক লাফে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। একটা দেয়ালের নিচ দিয়ে গেছে গর্তটা। তারপর চলে গেছে অগভীর একটা বেযমেন্টে। আমার মাথার ওপরে এখন দুই ফুট পুরু কংক্রিট। আমি এখন নিরাপদ! নিরাপদ, আর সেই সঙ্গে মানুষের দেহ ধরার মত একটা জায়গাও পেয়ে গেছি।

মনোনিবেশের চেষ্টা করলাম। আমার কংক্রিটের আশ্রয়ের বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে গর্জন আর ভিনগ্রহবাসীদের চিৎকার। আর্থমুভারের গুম-গুম শুনতে পাচ্ছি। ড্র্যাকন বিমের ছরছর শুনলাম বলেও মনে হলো।

মানুষ, নিজেকে বললাম। মানুষ হয়ে যাও! মাত্র আর কয়েক মিনিট বাকি!

ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। তারপর আবার। আবার। মনে হচ্ছে যেন কোন বিশাল দৈত্য মাটি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এগিয়ে আসছে।

থামল দৈত্যের পদশব্দ। জমাট বরফ হয়ে গেছি যেন। ভাবার ক্ষমতা নেই। রূপান্তরের জন্য মনোনিবেশের প্রশ্নই আসে না।

Banglapdf.net Exclusive!

ধুড়ুম! ধুড়ুম!

আমার চারপাশে পাথরের মত শক্ত, গাছের মত মোটা, আঁশওয়ালা পা দেখতে পেলাম। পুরু কংক্রিট ভেঙে ঢুকে পড়েছে।

বিকট গর্জন শোনা গেল!

টান দিয়ে তুলে নেয়া হলো আমার ওপরের কংক্রিটের ছাত। কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলা হলো।

আবার ফাঁদে পড়লাম। আমার ওপর দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের মত বড় একটা দৈত্য। এক হাতে কংক্রিটের ছিঁড়ে নেয়া ছাত। দৈত্যটাকে দেখে মনে হচ্ছে, পাথরের তৈরি।

'পালানো এত্ত সহজ না,' ভিজার থ্রি বলল আমাকে।

BANGLAPDF.NET

একুশ

সব শেষ। আমি জানি আর কোন আশা নেই আমার। পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে রূপান্তরিত ভিজার থ্রির ওই দৈত্যটাকে থামাতে পারে।

তিনটে মস্ত পায়ের ওপর খাড়া হয়ে আছে দৈত্যটা, বটগাছের চেয়েও মোটা পা। দেহের তুলনায় ছোট মাথা। একেবারেই খুদে, মানুষের মাথার সমান। বিদঘুটে দেখতে।

প্রথমে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে কংক্রিটের মধ্যে। তারপর চাঙড়-চাঙড় করে ভেঙে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে কাঁধের ওপর দিয়ে।

একটা চাঙড় গিয়ে পড়ল একটা হোর্ক-বাজিরের ওপর। মাটিতে ফেলে দিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলল প্রাণীটাকে। তাকিয়েও দেখল না ভিজার, কিংবা পাত্তাই দিল না।

দৌড় দিলাম।

ধড়াম! আমার সামনে আছড়ে পড়ল দৈত্যটার একটা দানবীয় হাত।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পিছিয়ে এসে ঘুরে গেলাম।

ধড়াম! আরেকটা জ্যান্ত পাথরের থাম যেন আছড়ে পড়ল আমার সামনে।

এমনকি আমার ভিতরের বিড়ালটা পর্যন্ত বুঝে গেছে—আর কোন আশা নেই।

কিম্ভূত রকম ছোট মাথার খুদে জ্বলন্ত চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাল ভিজার থ্রি। দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে এল আমাকে। দুই হাতের থাবা রেখে দেয়াল বানিয়ে দিল আমার দুই পাশে।

BANGLAPDF.NET

 Banglapdf.net Exclusive!

বিকট শব্দ হলো।

দ্বিধা করল ভিজার থ্রি।

বিস্ফোরণের শব্দ হলো।

দিলাম দৌড়।

দুই পাশে দৈত্যের দুই হাতে, অন্য দুই পাশে দেয়াল। ছয় ফুট উঁচু একটা দেয়াল বেয়ে লাফিয়ে উঠলাম ওপরে। যা ভয় পেয়েছি, তাতে আরও উঁচু দেয়াল হলেও উঠতে পারতাম।

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম কি ঘটছে। আর্থমুভারটা গিয়ে গুঁতো মেরেছে একটা বাগ ফাইটারকে। বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা।

প্রচণ্ড রাগে ভয়াবহ চিৎকার করে উঠল ভিজার থ্রি। সেই সব হোর্ক-বাজির আর টোটেমদের জন্য করুণা হলো আমার, যারা আর্থমুভারটাকে যেতে দিয়েছে।

BANGLAPDF.NET

দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুটলাম। সিণ্ডারব্লক দিয়ে তৈরি দেয়াল, গর্তে ভরা, মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া। স্কুলের জিমনাস্টিকের ব্যালান্স বিমের চেয়েও এটা দিয়ে দৌড়াতে বেশি অসুবিধে। তবে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি আমি। কোনা বাধাই বাধা হলো না।

'তোমাদের সবাইকে ধরে খুন করব আমি! শয়তানের দল!' চেঁচিয়ে উঠল ভিজার থ্রি।

ওর পায়ের মাটি কাঁপানো গুম-গুম শব্দ কানে এল, বজ্রের শব্দের মত। দুই কদমে আমার কাছে চলে এল।

থাবা মারল আমার দিকে।

দশ ফুট উঁচুতে রয়েছি আমি এখন। মাটিতে বিছিয়ে রয়েছে মরচে পড়া, বাঁকাচোরা ধাতব জিনিসপত্র।

কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। লাফ দিলাম।

ধারাল মাথাওয়ালা ধাতব জিনিসগুলো ছুটে এল আমার দিকে। আমাকে ধরার জন্য থাবা মারল আবার ভিজার।

তীক্ষ্ণ কি যেন বিঁধে গেল আমার পিঠে

মাটি আর উড়ে আসছে না আমার দিকে। আমিই উড়ে চলেছি শূন্য দিয়ে।

'হাই, জুলি, পরের বার বিড়াল হওয়ার খায়েশ হলে এমন বিড়ালই হয়ো, যেটা খায় কম।' মগজে কথা বেজে উঠল।

ক্রিস্টোফার!

'আমি তোমাকে বড়জোর বনের কিনার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব, ব্যস,' ক্রিস্টোফার বলল।

'রূপান্তরিত হতে হবে আমাকে,' আমি বললাম। 'আমার সময় শেষ! তাড়াতাড়ি করো!'

গাছপালার দিকে ধেয়ে চলেছি আমরা। এতবড় বোঝা নিয়ে উড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে ক্রিস্টোফারের। যতখানি ভার বইতে পারে, তারচেয়ে অনেক বেশি বইছে।

BANGLAPDF.NET

'ফেলে দাও আমাকে! এখুনি!'

বনের ভিতর ঢুকে পড়েছি আমরা। আমাকে ছেড়ে দিল ক্রিস্টোফার। শূন্য দিয়ে পড়ছি আমি। তবে আমার লেজটা আমার দেহের ভারসাম্য বজায় রাখছে নিখুঁতভাবে।

একটা গাছের ডাল ধেয়ে আসছে। *খ্রাম!* বাকলে বিঁধে আটকে গেল আমার নখগুলো।

মাটিতে পড়তে পড়তে মরফিং সেরে ফেললাম। হাড়গোড় ভাঙলেও আর কোন উপায় নেই আমার। তবে ভাঙল না। পড়লাম মাটিতে বিছানো নরম পাইন নিড্‌লের ওপর।

গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম দৈত্যটাকে। প্রচণ্ড আক্রোশে দাপিয়ে মাটি কাঁপাচ্ছে। আশপাশে যে কটা হোর্ক-বাজির অবশিষ্ট ছিল, সব কটা খেলনার মত ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। টোটেমগুলো পায়ের চাপে ভর্তা হলো।

'আমরা পালানোয় রেগে উন্মাদ হয়ে গেছে,' ক্রিস্টোফার বলল।

'বাকি সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ওরা পালাতে পেরেছে?'

Banglapdf.net Exclusive!

'পেরেছে। ওরা ভাল আছে। উকুন থেকে বাঘ হওয়ার আগে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে ড্যানি। কাজেই সময় নিয়ে কোন সমস্যা নেই ওর। ডিউক ওর কয়েকটা পালক পুড়িয়েছে, তবে ভাল আছে। হ্যাপিও ভাল আছে। বাজপাখিতে রূপান্তরিত হয়ে পালিয়ে এসেছে ওরা।'

মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। পালাতে পেরেছি অবশেষে। বেঁচে ফি'রছি। আমি জানি, খুশি হওয়া উচিত আমার। কিন্তু ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

বাইশ

পরের জিমন্যাস্টিক ক্লাসে মেলিসার সঙ্গে দেখা হলো আমার। এখনও বেঁচে রয়েছে ও, মুক্ত, স্বাধীন।

ব্যায়ামের পোশাক পরার সময় নির্লিপ্ত রইলাম আমি। তবে আড়চোখে ঠিকই দেখলাম, লকার খুলে একটা খাম বের করল।

সেটা খুলে পড়তে লাগল ও।

আমি লিখেছি:

'মেলিসা, তোমার বাবা তোমাকে আগের চেয়ে বেশি ভালবাসবেন এখন। বেশি মনোযোগী হবেন। ইতি—তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী।'

আমার কম্পিউটারে লেখাগুলো টাইপ করে প্রিন্টআউট বের করেছি। ছাপার অক্ষর। হাতের লেখা নয়, তাই আমি লিখেছি, না কে লিখেছে, বুঝতে পারবে না।

হয়তো এটা আমার অনুমান। বুঝে ফেলতেও পারে। যাই হোক, সেদিন ওকে অনেক বেশিক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করতে দেখলাম।

আমার মা যখন গাড়িতে করে আমাকে তুলে নিতে এল, আমি তখন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছি। দুদিন হলো ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয় না আমার, কন্সট্রাকশন সাইটে লড়াইয়ের পর থেকে।

'মেলিসা কেমন আছে?' হ্যাপি জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'একটা নোট রেখে দিয়েছিলাম ওর লকারে।' ওতে কি লিখেছি, জানালাম। 'হয়তো আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কি করব, আবেগের বশে কাজটা করে ফেলেছি। তবে আমি

Banglapdf.net Exclusive!

কেয়ার করি না। মেয়েকে কন্ট্রোলার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণের মায়া করেননি চ্যাপম্যান। আমি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমারও একটা দায় আছে, কিছু করার আছে।'

মাথা ঝাঁকাল ড্যানিয়েল। 'তা ঠিক। হয়তো কাজ হবে। দেখো, মেলিসার উন্নতি হয় কি না।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যাপি। বলল, বন্ধুর জন্য আমি যা করেছি, তাতে সে-ও আমার আরেক বন্ধু হয়ে গর্বিত। ক্রিস্টোফার কিছু বলল না।

'যাই হোক, আমরা একটা ইয়ার্ক বাগ ফাইটার ধ্বংস করে দিয়েছি,' ড্যানিয়েল বলল। 'ভিজার থ্রিকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছি। আর...'

'আর প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছি!' কথাটা শেষ করে দিল ক্রিস্টোফার।

'হ্যাঁ, তা-ও করেছি,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল ড্যানিয়েল। 'ওটাই হলো আসল কাজ।'

'পরের বার আমরা...' শুরু করলাম।

'...আবারও পরের বার!' আমাকে কথা শেষ করতে দিল না ক্রিস্টোফার, চেঁচিয়ে উঠল।

'পরের বার তো আসবেই, জানা কথা,' ক্রিস্টোফার বলল। 'যতদিন অ্যাণ্ডালাইটরা না আসবে, ততদিন বার বার এই *"পরের বার"* আসতেই থাকবে।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!